সোনার
ভারত

মুদ্রক : শ্রীসাধুচরণ শীল
ইম্প্রেসন্ সিণ্ডিকেট
২৬।২এ, তারক চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৫

সোনার ভারত

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত
ও
সুরদেবী নাট্যসংঘ কর্ত্তৃক
অসমীয়া ভাষায় অভিনীত

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—
২৭এ, তারক চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৫
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

—*—

সন ১৩৫৭ সাল

প্রথম মুদ্রণ]

মূল্য ৫·০০ টাকা

যাত্রাশিল্পের অক্লান্ত পৃষ্ঠপোষক

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর

শ্রীকিষাণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের

করকমলে—

গ্রন্থকার

ভূমিকা

ভারতের শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজ বা পিথৌরা। ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীকে একসূত্রে আবদ্ধ করে একটা মহাজাতি গঠনের স্বপ্নে ছিলেন তিনি বিভোর। স্বপ্ন হয়ত তাঁর সফল হত, বাদী হল তাঁরই পরমাত্মীয় কনোজরাজ জয়চাঁদ। গজনী থেকে ভারতের মধুচক্র লুণ্ঠন করতে ছুটে এল মহম্মদ ঘোরী, তারই সঙ্গে মিলিত হল সমস্ত শক্তি নিয়ে ঘরভেদী বিভীষণ। তরাইনের যুদ্ধে দিল্লীর গৌরব ধূলিসাৎ হল।

আত্মভোলা জাতি বারবার ঠেকেও শিখল না। যুগে যুগে খাল কেটে সে কুমীর নিয়ে এসেছে, আর দীর্ঘকাল চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। তবু জয়চাঁদ মরেনি, বরং এক জয়চাঁদ আজ বহু হয়েছে। পলাশীর প্রান্তরে এরাই বিদেশীকে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছে, তার পর দুশো বছর ধরে কৃতকর্মের ফলভোগ করেছে। আজ এরাই দেশটাকে আবার বিদেশীর হাতে তুলে দিতে ব্যস্ত।

মহামানবের সাগরতীরে কবে আসবে সেই অমিতবীর্য মহামানব, যার পদভরে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত এই জয়চাঁদের দল স্তব্ধ হয়ে যাবে?

গত দু' বছর ধরে নট্ট কোম্পানী এই নাটকের অভিনয়ে যে অভাবনীয় যশ অর্জন করেছেন, তাতে বারবার আমার মনে হয়েছে, ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে মনে আজ এই কামনাই কচ্ছে—
"অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারি মুরারি।"

ইতি—

গ্রন্থকার

পরিচিতি

—পুরুষ—

পৃথ্বীরাজ	...	...	দিল্লীর সম্রাট।
সমর সিংহ	...	...	মেবারের রাণা।
জয়চাঁদ	...	...	কনোজরাজ।
রূপচাঁদ, গোকুলচাঁদ, তমাল	...	...	ঐ পুত্রগণ।
মিত্রবাহু	...	...	মন্ত্রী।
মহম্মদ ঘোরী	...	...	কাবুলের সুলতান।
কুতবউদ্দিন	...	...	ঐ ক্রীতদাস।
বক্তিয়ার	...	...	মনসবদার।
অরিমর্দন	...	...	পত্তনরাজ।
হেদায়েৎ	...	...	দ্বাররক্ষী।
দেদার বক্স	...	...	ঐ পুত্র।
কম্বুকণ্ঠ	...	...	দিল্লীবাসী।

—স্ত্রী—

পূর্ণিমা	...	...	জয়চাঁদের স্ত্রী।
সংযুক্তা	...	...	রাজকন্যা।
পৃথা	...	...	পৃথ্বীরাজের ভগ্নী।
মোহিনী	...	...	অরিমর্দনের নাতনী।

☞ অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

সাত ভাই চম্পা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ রচিত ঐতিহাসিক নাটক। ক্যালকাটা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। জানেন কি কে এই চম্পা, কার কন্যা ইনি? কার অত্যাচারে ইনি মুসলমান হয়েছিলেন, আবার কেই বা অত্যাচারীর কবল হ'তে তাঁকে উদ্ধার করেছিল? সাতক্ষীরার অন্তর্গত লাবসা গ্রামের মাইচম্পার দরগাই দেয় তার সম্যক পরিচয়।—যেখানে হিন্দু-মুসলমান এখনো ঢেলে দেয় তাদের অর্ঘ। অত্যাচারী গাজী বরখানের চক্রান্ত, রাখালরাজ হোসেন খাঁর মহত্ত্ব, দেশ-প্রেমিক অনন্ত ও জেলের মেয়ের আত্মত্যাগ, রাজা মুকুট রায ও রাণী লীলাবতীর প্রাণ বিসর্জন। ২.৭৫

ডাকিনীর ইংগিত

শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাল্পনিক নাটক। অন্নপূর্ণা অপেরার গৌরব-পতাকা। চন্দ্রগড়ের রাণী মুগ্ধ হল সেনাপতি প্রভাকরের রূপে। গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করলো নিজের স্বামী রাজা জগৎনারায়ণকে। **তারপর?** প্রভাকরের চক্রান্তে গোখরো সাপের দংশনে প্রাণ হারালো রাজপুত্র নয়ন। অধিকার করলো চন্দ্রগড় রাজ-সিংহাসন। মিত্রতার চুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমণ করলো সে পার্শ্বরাজ্য সূর্যগড়-সীমান্ত। লুণ্ঠিত হল সীমান্তবাসী প্রজাদের ধন-সম্পদ আর নারীর ধর্ম। চোখের জলে প্লাবিত হল সীমান্ত অঞ্চল। সেই প্লাবনের মাঝে সৃষ্টি হল বীর প্রভঞ্জনের, ইন্ধন জোগালো তাকে এক পাগল। কিন্তু কে তারা? জানেন কি কুখ্যাত গুণ্ডা আকতার উদ্দিনের পরিচয? শুনেছেন কি কিংকরের নিষ্ঠুরতার কাহিনী? অবশেষে দেখুন পাপের কি ভয়াবহ পরিণাম। ৩.০০

দুরন্ত রাহু

শ্রীঅনিলকুমার দাসের কাল্পনিক নাটক। রক্ত-মাংসের মানুষ রাহুতে কেন পরিণত হয? কি তার কারণ? এর জন্য দায়ী কে? অদৃষ্ট না স্নেহরূপী গোঁড়ামী? এই সমস্যার সমাধান করবে নাটকের প্রতিটি ছত্র। এতে দেখবেন, শঙ্করলালের স্মরণীয় অতিথিপরায়ণতা, মণিলালের ভ্রাতৃপ্রেম, শক্তিসেনের দেশপ্রেম, সম্রাট মাধব নারায়ণের ভুলের পূজা। বিদ্যুৎময়ীর চরিত্র-সৃষ্টি, ঝুমুরের আত্ম-বিলাপ, অবাক রামের হাসি ঠাট্টা, রুদ্রনারায়ণের সীমাহীন অত্যাচার, রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে বিচরণ, স্বার্থ-সিদ্ধি করতে কুটীল পথে অভি-যান, পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সৌখীন ও পেশা-দার যাত্রাদলে এ নাটক বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনে। মূল্য ৩.০০ টাকা।

সোনার ভারত

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

কনোজ-প্রাসাদ

সংযুক্তা ও তমালের প্রবেশ।

সংযুক্তা। কে এসেছে বললি?

তমাল। মহম্মদ ঘোরী।

সংযুক্তা। সে আবার কে?

তমাল। মহম্মদ ঘোরীর নাম শুনিসনি? তুই কি রে দিদি? তার নাম না জানে কে? তার এতবড় দাড়ি।

সংযুক্তা। দাড়ি থাকলেই যে চিনতে হবে, তার কোন অর্থ নেই। কোথাকার ফকির?

তমাল। ফকির কি? গজনীর সুলতান বললুম না? এ তার ভাই, কাবুলের সুলতান মহম্মদ ঘোরী।

সংযুক্তা। হক না সুলতান। এখানে তার কি প্রয়োজন? গজনীর সুলতান মামুদ সতরবার ভারত লুণ্ঠন করে গেছে, ইনিও কি সে উদ্দেশ্যেই এসেছেন?

তমাল। তাহলে দাতুর কাছে আসবে কেন? আমার মনে হয়—ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

সংযুক্তা। নির্ভয়েই বল না হতভাগা ছেলে।

তমাল। আমার মনে হয়, তোর বিয়ের কথা বলতে এসেছে।

সংযুক্তা। কার সঙ্গে বিয়ে?

তমাল। ওর নিজের সঙ্গে।

সংযুক্তা। এই কথা বলার জন্যে তুই আমায় ডেকে আনলি? দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে। আমি তোর মুখ দেখতে চাই নে।

তমাল। কে তোকে মুখ দেখাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে? তুই অবলা নারী হয়ে পুরুষ মানুষকে যে ভাবে অপমান কচ্ছিস, তাতে তোর মুখটাই কি আমি দেখতে চাই? ধিক তোকে। ভেবেছিলুম একখানা দেশের গান শোনাব, তা আর হল না।

সংযুক্তা। গাইবি ত গা না।

তমাল। আর দরকার নেই। স্ত্রীলোককে যে গান শোনায়, সে অতি অখাদ্য। তা ছাড়া—

সংযুক্তা। থাক, আর বলতে হবে না। আমার এখন অনেক কাজ। আমি চললুম।

তমাল। গিয়ে দেখ না, হাটে হাঁড়ি ভাঙব। সবাইকে ডেকে বলব যে তুই লুকিয়ে লুকিয়ে সম্রাট পৃথ্বীরাজের ছাব দেখিস।

সংযুক্তা। এ তুই বলছিস কি? আমি পৃথ্বীরাজ—

তমাল। তুই কেন পৃথ্বীরাজ হতে যাবি? পৃথ্বীরাজের ছবি তুই রোজ তিন বেলা—

সংযুক্তা। মিথ্যে কথা।

তমাল। ছবিটা আনব? তাহলে সবাইকে ডাকি?

সংযুক্তা। আমি তোকে খুন করব।

তমাল। খুন করবি কেন? বলি লজ্জাটা কি তোর? গরু চুরি ত করিসনি।' দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ—কে না তাকে ভালবাসে? আমিও ভালবাসি। একটা কথা বলব দিদি?

সংযুক্তা। কি কথা?

তমাল। শুনছি বাবা তোর বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, শীগগিরই তোকে ঝোলাবে। তুই কিন্তু যাকে তাকে মালা দিসনি। গরু ছাগলকে বিয়ে করে কি হবে? বাবা বলছিল, এ দেশে একটাই পুরুষ আছে,—পৃথ্বীরাজ। বউ যদি হতে হয়, তুই ওই পৃথ্বীরাজের বউ হ।

সংযুক্তা। বাচালতা করো না, গান গাইবে ত গাও।

তমাল।—

গীত

প্রণতি ভারত-জননি।
বিশ্বের মাঝে বিস্ময় তুমি, কোটি-কোটি-জন ভরণী।
ধন্য জীবন জননি তোমার মাটিতে জনম লভি,
পুণ্য তোমার তটিনী সমীর চন্দ্র তারকা রবি,
জনমে জনমে তুমি মা হয়ো মোর জন্মভূমি মা,
যায় যদি যাক এ জীবন মোর তোমার চরণ চুমি মা।
এশিয়ার তুমি তীর্থ, ধরার তুমি বিচিত্র,
ধরমের তুমি লীলাভূমি মা, নিখিল-বিশ্ব-শরণি।

জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। আঃ—থামো। দিন নেই, রাত নেই, কেবল ভারত আর ভারত। ভারতের জয়গান করতে হয় পৃথ্বীরাজ করুক। দিল্লীর সিংহাসনে বসে সে সমগ্র ভারতের মধুচক্র নিঃশেষে শোষণ

কচ্ছে, আর আমার অধিকারে ক্ষুদ্র এই কনোজরাজ্য—তারই অধীনে সামান্য একটু ভূখণ্ড। মাঠে শস্য ফলে না, নদী নালা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, রুক্ষ প্রকৃতি যেন লেলিহান অগ্নিশিখা বিস্তার করে সমগ্র রাজ্যটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চায়। তবু বছরে বছরে দিল্লীর রাজকোষে রাজস্ব দেওয়ার বিরাম নেই।

সংযুক্তা। রাজ্য ভোগ করবে আর রাজস্ব দেবে না বাবা?

জয়চাঁদ। কেন? দিল্লার রাজমুকুট কি আমার মাথায় মানাত না? একই মাতামহের দুই দৌহিত্র আমি আর পৃথ্বীরাজ। আমি প্রৌঢ়, আর সে অপরিণতবুদ্ধি যুবক। আমি যখন শস্ত্র-শাস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত করেছি, তখন সে প্রথম পাঠ আরম্ভ করেছে, আমি যখন যুদ্ধ করেছি, সে দূরে দাঁড়িয়ে অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছে। সেই পৃথ্বীরাজ আজ দিল্লীর সম্রাট—ভারতের ভাগ্য-বিধাতা, আর আমি কনোজের করদ রাজা! কি হবে আমার ভারতের জয়ধ্বনি দিয়ে? ভারত উচ্ছন্ন যাক।

তমাল। ভারত উচ্ছন্ন গেলে তুমি কোথায় থাকবে বাবা? এ শুধু নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা। যাত্রা কিন্তু ভঙ্গ হবে না বাবা। লাভের মধ্যে তোমারই অপযশ হবে।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। ভারত—ভারত। কে ওর কানে এ মন্ত্র দিয়েছে? তুমি? তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

সংযুক্তা। কেন বাবা? মায়ের কোলে বসে মাকে ডাকা কি অপরাধ? ভারতের ফলশস্যে জীবনধারণ করে ভারতের গুণগান করা কি অন্যায়?

জয়চাঁদ। ঘোর অন্যায়। গুণগান করতে হয় কনোজের করবে।

সংযুক্তা। মাথায় জল ঢাললেই পায়ে পড়ে বাবা। কনোজ কি ভারত ছাড়া? ভারতের যদি শ্রীবৃদ্ধি হয়, কনোজ রাজ্যও ফলে ফুলে সৌরভে সুষমায় ভরে উঠবে। এ দেশ কি শুধু দিল্লীশ্বরের? তোমার কেউ নয়?

জয়চাঁদ। না না, আমার কেউ নয়। আমার যদি হত, তাহলে দিল্লীর সিংহাসন আমারই হত, আর কনোজের সিংহাসনে বসত ওই অপরিণতবুদ্ধি পৃথ্বীরাজ।

সংযুক্তা। কেন তাকে হিংসে কচ্ছ বাবা? মার মুখে শুনেছি, তোমার মাতামহের মত কুশাগ্রবুদ্ধি কারও ছিল না।

জয়চাঁদ। তোমার মা অত্যন্ত নির্বোধ।

সংযুক্তা। বেশ ত বাবা, জগতের সবাই যদি নির্বোধ হয়, তাতেই বা তোমার কি সান্ত্বনা? তাঁর রাজ্য তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে গেছেন। তোমার তাতে আপত্তির কি অধিকার?

জয়চাঁদ। তরবারির অধিকার। আমি এ অবিচারের মূলোচ্ছেদ করব।

সংযুক্তা। কেন বল ত বাবা? দিল্লীর সম্রাট হলে তোমার দুটো হাত কি দশটা হবে? পর্ণ কুটিরে তোমার কত সম্ভ্রান্ত প্রজা শান্তিতে বাস কচ্ছে, আর তুমি একটা বিশাল রাজপ্রাসাদে সুখে নিদ্রা যেতে পাচ্ছ না, এতবড় একটা রাজ্যের মধ্যে তোমার কি হাত পা মেলবার জায়গা নেই?

জয়চাঁদ। না না।

সংযুক্তা। দিল্লীর সিংহাসনটা তোমার চাই-ই?

জয়চাঁদ। নিশ্চয়ই চাই। আমি মাতামহের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র।

সংযুক্তা। জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। তোমার বাগানের মালীর বয়স তোমার চেয়ে অনেক বেশী। তাকে ত তুমি কনোজের সিংহাসন ছেড়ে দাওনি।

জয়চাঁদ। অনধিকারচর্চা করো না সংযুক্তা। রাজনীতির মধ্যে নারীর স্থান নেই।

সংযুক্তা। তা জানি বাবা, কিন্তু—

জয়চাঁদ। আসুন, আসুন জনাব।

মহম্মদ ঘোরীর প্রবেশ।

মহম্মদ। মহারাজ জয়চাঁদ! [সংযুক্তাকে দেখিয়া স্বগত] ইয়া আল্লা, আশমান কি চাঁদ!

জয়চাঁদ। বসুন জনাব। সংযুক্তা, সুলতান মহম্মদ ঘোরী আমার অতিথি। তুমি নর্তকীদের পাঠিয়ে দাও।

সংযুক্তা। [স্বগত] কি কুৎসিত আর কি অসভ্য! মনে হচ্ছে নরক থেকে শয়তান বুঝি উঠে এল।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। এটি আপনার মেয়ে বুঝি? বেশ বেশ,—বড় খপসুরৎ মেয়ে। এখনও সাদী হয়নি?

জয়চাঁদ। না। মনোমত পাত্র জুটছে না।

মহম্মদ। কুছ পরোয়া নেই। আগে এদিকের বন্দোবস্ত হক, তারপর আপনার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র আমিই এনে হাজির করব। এমন আশমানের হুরী—

জয়চাঁদ। যেতে দিন, যেতে দিন। ওর জন্যে আপনার ভাবনার দরকার নেই।

মহম্মদ। সে কি মহারাজ? আপনি বন্ধুলোক, আপনার মেয়ের জন্য আমিই ত ভাবব।

জয়চাঁদ। তা না হয় ভাববেন। কিন্তু তার আগে দিল্লীর সিংহাসনের কথা ভাবুন।

মহম্মদ। কোন চিন্তা নেই মহারাজ। আপনি যখন বন্ধুলোক, তখন আপনার স্বার্থ অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে, নইলে ধর্মে সইবে কেন? আপনার নানাসাহেব আপনার উপর যে অবিচার করে গেছেন, আমিই তা সংশোধন করব। একি অন্যায়! এতবড় একটা দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক এক অল্পবুদ্ধি যুবক, আর আপনি এমন একটা কীর্তিমান পুরুষ তারই অধীনে ছোট একটা জায়গীর নিয়ে পড়ে থাকবেন? তোবা তোবা।

জয়চাঁদ। আপনি জানেন না সুলতান মহম্মদ ঘোরী, মাতামহের এ অবিচার আমার মুখের আহার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

মহম্মদ। তা ত নেবেই। এ কি কম অপমানের কথা? কোথাকার কে পৃথ্বীরাজ না পিথোরা, সে হল দিল্লীর সম্রাট, আর আপনি তার গোলাম!

জয়চাঁদ। গোলাম ঠিক নয়, করদ রাজা।

মহম্মদ। একই কথা। কোথায় সম্রাট, আর কোথায় জায়গীরদার! আমি এইমাত্র দিল্লী থেকে আসছি মহারাজ। পৃথ্বীরাজের জন্মোৎসবে আমারও দাওয়াদ ছিল। আমি তাকে বললুম, দিল্লীর মসনদ মহারাজ জয়চাঁদেরই প্রাপ্য, আপনার

উচিত দিল্লীর মসনদ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে নিজে কনোজের শাসন-ভার গ্রহণ করা। শুনে কি বললে জানেন? "জয়চাঁদ একটা জানোয়ার, কনোজের সিংহাসনেও তাকে বসিয়ে রাখা চলে না।"

জয়চাঁদ। এই কথা বললে পৃথ্বীরাজ?

মহম্মদ। এইটুকুই শুধু নয়, আরও অনেক কথা বললে। শুনে আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে চলে এলুম। বন্ধুলোকের নিন্দে যে কান পেতে শোনে, তার জাহান্নমের পথ কেউ রুখতে পারে না। আমাদের কোরাণ শরীফে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।

জয়চাঁদ। আপনি যদি আমার সহায় হন, আমি এ শাঠ্যের চরম প্রতিশোধ নেব। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, মাতামহের নিত্যসঙ্গী ছিল সে,—আমার বিরুদ্ধে নিরন্তর কুৎসা রটিয়ে সে-ই তার কান বিষাক্ত করেছে। আমি সরল মানুষ, ভবিষ্যতের কথা কখনও ভাবিনি, সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম।

মহম্মদ। এই সুযোগে পৃথ্বীরাজ তার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। সে জানে না যে মহম্মদ ঘোরী যার কলিজার দোস্ত, তার অনিষ্ট করার সাধ্য দুনিয়ায় কারও নেই, পৃথ্বীরাজ ত একটা অপরিণতবুদ্ধি যুবক। বাহুবলে আমি পাঞ্জাব অধিকার করেছি। ভেবেছিলুম আর নররক্তে তরবারি কলঙ্কিত করব না। দেখছি আপনার জন্য আবার আমাকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে, শুধু আপনার জন্য মহারাজ।

জয়চাঁদ। কবে আসবে সে শুভদিন?

মহম্মদ। অপেক্ষা করুন মহারাজ। আমি আজই গজনীতে ফিরে যাচ্ছি। জাঁহাপনার ফর্মান নিয়ে একমাস পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

গীতকণ্ঠে নর্তকীগণের প্রবেশ।

নর্তকীগণ।—

গীত

সেলাম মেহ্‌মান!
পেট পুরে খাও কোপ্তা কাবাব,
কাজের বেলা তুমি নবাব দেখাবে জানি মর্তমান।
উঁকি মেরে দেখ চেয়ে,
থাকে যদি ডাগর মেয়ে,
নয়না হেনে দাও ছুঁড়ে দাও মুখের উপর গুয়াপান।

হম্মদ। বহুৎ আচ্ছা, বকশিস লে লেও। [হার খুলিয়া ছুড়িয়া দিল]

[নর্তকীগণ হার লইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

মহম্মদ। [স্বগত] শয়তানের বাচ্ছা। আচ্ছা, রহনে দেও, হাম্ ফিন আয়ে গা। [প্রকাশ্যে] আজ আমি আসি মহারাজ। আপনার এই নাচওয়ালীদের গান শুনে আমি বড় খুশী হয়েছি। আপনার মেয়ের সাদীর জন্যে আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আদাব।

জয়চাঁদ। আদাব।

[মহম্মদ ঘোরীর প্রস্থান।

জয়চাঁদ। আমার মেয়ের বিবাহের জন্যে আমি ভাবব না, ভাববে কোথাকার কে মহম্মদ ঘোরী? আচ্ছা, তুমি গজনী থেকে ঘুরে এস, আমি ততদিনে সংযুক্তাকে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা কচ্ছি।

মিত্রবাহুর প্রবেশ।

মিত্রবাহু। কে এসেছিল মহারাজ?—

জয়চাঁদ। গজনীর সেনাপতি মহম্মদ ঘোরী।

মিত্রবাহু। এই ব্যক্তিই না পঞ্চনদ অধিকার করে নিরীহ নাগরিকদের রক্তে পঞ্চনদের পথে প্রান্তরে প্লাবন বহিয়ে দিয়েছে? এখানে তার কি প্রয়োজন?

জয়চাঁদ। প্রয়োজন আবার কি? মানুষের কাছে মানুষ আসবে না?

মিত্রবাহু। মহম্মদ ঘোরীকে আপনি মানুষ বলতে চান?

জয়চাঁদ। তোমার কথাবার্তা অত্যন্ত কর্কশ। এতবড় একটা বীর তোমার কাছে মানুষ নয়?

মিত্রবাহু। না। মানুষ হবে আকাশের মত উদার, ধরিত্রীর মত ক্ষমাশীল, আর ফুলের মত নিষ্কলঙ্ক।

জয়চাঁদ। তেমন মানুষ তুমি চোখে দেখেছ?

মিত্রবাহু। দেখেছি বই কি মহারাজ। আপনিও দেখেছেন।

জয়চাঁদ। কে সে মহাপুরুষ?

মিত্রবাহু। দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ।

জয়চাঁদ। তোমাকে না আমি বারবার সাবধান করে দিয়েছি—আমার প্রাসাদে বাস করে ভুলেও আমার শত্রুর গুণগান করবে না?

মিত্রবাহু। পৃথ্বীরাজ আপনার শত্রু নন; তাঁর মত মিত্র আপনার কেউ নেই।

জয়চাঁদ। মিত্র! মাতামহকে কৌশলে বশীভূত করে নিজে

সে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে বসেছে, আর আমি তারই অধীনে এই ক্ষুদ্র কনোজ রাজ্যের অধীশ্বর। নিজের চোখে তার এ কুকীর্তি দেখেও তুমি বলতে চাও তার মত মিত্র আমার কেউ নেই?

মিত্রবাহু। হ্যাঁ মহারাজ। আমি কৃষ্ণ কেশ নিয়ে আপনার মাতামহের সংসারে প্রবেশ করেছিলুম, আজ আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি। এই দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সবারই গতিবিধি আমার নখদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে আছে। আপনার মাতামহই আমাকে আপনার মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন আপনাকে সুপরামর্শ দেবার জন্য। মহারাজ, আপনার কল্যাণ-কামনা করেই প্রত্যুষে আমি জেগে উঠি, আপনার কল্যাণকামনা করেই রাত্রে আমি শয্যা গ্রহণ করি।

জয়চাঁদ। আমার কল্যাণকামনা করেই তুমি আমার শত্রুর গুণগান কর।

মিত্রবাহু। অকারণ তাকে শত্রু করে তুলবেন না মহারাজ। আপনারা সবাই মিলে তার বাহুতে শক্তি সঞ্চার করুন, ভেদ বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে এক পতাকাতলে মিলিত হন। দেখবেন আর কেউ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করতে আসবে না, আর কোন শক্তি খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে এসে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না। সকলের সম্মিলিত শক্তিতে ভারত সোনার ভারতে পরিণত হবে।

জয়চাঁদ। সোনার ভারত গড়ে তুলবে জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ নয়। তোমাকে যা বলছি শোন। সত্বর সংযুক্তার স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন কর। একমাসের মধ্যে তাকে পাত্রস্থ করা চাই।

আজ থেকেই হিন্দুরাজাদের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দাও। সবাইকে নিমন্ত্রণ করবে, কিন্তু ভুলেও পৃথ্বীরাজকে করবে না।

মিত্রবাহু। এ শিবহীন যজ্ঞ করবেন না মহারাজ। পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সম্রাট, নৃপতিমণ্ডলের মধ্যমণি। তাকে বাদ দিয়ে স্বয়ম্বর-সভা! সে যে জলশূন্য সরোবব।

জয়চাঁদ। তাহলে তার মূর্তি গড়িযে দ্বারীর বেশে উৎসব-তোরণে সাজিয়ে রেখে দাও।

মিত্রবাহু। সে যে আরও অপমান! এ আত্মঘাতী সঙ্কল্প আপনি ত্যাগ করুন মহারাজ। ভারতের এই পুরুষসিংহকে আপনি ক্ষিপ্ত করে তুলবেন না। আপনার কন্যার তাতে মঙ্গল হবে না। আপনার সর্বনাশ হবে, সমগ্র ভারতে দাবানল জ্বলে উঠবে।

জয়চাঁদ। ওঠে উঠুক, দাবানল নেভাতেও আমি জানি। তোমাকে যা বলছি, তাই কর গে যাও। পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ না করলে যদি তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়, তাহলে তুমি কনোজের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে দিল্লীতেই চলে যাও। কনোজের মন্ত্রিত্ব করে পৃথ্বীরাজের গুণগান করা চলবে না।

[প্রস্থান।

মিত্রবাহু। পিপীলিকার পাখা গজিয়েছে, না মরে আর শান্তি নেই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কনোজ—রাজপ্রাসাদের অপরাংশ

রূপচাঁদের প্রবেশ।

রূপচাঁদ। শিবহীন যজ্ঞ! দিল্লীর সম্রাট আর মেবারের রাণাকে বাদ দিয়ে স্বয়ম্বর-সভা! শ্রাদ্ধটা অনেক দূর গড়াবে দেখছি। দক্ষরাজের মুণ্ডটা শেষ পর্যন্ত থাকলে হয়। কিন্তু আমি ভাবছি, আর সব ছুঁচো রাজাগুলো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে কি বলে?

গোকুলচাঁদের প্রবেশ।

গোকুল। একি দাদা? তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ? রাজাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে না? এ ভার ত তোমারই উপর দিয়ে পিতা নিশ্চিন্ত হয়ে পত্তনীরাজের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। আর তুমি হাত গুটিয়ে বসে আছ?

রূপচাঁদ। বসে আছি কে বললে? দেখতে পাচ্ছ না, কত চালাঘর প্রস্তুত করে রেখেছি?

গোকুল। চালাঘরে থাকবেন রাজা মহারাজেরা?

রূপচাঁদ। ক্ষতি কি? বিয়ে করতে এলে একটু কষ্ট করতেই হয়। গোলাপ ফুল তুলতে হলে একটু কাঁটার আঁচড় সইতে হবে বই কি? পাত্রীটি ত যে-সে নয়, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বাড়ী-ঘর না করলেও ক্ষতি ছিল না, সব মাঠে এসে পড়ে থাকত।

গোকুল। কি তুমি বাজে কথা বলছ?

রূপচাঁদ। বাজে কথা হল? বলি তোমার ত নিজের বোন। অমন মেয়ে তুমি আর কখনও চোখে দেখেছ? ওকে যে পাবে, [illegible] তাকে আর খেটে খেতে হবে না, লক্ষ্মী তার কাঁধে চেপে বসে যাবে।

গোকুল। তা ত যাবে, কিন্তু পিতা এলে তোমার কাঁধে মাথাটা থাকলে হয়।

রূপচাঁদ। কেন, মাথার কি অপরাধ?

গোকুল। কি অপরাধ, এখনও বুঝতে পাচ্ছ না? সম্মানিত অতিথিদের জন্যে তুমি কতকগুলো কুঁড়েঘর তৈরী করে রেখেছ?

রূপচাঁদ। ঘর ত আর নিয়ে যাবে না, নেবে বউ। বউ ভাল হলেই ত হল। আর সম্মানিত ত খুব। দিল্লীশ্বরের নিমন্ত্রণ হল না, আর তাঁরই করদ রাজাগুলো অনায়াসে নিমন্ত্রণ পত্র মাথায় তুলে নিলে। অতিথি নারায়ণ, অভক্তি করতে পারি না, তা নইলে বলতুম—এগুলো সব কুকুর বেড়াল।

গোকুল। এসব কি বলছ তুমি?

রূপচাঁদ। হ্যাঁ হে গোকুল, নিমন্ত্রণ করতে তুমিই ত গিয়েছিলে। একটা রাজাও বললে না যে পৃথ্বীরাজের নিমন্ত্রণ না হলে আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব না?

গোকুল। তা কেন বলবে? সম্রাট বলে কি তিনি মাথা কিনে নিয়েছেন? বছরে বছরে রাজস্ব দেয়, এই ত যথেষ্ট, আবার তার কিসের পাওনা?

রূপচাঁদ। কিছু না, কিছু না। তা তোমরা ভালই করেছ। আমার কিন্তু ভাই বড় ভয় হচ্ছে। নিমন্ত্রণ না পেয়েই যদি সে আসে?

গোকুল। আসে ভালই হবে। নিজের চোখে দেখবে যে তার সম্মান একটা দ্বারীর চেয়ে বেশী নয়।

রূপচাঁদ। তারপর যদি ধোলাই দিতে আরম্ভ করে, তাহলেই ত বিপদ। রাজাদের বলো যেন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে থাকে। পিতা অবশ্য তার গুরুজন, তাঁকে হয়ত কিছু বলবে না। কিন্তু তোমাকে আর আমাকে যদি তুলে আছাড় মারে, তাহলে ত প্রজাদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

গোকুল। তোমার মত ভীরু কাপুরুষের রাজার ঘরে জন্মানোই ভুল হয়েছিল।

রূপচাঁদ। আগে জানলে অন্যত্র জন্মাতুম।

গোকুল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তুমি এ রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর!

রূপচাঁদ। কিচ্ছু ভেবো না ভাই। রাজ্য থাকলে ত অধীশ্বর। পৃথ্বীরাজ ভদ্রলোক,—ক্ষমা করলেও হয়ত করতে পারে, কিন্তু তার ভগ্নীপতি সমর সংগ্রাম সিংহ শুনেছি অত্যন্ত ইতর; পৃথ্বীরাজের অপমান সে যে মুখ বুজে সইবে, তা মনে হয় না। না সইলে তাকে দোষও দেওয়া যায় না। কারণ শাস্ত্রেই বলেছে,—ভাইয়ের অপমান সওয়া যায়, কিন্তু শালার অপমান সয় না। তার চেয়ে পিতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ করে এস।

গোকুল। এ কথা বলতে তোমার লজ্জা হল না? পিতার পরম শত্রু পৃথ্বীরাজ আসবে সংযুক্তার স্বয়ম্বর-সভায়?

রূপচাঁদ। ক্ষতিটা কি? সংযুক্তাকে বলে দাও, তার গলায় যেন মালা না দেয়। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

গোকুল। তোমার পরামর্শ নেবে মন্ত্রী মিত্রবাহু, আমিও নই,

পিতাও নন। চালাঘরগুলো আমি আজই ভেঙে সমভূমি করে ফেলব।

পূর্ণিমার প্রবেশ।

পূর্ণিমা। এই যে বাবা গোকুল। কতবার তোমাকে পেছন থেকে ডাকলুম, তুমি ফিরেও চাইলে না।

গোকুল। কাজের সময় ডাকাডাকি আমি পছন্দ করি না।

পূর্ণিমা। নিমন্ত্রণ সেরে এসেছ বাবা?

গোকুল। নিশ্চয়।

পূর্ণিমা। সত্যই কি পৃথ্বীরাজকে তোমরা নিমন্ত্রণ করনি?

গোকুল। না না, পৃথ্বীরাজ আমাদের পরম শত্রু।

পূর্ণিমা। কি শত্রুতা করেছে বাবা?

গোকুল। চোখ থাকলে নিজেই দেখতে পেতে। আমার এখন অত কথা বলবার সময় নেই। আমার এখন অনেক কাজ।

পূর্ণিমা। তোমার সব কাজ আমি করব বাবা। তুমি এখনি দিল্লী চলে যাও।

রূপচাঁদ। সে যে শত্রুর দেশ মা। সেখানে যাবে কেন?

পূর্ণিমা। দিল্লীশ্বরকে নিমন্ত্রণ করতে।

গোকুল। দিল্লীশ্বরকে নিমন্ত্রণ করব আমি?

রূপচাঁদ। ক্ষেপেছ? পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাপ।

পূর্ণিমা। সব পাপ আমি গায়ে ছাপ মেরে নেব। মহারাজ যদি মাথা কেটে নিতে আসেন, আমি আগে গলা বাড়িয়ে দেব। একবার নিমন্ত্রণ করে ফেললে আর ত তিনি প্রত্যাহার করতে পারবেন না। তারপর আগুনে পুড়ে মরতে হয়, আমি মরব;

বিষ খেতে হয়, আমি একাই খাব ; তোমাদের কারও গায়ে কাঁটা ফুটতে দেব না। যাও বাবা, তুমি যাও।

গোকুল। পিতার আদেশ অমান্য করব আমি ?

রূপচাঁদ। অমন কাজ করো না ভাই, অন্তিমে অনন্ত নরক।

পূর্ণিমা। পিতৃভক্তি নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু তার আতিশয্য ভাল নয়। মতিচ্ছন্ন পিতা যদি বিষফল খেতে চান, উপযুক্ত পুত্রের উচিত তার হাত থেকে বিষফল ছিনিয়ে নেওয়া, না হয় ফলশুদ্ধ তাঁর হাতখানা মুচড়ে ভেঙ্গে দেওয়া।

গোকুল। সে পুত্র গোরাচাঁদ নয় মা, তোমার রূপচাঁদ। যা বলতে হয়, ওঁকেই বল। পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কোন কাজও আমি করব না, কোন কথাও আমি শুনব না।

পূর্ণিমা। পিতৃভক্তিটা বর্তমানে তোমার বড় বেশী হয়েছে বাবা। কেন হয়েছে, তাও আমি বুঝি। কিন্তু এত ভক্তির কোন প্রয়োজন ছিল না। একই গাছের দুটি ফল তুমি আর সংযুক্তা— একটা হল অমৃত ফল, আর একটা হল মাকাল !

গোকুল। মা,—

পূর্ণিমা। যাও বাবা, ভাল করে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন কর গে। রাজপুত জাতির কলংক তোমরা, জাতিদ্রোহী ঘরভেদী বিভীষণ তোমরা, দেশটাকে ধ্বংস না করে তোমাদের শান্তি হবে না। কিন্তু মনে রেখো, শূন্যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে তোমরা আকাশটাকে কলঙ্কিত করতে পারবে না। সে নিষ্ঠীবন তোমাদেরই গায়ে ফিরে এসে পড়বে।

গোকুল। সে দিনের আশায় তুমি বসে থাক মা, কিন্তু ভুলেও

পিতার আদেশ অমান্য করো না। মনে রেখো, তিনি শুধু স্বামী নন, তিনি রাজা। [প্রস্থান।

পূর্ণিমা। রূপচাঁদ, তুমিও কি এ অবিচার নীরবে সহ্য করবে?

রূপচাঁদ। অবিচার হয়েছে নাকি? কই, আমি ত বুঝতে পাচ্ছি না।

পূর্ণিমা। এত নির্বোধ তুমি? এই সামান্য কথাটা বুঝতে পাচ্ছ না? দিল্লীশ্বরকে বাদ দিয়ে স্বয়ম্বর-সভা কি হতে পারে?

রূপচাঁদ। না পারবে কেন? আমার পাঁঠা আমি ল্যাজের দিকে কাটব, তাতে কার কি? যাঁর মেয়ে, তিনি যদি পৃথ্বীরাজকে না দেন, তাতে রাগ করলে চলবে কেন?

পূর্ণিমা। এর নাম স্বয়ম্বর, এখানে পিতার কন্যা দানের প্রশ্ন নেই। যেখানে দেশের রাজারা নিমন্ত্রিত, সেখানে একজনকে বাদ দিলে তার চরম অপমান করা হয়।

রূপচাঁদ। কিচ্ছু হয় না। আমার পঞ্চাশ জনের জায়গা আছে, আর একজনের জায়গা নেই।

পূর্ণিমা। সামাজিকতার ক্ষেত্রে এ যুক্তি চলে না।

রূপচাঁদ। না চলে নাই চলুক। তা আমাকে এখন কি করতে হবে, তাই বল।

পূর্ণিমা। তোমাকে এখনি দিল্লী যেতে হবে রূপচাঁদ।

রূপচাঁদ। কেন, নিমন্ত্রণ করতে?

পূর্ণিমা। নিমন্ত্রণ ত করবেই, তার উপর পৃথ্বীরাজকে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করবে স্বয়ম্বর-সভায় তার আসা চাই।

রূপচাঁদ। তোমার বোধহয় মাথার ঠিক নেই মা। নইলে তুমি আমাকে বলছ দিল্লী যেতে?

পূর্ণিমা। কেন বাবা, দিল্লীতে কি বাঘ আছে?

রূপচাঁদ। দিল্লীতে নয়, বাঘ আছে এই কনোজে। কথাটা যখন প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন আমার মাথাটার কি হবে বল দেখি।

পূর্ণিমা। কিছুই হবে না। আমি বলব, আমি তোমায় আদেশ করেছি।

রূপচাঁদ। তাহলে দুটো মাথাই একসঙ্গে উড়ে যাবে।

পূর্ণিমা। যায় যাবে। মাথার উপর তোমার এত মমতা?

রূপচাঁদ। আরে বাবা, মাথাই যদি গেল ত রাজমুকুট পরব কি করে?

পূর্ণিমা। রাজমুকুট তোমায় পরতে হবে না, তোমাকে নিয়ে আমি গাছতলায় বাস করব, তবু অধর্মের জয়গান করে তুমি রাজা হতে চেয়ো না। যাও বাবা, তুমি দিল্লী যাও। মা হয়ে আমি বোঝাতে পাচ্ছি না, এ শিবহীন যজ্ঞে অভাগা মেয়েটার মঙ্গল হবে না।

রূপচাঁদ। নাই বা হল। তোমার সে জন্যে এত মাথাব্যথা কেন? তোমার নিজের মেয়ে ত নয়, সতীনের মেয়ে। সতীনের মেয়ে উচ্ছন্ন যাক, তাতে তোমার কি?

পূর্ণিমা। এমন স্বার্থপরের ভাষা আমার ছেলের মুখে? ছি-ছি-ছি, এ যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। তার মা মরবার সময় তাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে গেছে। আমি তাকে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচিয়ে রেখেছি। আমাকে পেয়ে সে তার মাকে ভুলে গেছে। আর আমি সতীনের মেয়ে বলে তার অমঙ্গল চেয়ে চেয়ে দেখব?

রূপচাঁদ। অমঙ্গলটা কিসে হল? বলি পৃথ্বীরাজ ছাড়া কি আর পাত্র নেই?

পূর্ণিমা। না, নেই।

রূপচাঁদ। আসল কথা তুমি চাও যে তোমার মেয়ে দিল্লীশ্বরী হক। ছোট-খাট রাজার ঘরে গেলে তাকে মানাবে না, অতএব পৃথ্বীরাজ ছাড়া আর সবাই চুপেয়ে জানোয়ার।

পূর্ণিমা। তুমি ছাই বুঝেছ। পৃথ্বীরাজ যদি পথের ভিক্ষুক হত, তবু আমি এই কথাই বলতুম।

রূপচাঁদ। দাঁড়াও, দাঁড়াও; কি যেন একটা গোলমেলে কথা বলছ তুমি মা। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

পূর্ণিমা। বুঝতে পারবেও না কোনদিন। ভগবান তোমাকে বিগ্যাই দিয়েছেন, বুদ্ধি দেননি। শিবের পূজো করে আমি শিবের মত পুত্র চেয়েছিলুম। শিব নিজে না এসে একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সবই আমার অদৃষ্ট। [প্রস্থান।

রূপচাঁদ। আমি ভূত! যা বাবা।

সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। আমায় ডাকছিলে দাদা?

রূপচাঁদ। কই, না ত।

সংযুক্তা। ওরা যে বললে।

রূপচাঁদ। ওদের মাথা খারাপ। আমার কি এখন যার তার সঙ্গে কথা বলবার সময় আছে? কত রাজা মহারাজ আসবে, তাদের আতিথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে না? স্বয়ম্বর কি সোজা কথা মনে করিস?

সংযুক্তা। সত্যই কি স্বয়ম্বর-সভা হবে?

রূপচাঁদ। হবে কি রকম? হয়ে গেছে ধরে নে।

সংযুক্তা। স্বয়ম্বর-সভাই যদি হবে, তবে সবার নিমন্ত্রণ হবে না কেন?

রূপচাঁদ। কার আবার নিমন্ত্রণ হয়নি? তুমি কি মহম্মদ ঘোরীর কথা বলছ?

সংযুক্তা। মহম্মদ ঘোরী মরুক।

রূপচাঁদ। বালাই, ষাট্, তার এক কাহন বিবি।

সংযুক্তা। মেবারের রাণাকে তোমরা নিমন্ত্রণ করেছ?

রূপচাঁদ। করা হয়েছিল রে বাবা, তিনি নিমন্ত্রণ-পত্র থুথু দিয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছেন।

সংযুক্তা। দেবেই ত। তার সম্বন্ধীকে তোমরা বাদ দিলে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন?

রূপচাঁদ। সম্বন্ধীটা কে?

সংযুক্তা। তুমি যে কিছুই জান না দেখছি। কি রকম যুবরাজ তুমি? তুমি দেখছি—

রূপচাঁদ। সব মেনে নিচ্ছি দাদা; তারপর থেকে বল।

সংযুক্তা। রাণা সমর সিংহের সম্বন্ধী হচ্ছে দিল্লীশ্বর পি—পি—

রূপচাঁদ। পিপি আবার নাম হয় না'কি?

সংযুক্তা। পি পি বললুম? বলছি সম্রাট পৃথ্বীরাজের কথা।

রূপচাঁদ। সকাল বেলা সেই ছোট লোকটার নাম নিলি পোড়ামুখি?

সংযুক্তা। ছোটলোক তোমরা। তোমরাই তাঁর রাজ্যটা কেড়ে নেবার চক্রান্ত করেছ। আমি মন্ত্রিমশায়ের কাছে কিছু শুনিনি?

রূপচাঁদ। শুনেছিস বেশ করেছিস। জানিস না সে পিতাকে বঞ্চিত করে দিল্লীর সিংহাসনে চেপে বসেছে ?

সংযুক্তা। সে জন্যে যদি অপরাধ হয়ে থাকে সে অপরাধ তাঁর মাতামহের।

রূপচাঁদ। তুমি সব খবরই রাখ দেখছি।

সংযুক্তা। এই তুচ্ছ কারণে স্বয়ম্বর-সভায় তাঁর নিমন্ত্রণ হবে না ? এর নাম স্বয়ম্বর ? এই ফাঁদ তোমরা চক্রান্ত করে থাক, আমি স্বয়ম্বর সভায় যাব না।

রূপচাঁদ। কেন বল ত দাদা ? পৃথ্বীরাজের জন্যে এত তোর মাথাব্যথা কেন ?

সংযুক্তা। মাথাব্যথা আবার কি ? এসব অন্যায় আমার সয় না।

রূপচাঁদ। বুঝেছি, ~~আর বলতে হবে না~~।

সংযুক্তা। কি বুঝেছ ?

রূপচাঁদ। [সুরে] পাগল করেছে বাঁশীতে !

কোথা বল যাই এ জ্বালা জুড়াই,

পুরীতে কি গয়া কাশীতে ?

সংযুক্তা। থামো। আমায় রাগিও না বলছি। যুবরাজ তুমি, এ অন্যায়ের কোন প্রতিকার করতে পার না ?

রূপচাঁদ। পারি। কিন্তু বিপদটা কতবড় বুঝতে পাচ্ছ ত ? বৈমাত্রেয় বোনের জন্যে এ বিপদ কে কবে মাথা পেতে নিয়েছে বল ত ?

সংযুক্তা। তুমি আমায় বৈমাত্রেয় বোন বলে গাল দিচ্ছ ? যাচ্ছি আমি মার কাছে।

রূপচাঁদ। ওরে না না না, যাস নে দিদি, যাস নে। এ জন্মে আর মুখ দেখবে না। তুই আমার সাক্ষাৎ বোন, প্রত্যক্ষ বোন, নিজের বোন। তুই মালা গেঁথে রাখ, আর ভাল করে শিবপুজো কর। সতীর ডাকে শিব নিশ্চয়ই আসবে।

[প্রস্থান।

সংযুক্তা। যে যা'ই বলুক, এ শিবহীন যজ্ঞের নায়িকা আমি কিছুতেই হব না, তাতে যদি মৃত্যু হয়, হক।

জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। সংযুক্তা, তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, আগামী ফাল্গুনী পঞ্চমী তিথিতে তোমার স্বয়ম্বর?

সংযুক্তা। আমার নয়, আমার মৃতদেহের।

পূর্ণিমার প্রবেশ।

জয়চাঁদ। সংযুক্তা!

সংযুক্তা। স্বয়ম্বর যদি হয়, স্বয়ম্বরের মতই হবে। তোমার যাকে ইচ্ছা নিমন্ত্রণ করবে, আর যাকে ইচ্ছা বাদ দেবে, স্বয়ম্বরের এ প্রহসন আমার জন্যে নয়।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। এর অর্থ কি?

পূর্ণিমা। অর্থ এখনও বোঝনি? পৃথ্বীরাজের নিমন্ত্রণ না হলে স্বয়ম্বর হবে না, রাজাদের হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে।

জয়চাঁদ। কারণটা কি?

পূর্ণিমা। কারণ তোমার মেয়ে পৃথ্বীরাজকেই চায়।

জয়চাঁদ। মেয়ের মাও বোধহয় ওই জামাতাই চায়। এতবড় স্পর্ধা মেয়েটার যে আমার শত্রুকে বরণ করতে চায়, আর তুমি এ বেয়াদবির প্রশ্রয় দাও? তাকে বলে দাও, স্বয়ম্বর-সভা নিশ্চয়ই হবে, আর পৃথ্বীরাজকে আমি কিছুতেই নিমন্ত্রণ করব না।

পূর্ণিমা। তাহলে মেয়েব স্বয়ম্বর হবে না, মেয়ের মার হতে পারে।

জয়চাঁদ। রাণি!

পূর্ণিমা। কিসের এত জেদ তোমার? শাস্ত্র পড়নি? জান না, পিতামাতা শুধু কন্যার রক্ষক? তোমার গচ্ছিত সম্পদ যোগ্য-পাত্রে সমর্পণ করে তুমি ঋণমুক্ত হও।

জয়চাঁদ। যোগ্যপাত্র! কে যোগ্যপাত্র?

পূর্ণিমা। পৃথ্বীরাজ। হতে পারে সে তোমার শত্রু। তবু তার গুণের সীমা নেই। তার বীরত্ব তার মহানুভবতার কাহিনী চারণ কবির মুখে মুখে ফেরে। এ দেশে এর চেয়ে যোগ্যপাত্র আর কেউ নেই।

জয়চাঁদ। স্তব্ধ হও প্রগলভা নারি। আমার প্রাসাদে আমার শত্রুর জয়গান যে করবে, আমি তার রসনা ছেদন করব।

পূর্ণিমা। মাথাটা কেটে নাও না কেন? তবু ময়ূরকে আমি ময়ূরই বলব, কারও ভয়ে দাঁড়কাক বলব না।

জয়চাঁদ। তোমার আদর পেয়েই মেয়েটা মাথায় উঠেছে।

পূর্ণিমা। আমার আদর পেয়ে নয়, তোমার অনাদর পেয়ে।

জয়চাঁদ। তোমার মেয়েকে নিয়ে তুমি আমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও।

পূর্ণিমা। আমরা দুটো লোক বেরিয়ে যাওয়ার চেয়ে তুমি একা বেরিয়ে যাও।

জয়চাঁদ। তুমি অতি নির্বোধ।

পূর্ণিমা। তোমার মত বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে নির্বোধ হওয়াও ভাল।

জয়চাঁদ। আমি তোমায় কারারুদ্ধ করব।

পূর্ণিমা। তুমি সঙ্গে থাকলে আপত্তি নেই। যা বলছি শোন। যদি ভাল চাও, পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ কর, নইলে নিমন্ত্রিত রাজারা শুধু খেয়েই যাবে, কনে দেখতে পাবে না।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। আমিও অবাধ্য কন্যাকে বুঝিয়ে দেব যে আমি শুধু পিতা নই, আমি রাজা।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী-রাজপ্রাসাদ

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। ভারত, সোনার ভারত। এর জলে সুধা, ফলে মধু, বাতাসে সঞ্জীবনী শক্তি। ইরাণ তুরাণ কাবুল চীন কত দেশ দেখে এলুম, কোথাও এমন মাটির স্বর্গ দেখিনি। এর মাটিতে বীজ বপন করলে সোনা ফলে, জল সেচন করতে হয় না, সার দিতে হয় না, লক্ষ্মীর অজস্র করুণা বৃষ্টিধারায় নেমে আসে। তবু কেন এ দেশের মানুষ অনাহারে মরে, কেন তাদের ঘরে ঘরে এত হাহাকার?

চারণের প্রবেশ।

চারণ। কেন জানেন দিল্লীশ্বর? এ দেশে অসংখ্য রাজা আছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কেউ কারও শ্রীবৃদ্ধি দেখতে পারে না। মামুদ যখন সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করতে এল, রাজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে কত আবেদন করলুম,—ওগো, তোমরা এস, বিজাতি বিদেশী বিধর্মীর দল তোমাদের দেবমন্দির লুণ্ঠন করতে এসেছে। কেউ এল না। সবাই ভাবলে,—যা শত্রু পরে পরে।

পৃথ্বীরাজ। এদেশে অসংখ্য রাজা, অসংখ্য ধর্ম, অসংখ্য ভাষা। কেউ কারও সঙ্গে মিশল না, কেউ কারও দুঃখে কাঁদল না, কারও হাসিমুখ দেখে কেউ খুশী হতে পারলে না। তাই সুদূর মাসিডন

থেকে বিজয় দুন্দুভি বাজিয়ে সেকেন্দার শা এল, নদনদী গিরি পার হয়ে শক হুন আরবের দল এল। দেশটাকে দলে চষে দিয়ে তারা চলে গেল—কেউ কারও সাহায্যে এগিয়ে এল না। আমি এ কলহপরায়ণ জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করব। এই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে আমি এক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করব।

চারণ। তবে আর বিশ্রাম নেই মহারাজ, আজ থেকেই ব্রত আরম্ভ করুন। মহম্মদ ঘোরী এসেছিল, তার চোখে আমি লালসার বহ্নি দেখেছি। সাবধান সম্রাট, সাবধান; দুরন্ত পাঠানের দল ক্রমাগত রন্ধ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। একবার যদি সুযোগ পায়, হিন্দুরাজত্বের মর্মমূলে তারা কুঠারাঘাত করবে।

পৃথ্বীরাজ। ভয় নেই গুরুপুত্র; হিন্দুর পবিত্র সিংহাসন আমি বিধর্মীকে স্পর্শ করতে দেব না, রাজত্ব যদি আমায় করতে হয়, ভারতের ঐক্য হবে আমার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন, সারাজীবনের সাধনা।

চারণ।—

গীত

কোমর বেঁধে এগিয়ে চল মহান্ ব্রতচারি,
ধর্মে করি কাণ্ডারী ভাই, দাও মহার্ণবে পাড়ি।
সপ্তপুরুষ পথ দেখাবে,
ঋষিরা আশীষ বিলাবে,
জয় দেবে সব ভারতবাসী অন্তর উজাড়ি।
কেউ যদি ভাই পিছু টানে,
ভাসিয়ে নে যাও জোয়ার বানে,
বেইমানি কেউ করে যদি, মাথায় মার গদার বাড়ি।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। স্বপ্ন কি মিথ্যা হবে? সাধনা কি সফল হবে না? এই আত্মভোলা হিন্দুজাতি কি কখনও এক মন্ত্রে দীক্ষিত হবে না, এক পতাকাতলে মিলিত হবে না?

সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। অভিবাদন দিল্লীশ্বর।

পৃথ্বীরাজ। আসুন মহারাণা। একা আসেননি নিশ্চয়ই; দিদিও সঙ্গে এসেছেন ত?

সমর। কেন বল দেখি? আমি এসেছি রাজকার্যে; তোমার দিদি আসবেন কোন্ কার্যে শুনি।

পৃথ্বীরাজ। কিছু মনে করবেন না মহারাণা। দিদি সঙ্গে না থাকলে আপনার রাজকার্য যে মাথায় উঠবে, সে কথা ভারতবর্ষের সবাই জানে। এদেশে আপনাব মত বীরও কেউ নেই, আর যদি অভয় দেন ত বলি, এতবড় স্ত্রৈণও কেউ নেই।

সমর। সম্রাট কি আমায় অসম্মান কচ্ছেন?

পৃথ্বীরাজ। না মহারাণা, এই কথাগুলো কবিতায় বলতে পারলেই স্তোত্র হত। আমার যে মনেও আসে না, নইলে আপনাদের দুই হরগৌরীকে নিয়ে একখানা কাব্য রচনা করতুম।

সমর। কাব্যখানা একটু পরে লিখলেও চলবে। কনোজের নিমন্ত্রণ পেয়েছ?

পৃথ্বীরাজ। কিসের নিমন্ত্রণ?

সমর। কনোজ-রাজকুমারীর স্বয়ম্বর আগামী মাঘী পঞ্চমীতে, সংবাদ রাখ কিছু?

পৃথ্বীরাজ। কই না, আমি ত কিছু শুনিনি। কেউ ত নিমন্ত্রণ করতে আসেনি।

সমর। আসবে না পৃথ্বীরাজ। তোমাকে বাদ দিয়েই স্বয়ম্বর-সভা হবে।

পৃথ্বীরাজ। কেন, আমার অপরাধ?

সমর। অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। তুমি অপরিণত বুদ্ধি যুবক, বিত্তহীন সম্রাট, আর সম্ভবতঃ অতি কুৎসিত পুরুষ। এক কথায় তুমি অত্যন্ত কুপাত্র।

পৃথ্বীরাজ। আপনি ত ভয়ংকর সুপাত্র। আপনার নিমন্ত্রণ হয়েছে?

সমর। সর্বাগ্রে। কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি।

পৃথ্বীরাজ। বলেন কি মহারাণা, এমন একটা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন? এত অরসিক ত আপনি নন।

সমর। তুমি থাকবে অনিমন্ত্রিত, আর আমি গিয়ে স্বয়ম্বর-সভায় বসব? এত অভদ্র আমি নই।

পৃথ্বীরাজ। আসল কথা আপনি ভয় পেয়েছেন। আপনাকে সুপাত্র দেখে সংযুক্তা যদি আপনার গলায় মালা দিয়ে ফেলে, তাহলেই ত সর্বনাশ, দিদিকে ত আপনি চোখের আড়াল করতে পারবেন না। তার চেয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সমর। তুমি ত বেশ হেসে হেসে কথা বলছ। তোমার রাগ হচ্ছে না?

পৃথ্বীরাজ। রাগ হবে কেন?

সমর। দেশের সব হিন্দুরাজারা নিমন্ত্রিত হয়ে আসছে, আর

তুমি দিল্লীর সম্রাট, তোমার নিমন্ত্রণ হল না—এ অপমান তুমি হাসিমুখে সহ্য করতে পাচ্ছ?

পৃথ্বীরাজ। অপমান ত আমি দেখতে পাচ্ছি না। মহারাজ জয়চাঁদ যদি মনে করেন, তার কন্যার যোগ্য আমি নই, তাহলে আমার কি বলবার আছে মহারাণা?

পৃথার প্রবেশ।

পৃথা। কি বললে পৃথ্বীরাজ, তোমার কিছু বলবার নেই? তুমি কি পাথর দিয়ে গড়া? তুমি দিল্লীর সম্রাট, আর কনোজ-রাজ তোমারই এক করদ রাজা। সে করবে তোমাকে অপমান, আর তুমি মুখ বুজে তা সহ্য করবে? কনোজরাজ শুধু তোমাকে অতিথির তালিকা থেকে বাদ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আরও কি করেছে জান?

পৃথ্বীরাজ। কি?

পৃথা। পাষণ্ড জয়চাঁদ তোমার খড়মাটির মূর্তি গড়িয়ে দ্বারীর বেশে বিবাহমণ্ডপের তোরণে প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন করেছে।

সমর। একথা সত্য?

পৃথা। সত্য কি মিথ্যা, নিজের কানেই শুনতে পাবে।

সমর। এত স্পর্ধা জয়চাঁদের? পৃথ্বীরাজ,—

পৃথ্বীরাজ। ক্ষান্ত হন মহারাণা।

সমর। ক্ষান্ত হব?

পৃথা। তুমি বলছ কি পৃথ্বীরাজ? তোমার ধমনীতে না রাজপুতের রক্ত? শৈশবে তুমি না লোহার কন্দুক নিয়ে খেলা করেছিলে, বাল্যে তুমি না একা বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে

বধ করেছিলে, যৌবনের প্রারম্ভে একদিন না তুমি একা দশজন দস্যুর মণ্ডড়া বেধেছিলে? দিল্লীর সিংহাসনে বসে তোমার রাজপুতের রক্ত কি জমাট বেঁধে গেল?

পৃথ্বীরাজ। দিদি,—

পৃথা। আদেশ দাও সম্রাট। তোমার করদ রাজা হয়ে যে দাম্ভিক তোমাকে অপমান করতে সাহস করে, তাকে কনোজের সিংহাসন থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

সমর। কনোজরাজ যদি তোমার আদেশ অমান্য করে, আমি তাকে বন্দী করে নিয়ে আসব, আর তার সাধের কনোজ দলে চষে সমভূমি করে দিয়ে আসব। ভাবছ কি তুমি? আদেশ পত্র লিখে দাও; আমি নিজে তা নিয়ে কনোজ যাত্রা করব।

পৃথ্বীরাজ। মহারাণা, ভারতের সোনার খনির লোভে বহু বিদেশী এসে হানা দিয়েছে, আত্মদ্বন্দ্বে শক্তিহীন আমরা—কখনও তাদের বাধা দিইনি। বিদেশীর দুর্বার গতি এখনও শেষ হয়নি মহারাণা। দিল্লীর রাজপথে মহম্মদ ঘোরীর সন্ধানী দৃষ্টি সেদিনও আমরা দেখেছি। শত্রু যেখানে ওৎপেতে বসে আছে, সেখানে আমাদের অন্তর্বিবাদ সাজে না।

পৃথা। তাই বলে করদ রাজার এ অসম্মান তুমি নীরবে সহ্য করবে? দিল্লীর সম্রাট কনোজের দ্বাররক্ষী?

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা রাজপুতের মেয়ে, আমাদের আপনার জন। তার বিবাহমণ্ডপে দ্বাররক্ষীর যদি এত অভাব হয়ে থাকে, আমার প্রতিমূর্তি কেন, আমি নিজে সশরীরে দ্বাররক্ষী হতে প্রস্তুত।

পৃথা। তুমি নির্বোধ। জয়চাঁদের দুরভিসন্ধি বোঝবার সাধ্য তোমার নেই।

সমর। একথা শিশুও বোঝে যে, রাজন্যবর্গের কাছে সে তোমায় হেয় ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন করতে চায়।

পৃথ্বীরাজ। কেন মহারাণা, আমি ত তাঁর কোন অনিষ্ট করিনি।

সমর। করেছ বই কি? দুজনেই তোমরা পরলোকগত চৌহানরাজের দৌহিত্র। জয়চাঁদ তোমার চেয়ে বয়সেও বড়, বুদ্ধিতেও শ্রেষ্ঠ। তুমি বসলে দিল্লীর সিংহাসনে আর তা'র ভাগে পড়ল ক্ষুদ্র কনোজ রাজ্য; এতে রাগ হয় না কার?

পৃথ্বীরাজ। কিন্তু আমি ত দিল্লীর সিংহাসন চাইনি।

রূপচাঁদের প্রবেশ।

রূপচাঁদ। না চাইলেও চেয়েছেন।

পৃথ্বীরাজ। তুমি কে?

সমর। কোথা থেকে আসছ?

পৃথা। প্রাসাদে প্রবেশ করলে কি করে?

রূপচাঁদ। কোন্ কথাটার উত্তর দেব বুঝতে পাচ্ছি না। তার চেয়ে উত্তর না দেওয়াই ভাল।

পৃথ্বীরাজ। কি চাও তুমি?

রূপচাঁদ। চাই আপনাকে।

পৃথ্বীরাজ। আমাকে!

রূপচাঁদ। হ্যাঁ। আপনিই ত সম্রাট পৃথ্বীরাজ? নমস্কার। আপনাকে দেখতে যে খুব ভাল, তা ত নয়। তবু কেন যে এমন হল, বুঝতে পাচ্ছি না। শাস্ত্রে এই জন্যই বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী।

পৃথা। কি বলতে এসেছ, বলে বিদায় হও।

রূপচাঁদ। আপনাকে ত কিছু বলবার নেই, আপনি যেতে পারেন। আপনাকে আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না।

সমর। বেরিয়ে যাও উন্মাদ।

রূপচাঁদ। আপনার স্ত্রী বুঝি? সেই জন্যেই গায়ে লে.গছে? আপনি লোকটি কে?

পৃথ্বীরাজ। ইনি মেবারের রাণা সমর সিংহ।

রূপচাঁদ। সে আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি। পিতার নিমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করেননি কেন মশায়?

পৃথা। কে তোমার পিতা?

রূপচাঁদ। আমার পিতা মহারাজ জয়চাঁদ।

পৃথা। জয়চাঁদের পুত্র তুমি! বেরিয়ে যাও প্রাসাদ থেকে।

রূপচাঁদ। লেখাপড়া কিছু শিখেছেন? বলি শাস্ত্র পড়েছেন? অতিথি নারায়ণ, তা জানেন?

সমর। জয়চাঁদের পুত্রের কাছে শাস্ত্রের কথা আমরা শুনতে চাই না।

রূপচাঁদ। না চান, বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আর আপনার স্ত্রীকে বলুন রান্নাঘরে গিয়ে অতিথিসৎকারের আয়োজন করতে।

পৃথা। অতিথিসৎকার করব জয়চাঁদের ছেলেকে! আমার ভাইকে যে অপমান করেছে, তার ছেলেকে আমি কুকুর লেলিয়ে দেব, অতিথিসৎকার করব না।

পৃথ্বীরাজ। দিদি,—

পৃথা। ধিক তোমাকে। শত্রু-পুত্র তোমার চোখের সামনে

দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি দারুভূত মুরারির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছ? হতভাগাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে দূর করে দাও।

রূপচাঁদ। না হয় মাথাটাই রেখে দিন, আমি চলে যাচ্ছি।

পৃথ্বীরাজ। রাগ করো না দিদি। অপরাধ করে থাকেন, সে মহারাজ জয়চাঁদ করেছেন। তাঁর পুত্রকন্যাদের কি দোষ দিদি?

পৃথা। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি পৃথ্বীরাজ, এই উদারতাই তোমার সর্বনাশ করবে। এখনও সাবধান হও, নইলে তুমিও যাবে, তোমার সিংহাসনও যাবে।

[প্রস্থান।

রূপচাঁদ। পিতা যা বলেন, ঠিক তা ত মনে হচ্ছে না। আপনি ত লোক খুব খারাপ নন।

পৃথ্বীরাজ। শুনে আশ্বস্ত হলুম।

সমর। এবার তোমার বক্তব্য শুনতে পেলে আনন্দিত হব।

রূপচাঁদ। আপনি আনন্দিত না হলেও খুব ক্ষতি হবে না। আমার কথা সম্রাটের সঙ্গে।

পৃথ্বীরাজ। কি কথা বল।

রূপচাদ। কথা এই যে আপনাকে যেতে হবে।

পৃথ্বীরাজ। কোথায়?

রূপচাঁদ। স্বয়ম্বর-সভায়।

পৃথ্বীরাজ। কিন্তু আমার ত নিমন্ত্রণ হয়নি।

রূপচাঁদ। নিমন্ত্রণ হবে না, হতে পারে না। আপনি যে আমাদের পরম শত্রু, এই সোজা কথাটা আপনি বোঝেন না কেন?

সমর। পরম শত্রু তোমাদের ঘরে যাবে কেন?

রূপচাঁদ। না গেলে চলবে না, এই জন্যে যাবেন। এখন কথাটা পরিষ্কার হচ্ছে?

সমর। কিছুমাত্র না।

রূপচাঁদ। তাহলে আর আপনার আশা নেই। আপনি রন্ধন-শালায় গমন করুন। দেখবেন আতিথ্যের যেন ত্রুটি না হয়, তাহলে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হব।

সমর। এই উন্মাদের প্রলাপ তুমি এখনও সহ্য কচ্ছ পৃথ্বীরাজ? আমি দ্বারীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে কান ধরে প্রাসাদের বাইরে রেখে আসুক। জয়চাঁদের পুত্রের প্রাপ্য অভ্যর্থনা নয়, কশাঘাত।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। তুমিই ত যুবরাজ রূপচাঁদ। কে তোমাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে?

রূপচাঁদ। কে আবার পাঠাবে? আমি নিজেই এসেছি। চলুন সম্রাট, স্বয়ম্বর-সভায় চলুন। দেখবেন খড়মাটি দিয়ে আপনার কি অপূর্ব মূর্তি আমরা তৈরী করিয়েছি। রবাহূত বলে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না, কারণ আপনি নিজেই দ্বাররক্ষী।

পৃথ্বীরাজ। দ্বাররক্ষীর স্বয়ম্বর-সভায় কি প্রয়োজন যুবরাজ?

রূপচাঁদ। প্রয়োজন আপনার নয়, আমাদের। আপনি যদি না যান, তাহলে সংযুক্তা কারও গলায় মালা দেবে না, স্বয়ম্বর-সভা বানচাল হয়ে যাবে, আর রাজপোষাক পরা ওই শেয়াল কুকুরগুলো আমাদের আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিয়ে যাবে। তারপর সংযুক্তা হয় বিষ খাবে, না হয় জলে ডুবে পটলচয়ন করবে।

পৃথ্বীরাজ। তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না রূপচাঁদ।

রূপচাঁদ। আপনার মাথায় বিশেষ কিছু নেই। এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি দিল্লীর সম্রাট হয়েছেন? এতগুলো কথা বললুম, তবু আপনি আসল কথা বুঝলেন না? বড় ভাই হয়ে এর বেশী আর আমি কি বলতে পারি? আমার ভগ্নী সংযুক্তা আপনার ছবি দেখে আধমরা হয়ে আছে। স্বয়ম্বর-সভায় আপনি না যদি যান, তাহলে তার এ জন্মের মত হয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ। বুঝেছি যুবরাজ। ভয় নেই,—বিনা নিমন্ত্রণেই আমি স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হব। তোমার পিতা যত অপমানই আমায় করে থাকুন, তিনি যদি আমার সঙ্গে সজ্ঘর্ষে লিপ্ত না হন, আমিও তাঁর দুর্ব্যবহার ভুলে যাব। আমার অধীনস্থ করদ রাজা হয়েও তিনি আমার মাথায় অবজ্ঞার পুরীষ কর্দম ঢেলে দিয়েছেন। জাতির কল্যাণের জন্য আমি সব নীরবে সহ্য করেছি। কিন্তু তিনি যেন মনে রাখেন, পৃথ্বীরাজ রক্তমাংসে গড়া মানুষ, অনুভূতিহীন পাথরের স্তূপ নয়।

রূপচাঁদ। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট। আমার পিতা আপনাকে দ্বাররক্ষীর বেশে স্বয়ম্বর-সভামণ্ডপের দ্বারে প্রতিষ্ঠা করে অসম্মান করতে চান। এ অসম্মানকে আপনি সম্মান বলে গ্রহণ করুন সম্রাট। বিদেশী দস্যুর দল শ্যেনদৃষ্টিতে এই ভারতের মধুচক্রের দিকে চেয়ে আছে। এই আত্মভোলা হিন্দু জাতির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা নিজেদের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য আপনিই আছেন ভারতের একমাত্র দ্বাররক্ষী। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে পিতার সাক্ষাৎ হয়েছে। সাবধান সম্রাট, খুব সাবধান।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। ভারত ভারতবাসীর জন্য। বিদেশীকে আমি এর এককণা শস্যও ভোগ করতে দেব না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কনোজ ; স্বয়ম্বর-সভার অন্দর-তোরণ

সঙ্গিনীগণপরিবৃতা সংযুক্তার প্রবেশ।

সঙ্গিনীগণ।—

গীত

সখি, রাত্রি হল ভোর।
এগিয়ে দেখ বিল্বতলে দাঁড়িয়ে আছে মনোচোর।
ভস্মমাখা অঙ্গ দেখে ভাবিস না তুই ভুল,
থাক না গলায় হাড়ের মালা থাক না ধুতরা ফুল,
ছাই চাপা ও রূপের খনি,
দেবদেবীদের মাথার মণি,
ওই ভিখারীর গলায় দে সই টাটকা ফুলের মালা তোর।

[সঙ্গিনীগণের শঙ্খবাদন ও প্রস্থান।

সংযুক্তা। দাদা যে বললে, তিনি আসবেন। কই, কোথাও ত দিল্লীশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না। কার গলায় মালা দেব? হাজার হাজার রাজা, রাজপুত্র সভায় বসে আছে—একি আশ্চর্য, কারও কাঁধের উপর ত মানুষের মাথা দেখতে পাচ্ছি না। কারও

ছাগমুণ্ড, কারও বাঘের মাথা, কেউ কেউ শেয়ালের মাথা নিয়ে বসে আছে। এ কি হল ? স্বয়ম্বর-সভায় মানুষ কেন দেখতে পাচ্ছি না ?

মিত্রবাহুর প্রবেশ।

মিত্রবাহু। কি হল দিদি ? থমকে দাঁড়ালি কেন ? সবাই আছে, তবু কেউ নেই, কেমন ?

সংযুক্তা। এ কি আশ্চর্য মন্ত্রিবর ! স্বয়ম্বর সভায় জমকালো পোষাক পরিচ্ছদ পরে বসে আছে কতকগুলো জানোয়ার !

মিত্রবাহু। এ তুমি কি বলছ দিদি ? এতগুলো সম্মানিত রাজা মহারাজ কেউ তোমার চোখে লাগল না ? ওই দেখ কাঞ্চীর রাজা, ভাঁটার মত চোখ দুটো বনবন করে ঘুরছে। ওই পত্তনরাজ—ভদ্রলোকের সাতটি মহিষী, একজনও মহিষের ঘর করে না। ওই যে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় মহাপুরুষ বসে আছেন, উনি উজ্জয়িনীর যুবরাজ। মহম্মদ ঘোরী যখন পঞ্চনদ অধিকার করে, তখন ইনি ছিলেন তার তল্পীবাহক। আর ওই যে গান্ধাররাজ, ওই যে গুর্জরের অধিপতি—এদের একজনের একটি পা, আর একজনের একটি হাত। সংসারে এমন কোন দুষ্কর্ম নেই, যা এই মানিকজোড়ের অসাধ্য। তাহলেও এরা সবাই মানুষ এবং সবাই বিত্তশালী।

সংযুক্তা। এদের গলায় আমাকে মালা দিতে হবে ?

মিত্রবাহু। মালা যখন গেঁথেছ, একজনকে ত দিতেই হবে। স্বয়ম্বর-সভা ত বৃথা যেতে পারে না। যদি কাউকে তোমার একান্তই মনে না ধরে, তাহলে আমিই না হয় সভায় গিয়ে বসি, মালাটা আমার গলায়ই পরিয়ে দাও।

সংযুক্তা। তাই বসুন গে যান। এই পশুগুলোকে বরণ করার চেয়ে আপনার মত বৃদ্ধ মহাদেবকে বরণ করা অনেক ভাল।

মিত্রবাহু। এতবড় রাজবাড়ীটার মধ্যে শুধু তুইই আমার কদর বুঝলি দিদি, আর কেউ বুঝল না। তোর বাবাকে এত করে বললুম,—পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ করুন। কথাই শুনলেন না। উপরন্তু পৃথ্বীরাজের মূর্তি গড়িয়ে তোরণদ্বারে সাজিয়ে রেখে দিলেন। ভেবেছিলুম, এই অসার মন্ত্রিত্বের বোঝা ফেলে রেখে চলে যাব। পাখীগুলো পিছু ডাকলে, রাজবাড়ীর মাটি পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরলে। যাক যাক, আর কটা দিন? একদিন একেবারেই চলে যাব। যা দিদি, যা, লগ্ন বয়ে যায়। দেরী হলে মহারাজ কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। কি আর বলব! প্রয়োজন হয় মালা তুই নর্দমায় ফেলে দিস, তবু যার তার গলায় পরিয়ে দিসনি।

গোকুলচাঁদের প্রবেশ।

গোকুল। এ কি সংযুক্তা, এখনও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? লগ্ন বেলা বয়ে যায়, আর তুমি উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছ? মন্ত্রিমশায়ের কাছে পাঠ নিচ্ছ বুঝি?

মিত্রবাহু। তুমি থাকতে আমার কাছে পাঠ নেবে কেন দাদা? একদিন ছিল, যখন চৌহানরাজ অনঙ্গ পাল আমার কথা বেদবাক্য বলে মনে করতেন। আজ পাশা উল্টে গেছে। সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আজ আমি নামেই মন্ত্রী, আমার কথা কেউ শোনে না। স্বয়ম্বর-সভার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ; মনে হচ্ছে যেন—

সংযুক্তা। মনে হচ্ছে যেন হনুমানের হাট বসেছে।

গোকুল। এতবড় কথা বলছিস তুই? স্বয়ম্বর-সভা তোর কাছে হনুমানের হাট?

সংযুক্তা। যে স্বয়ম্বর-সভায় দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ নেই, তাকে এ ছাড়া আর কি বলব বল?

গোকুল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তরবারির আঘাতে তোর মাথাটা আমি দেহচ্যুত করি।

সংযুক্তা। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাদের এই শিবহীন যজ্ঞে আমি আগুন ধরিয়ে দিই।

মিত্রবাহু। অমন কাজ করো না দিদি। এরা যদি এখানে মরে, এ মাটিতে আর শস্য জন্মাবে না।

গোকুল। কেন আপনি প্রগলভতা কচ্ছেন? কি চান আপনি এখানে? যান, নিজের কাজে যান।

মিত্রবাহু। নিজের কাজ যে কি, তাই আমি জানি না। কাজের মধ্যে দুই,—খাই আর শুই। মন্ত্রীর কাছে মন্ত্রণা কেউ চায়ও না, দিলেও নেয় না। কেন যে মাসে মাসে বেতন দেয়, তাও বুঝি না।

গোকুল। তবে কেন আপনি এখানে পড়ে আছেন? এই হতভাগীর মাথা খাবার জন্যে?

মিত্রবাহু। বড় শক্ত মাথা দাদা। দেখছ বটে ওইটুকু মানুষ, কিন্তু ঘাড়ে ওর ভেল্কী খেলে; আর ওই কচি মাথাট,—আমি ত আমি, রাক্ষস এলেও দাঁত বসাতে পারবে না। ওর মা ওকে রোদে পুড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে একটা মানুষের জন্যেই তৈরী করেছেন। সে মানুষ এ সভায় নেই, আছে দিল্লীর প্রাসাদে।

গোকুল। কেন বাজে কথা বলছেন?

মিত্রবাহু। বাজে কথা নয় গোকুল। খুঁজে দেখ, সে যদি কাছে কোথাও থাকে, তাকে পাদ্য অর্ঘ দিয়ে নিয়ে এস।

গোকুল। আপনি রাজদ্রোহী, আপনাকে আমি শৃংখলিত করব।

সংযুক্তা। নিয়ে এস শৃংখল। আর পিতাকেও বলে এস, আমি স্বয়ম্বর-সভায় যাব না।

গোকুল। কি বললি ? এত স্পর্ধা তোর, স্বয়ম্বর-সভায় যাবি না ?

সংযুক্তা। না।

পূর্ণিমার প্রবেশ।

পূর্ণিমা। কেন যাবে না মা ? মহারাজের অসম্মান হবে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা অপমানিত হয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে, হয়ত এই সামান্য কারণে সমগ্র দেশে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে।

সংযুক্তা। সামান্য কারণ ? কি বলছ তুমি মা ? সভার দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখ দেখি। দিল্লীশ্বর অনিমন্ত্রিত জেনেও যারা স্বয়ম্বর-সভায় এসেছে, তাদের তুমি মানুষ বলে মনে কর ? এদেরই একজনের গলায় আমাকে তুমি মালা দিতে বল ?

মিত্রবাহু। পছন্দ না হলে দেবে কেন ?

গোকুল। কেন আপনি অনধিকারচর্চা কচ্ছেন ? বেরিয়ে যান এখান থেকে।

পূর্ণিমা। তুমি বেরিয়ে যাও কুলাঙ্গার। এত স্পর্ধা তোমার, সবজনমান্য সচিবকে তুমি রক্তচক্ষু দেখাও ? তোমাকে মানুষ করে তোলবার জন্যে আমি অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেছি। সব এমনি করে নিষ্ফল হয়ে গেল ? গড়তে চাইলাম শিব, আর তুমি হয়ে গেলে শব ?

গোকুল। শিব ত একজনকে করে তুলেছ মা। সেই তোমার স্বর্গে বাতি দেবে। আমি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে শিবত্ব লাভ করতে চাই না। আর আমি শিব হই কি শব হই, তোমার তাতে কিছু যায় আসে না। দয়া করে তুমি অন্তঃপুরে যাও,— স্বয়ম্বরের লগ্ন বয়ে যায়। সংযুক্তা,—

সংযুক্তা। যাও যাও, আমার মাকে যে অসম্মান করে, আমি তার কোন কথা শুনব না।

পূর্ণিমা। না সংযুক্তা, তুমি যাও। ছেলের কাছে কিসের মান অপমান? যাও মা, সমবেত রাজন্যগণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সবার সব গুঞ্জন তুমি স্তব্ধ করে দাও। যোগ্যপাত্রে আত্মসমর্পণ করে আমাদের ভারমুক্ত কর মা।

সংযুক্তা। মা, আজন্ম তোমার কোলেই আমি বেড়ে উঠেছি। আমার সব কথাই ত তুমি জান মা। তোমারই কাছে আমি শিখেছি ভয়ে লজ্জায় বা অনুরোধে অন্যায়ের কাছে যেন আমি মাথা নত না করি। যে অসার মিথ্যা স্বয়ম্বর-সভায় দিল্লীশ্বর অনাহূত, সে সভায় যেতে তুমিও আমায় আদেশ কচ্ছ?

পূর্ণিমা। কে বলে দিল্লীশ্বর অনাহূত? দ্বারদেশে তার প্রতিমূর্তি ভারতরক্ষী দেবতাত্মা হিমালয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে দেখছ না? মহারাজ নিজের অজ্ঞাতসারে তাকেই দিয়েছেন সবার চেয়ে বেশী মর্যাদা। যাও মা, যাও। যোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ করে সুখী হও।

মিত্রবাহু। আবার বলছি দিদি, মাকাল ফলের রূপ দেখে ভুলে যেও না।

গোকুল। আপনার উপদেশ শুনবেন যুবরাজ। আমিও নই, আমার ভগ্নীও নয়। চলে আয়।

সংযুক্তা। চল। তরবারিটা খুলে রাখ; আমি বরের গলায় মালা দিই, আর তুমি আমার মাথাটা নামিয়ে দাও।

[গোকুলের সহিত প্রস্থান।

পূর্ণিমা। মন্ত্রিমশায়, মহম্মদ ঘোরী এসেছিল?

মিত্রবাহু। হ্যাঁ মা। আবারও আসবে।

পূর্ণিমা। কেন, এখানে তার কি প্রয়োজন ছিল?

মিত্রবাহু। ওকথা কি বলতে আছে মা? মহম্মদ ঘোরী মহারাজের পরম বন্ধু।

পূর্ণিমা। কবে বন্ধুত্ব হল মন্ত্রিমশায়? আপনারা কি জানেন না, এই দুর্ধর্ষ পাঠান অস্ত্রবলে মূলতান অধিকার করেছে, ছলে বলে পঞ্চনদের সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে? তার দুরাকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই, শয়তানিরও অন্ত নেই।

মিত্রবাহু। সব জানি মা।

পূর্ণিমা। জেনে শুনে আপনারা তাকে অভ্যর্থনা করলেন? রাজ্যটা কি আপনারা তার হাতে তুলে দিতে চান?

মিত্রবাহু। রাজ্যটা হাতে তুলে দেব কি মা? সে বলে গেছে, আমরা যদি দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করি, সে আমাদের সাহায্য করবে।

রূপচাঁদের প্রবেশ।

রূপচাঁদ। সর্বনাশ হল মন্ত্রিমশায়, সর্বনাশ হল। এক্ষুণি ছুটে যান। পিতা তরবারি হাতে নিয়ে ছুটে গেছেন। সংযুক্তার কাঁধে এতক্ষণ মাথা আছে কি নেই।

পূর্ণিমা। কেন বাবা, কেন?

রূপচাঁদ। তোমার মেয়ের কথা আর বলো না। এত লোক মরে, এ হতভাগী মরে না? এত বৃহৎ বৃহৎ রাজা মহারাজ রাজপুত্রের দল বসে আছে, পোড়ামুখী কারও গলায় মালা দিলে না, দিলে কিনা ওই দ্বাররক্ষী পৃথ্বীরাজের গলায়?

পূর্ণিমা। পৃথ্বীরাজ কি এসেছে?

রূপচাঁদ। কোথায় পৃথ্বীরাজ? বিনা নিমন্ত্রণে সে আসবে কেন? মালা দিয়েছে তার মূর্তির গলায়।

মিত্রবাহু। বেশ করেছে, উত্তম করেছে। ওরে তোরা শাঁখ বাজা, উলু দে। জয় ভগবান, জয় ভগবান।

[প্রস্থান।

রূপচাঁদ। কি হল মা? তুমি যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ?

পূর্ণিমা। কি করব?

রূপচাঁদ। এগিয়ে যাও না। মেয়েটাকে ধরে দু-ঘা দাও, তারপর মালাটা তুলে এনে আর কারও গলায পরিয়ে দিতে বল।

পূর্ণিমা। আমি ত পাগল হইনি যে মেযেকে দ্বিচারিণী হতে বলব।

রূপচাঁদ। তুমি বলছ কি? একটা মূর্তির গলায় মালা দিলে স্বয়ম্বর হয়?

পূর্ণিমা। নিশ্চযই হয।

রূপচাঁদ। কই, পিতা ত একথা বলছেন না।

পূর্ণিমা। তোমার পিতা উন্মাদ হয়েছেন।

রূপচাঁদ। ওই যে সব রাজারা সমস্বরে বলছে, এ মাল্যদান অসিদ্ধ, তারাও কি উন্মাদ?

সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। উন্মাদ নয়, পশু।

পূর্ণিমা। পশুও নয়, এগুলো সব কৃমিকীট।

রূপচাঁদ। চুপ কর মা। পিতা শুনতে পেলে তোমারও কাঁধে মাথা থাকবে না। কি বলব তোকে হতভাগা মেয়ে? কোন দেশের কোন রাজকন্যা যা করেনি, তুই শেষে তাই করলি? কোথাকার কে পৃথ্বীরাজ, তার মূর্তির গলায় তুই বরমাল্য দিলি?

জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। ধিক তোমাকে কন্যা। একে আমার পরম শত্রু, তার উপর অনিমন্ত্রিত, তার মৃন্ময় মূর্তিটাই তোর ভাল লাগল, আর সভাস্থলে যে শত শত জীবন্ত মানুষ বসে আছে—রূপে গুণে কুলে শীলে যারা অতুলনীয়, তাদের কাউকে তোর মনে ধরল না?

পূর্ণিমা। যা হয়ে গেছে, তা ত আর ফিরবে না। পৃথ্বীরাজকে সংবাদ দাও, উৎসবের আয়োজন কর। যে ভুল তুমি করেছিলে, প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে। মনে আর ক্ষোভ রেখো না। চার হাত এক করে বাদ্যভাণ্ড দিয়ে মেয়েকে দিল্লী পাঠিয়ে দাও।

রূপচাঁদ। তা হতে পারে না পিতা। আমাকে আদেশ দিন, আমি ওকে নিয়ে দিল্লীতে রেখে আসি। বিবাহ যদি হয় ত দিল্লীতেই হক, এখানে নয়। যদি বলেন ত আমি না হয় বাঁ হাত দিয়ে সম্প্রদান করে আসব।

জয়চাঁদ। না না, কিসের সম্প্রদান? এ মাল্যদান অসিদ্ধ।

গোকুলচাঁদের প্রবেশ।

গোকুল। চলে আয় সংযুক্তা। আবার তোকে মাল্যদান করতে হবে।

জয়চাঁদ। জোর করে টেনে নিয়ে যাও।

সংযুক্তা। বাবা, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে আমাকে এ অধর্মের পথে ঠেলে দিতে পারে। আমি শাস্ত্র বুঝি না—রাজনীতি বুঝি না, আমার অন্তরের নারীধর্ম আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছে, তাই আমি করেছি। আমার স্বামী দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ। আমি জানি না, জানতে চাই না, তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন কিনা। না করলেও আমি চিরদিন জানব যে তিনিই আমার একমাত্র গতি।

গোকুল। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী হয়ে তোকে আমরা বেঁচে থাকতে দেব না। আমি তোকে চুলের মুঠি ধরে আবার স্বয়ম্বর-সভায় নিয়ে যাব।

পূর্ণিমা। চুপ। যদি ভাল চাও দিল্লীশ্বরীকে অভিবাদন কর।

জয়চাঁদ। দিল্লীশ্বরীকে আমি হত্যা করব। [অসি নিষ্কাসন]

পূর্ণিমা। আয় দেখি মা আমার কাছে। আমি দেখব, কার সাধ্য দিল্লীশ্বরীর অমর্যাদা করে। যে-কেউ তোর মাথার উপর তরবারি তুলবে, আমি তার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব, সে স্বামীই হক, আর পুত্রই হক। [ছুরিকা উত্তোলন]

রূপচাঁদ। ক্ষান্ত হও মা, অকারণ লোক হাসিও না। [হাতের ছুরি কাড়িয়া লইল] ক্রোধ সংবরণ করুন পিতা, তরবারি কোষবদ্ধ

করুন। নিজের ভাল যে চায় না, আমাদের সবার অনিচ্ছায় যে আমাদের পরম শত্রুর মূর্তির গলায় মালা দিতে পারে, তার জন্যে আমাদেরই বা কিসের এত মাথাব্যথা? সে মরুক কি দিল্লীশ্বরের ঘর করুক, আমরা আর ফিরেও চাইব না। কি বল গোকুল? পিতাকে বুঝিয়ে বল, হতভাগীকে দিল্লীতে রেখে আসি।

গোকুল। পিতার এ অপমান তুমি সহ্য করতে পার, আমি সইব না।

জয়চাঁদ। তবে দেরী কচ্ছ কেন? টেনে নিয়ে যাও।

সংযুক্তা। না না, আমি যাব না।

জয়চাঁদ। আমরা তোমার কোন কথা শুনব না।

পূর্ণিমা। না শোন, বেরিয়ে যাও তুমি রাজপ্রাসাদ থেকে। তুমি উন্মাদ, রাজা হবার তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।

জয়চাঁদ। রাণি! জয়চাঁদ কারও ঔদ্ধত্য সহ্য করে না—আর করবেও না।

পূর্ণিমা। মাথাটা কেটে নেবে? নাও, তুমি না পার, তোমার এই কুলাঙ্গার ছেলেটিকে বল। আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়ে দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরা হবে না। রূপচাঁদ,—

রূপচাঁদ। আমাকে আবার কেন?

পূর্ণিমা। শোন পুত্র, দশমাস দশদিন নিজের খাদ্য নিংড়ে নিয়ে তোমাকে যদি আমি তিলে তিলে রূপ দিয়ে থাকি, বুকের রক্ত জল করে যদি তোমায় আমি মানুষ করে থাকি, তাহলে আজ মায়ের আদেশ পালন কর। তোমার ভগ্নীকে এই মুহূর্তে হাত ধরে দিল্লী নিয়ে যাও। নিজে তাকে পৃথ্বীরাজের হাতে সম্প্রদান করে দিয়ে এস। যে বাধা দেবে, হক সে পিতা, হক-

সে ভাই, নির্বিচারে তার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দেবে।

[রূপচাঁদের সংযুক্তার হস্তধারণ]

জয়চাঁদ। গোকুল, তুমি যদি আমার পুত্র বলে পরিচয় দিতে চাও, তোমার পিতৃদ্রোহিণী ভগ্নীর শিরশ্ছেদ কর।

[গোকুলের তরবারি নিষ্কাসন]

সহসা ছদ্মবেশে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। ক্ষান্ত হও বীরপুরুষ। সম্রাট পৃথ্বীরাজের সহ-ধর্মিণীর গায়ে যে অস্ত্রাঘাত করবে, তার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না।

সকলে। কে?

পৃথ্বীরাজ। আমি দিল্লীর সম্রাট পৃথ্বীরাজ। [ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলেন]

সংযুক্তা। তুমি এসেছ? তুমি এসেছ হৃদয়-দেবতা? তোমায় আমি চিনি না, কখনও দেখিনি; দশ বছর ধরে শুধু তোমার নাম ধ্যান করেছি। তোমার নাম নিয়ে আমি নিশীথে শয়ন করেছি, তোমারই নাম নিয়ে আমার রাত্রি ভোর হয়েছে। কত তোমায় স্বয়ম্বর-সভায় মনে মনে আহ্বান করেছি। তাই কি এসেছ অন্তর্যামি? এরা আমায় ধর্ম ভুলিয়ে দিতে চায়, আমায় জোর করে দ্বিচারিণী করতে চায়। ন্যায়-অন্যায় জানি না, রাজনীতি বুঝি না। তোমার অভাবে তোমার মূর্তির গলায় আমি মালা দিয়েছি। ইচ্ছা হয় আমায় গ্রহণ কর, না হয় আমায় মৃত্যু দিয়ে যাও।

পৃথ্বীরাজ। ওঠ কল্যাণি,—

জয়চাঁদ। সরে যাও, স্পর্শ করো না।

গোকুল। এ মাল্যদান অসিদ্ধ।

পৃথ্বীরাজ। তুমি কিছু বলবে না?

রূপচাঁদ। আমি আর কি বলব? ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়েছি। আপনি যখন দিল্লীর সম্রাট, আর সংযুক্তা যখন আপনাকে বরণ করেছে, তখন আপনি যে ওকে এখনি নিয়ে যাবেন, এও ঠিক, আর পিতা যে আপনাকে কন্যাদান করবেন না, এও ঠিক। ভাইদের ত দেখতেই পাচ্ছেন। পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নরকে যেতে আমরা পারব না। তবে আপনার ভয়ের কারণ নেই। আমার মা যখন আছেন, তখন আপনাদের হয়ে গেল। এ ব্যক্তি মেয়ের জন্যে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে পারেন। চলে এস গোকুল। রাজামশাইরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। শীগগির এস, বুঝি সর্বনাশ হল।

[প্রস্থান।

গোকুল। পিতা, আমি স্বয়ম্বর-সভায় যাচ্ছি। আপনি সংযুক্তাকে নিয়ে আসুন; আমি প্রহরীদের বলে যাচ্ছি, এই রবাহূত অতিথিকে প্রাসাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিক।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। কনোজরাজ,—

জয়চাঁদ। বেরিয়ে যাও তুমি আমার প্রাসাদ থেকে। বিনা নিমন্ত্রণে রাজপুরীতে প্রবেশ করতে লজ্জা হল না তোমার?

পৃথ্বীরাজ। বিনা নিমন্ত্রণে আমি আসিনি মহারাজ।

জয়চাঁদ। কে করেছে তোমায় নিমন্ত্রণ?

পূর্ণিমা। তুমি করেছ।

জয়চাঁদ। আমি!

পূর্ণিমা। হ্যাঁ, তুমি। মূর্তির ভেতর দিয়ে দেবতাকে আহ্বান করতে দেখনি তুমি? তুমিও মূর্তির মধ্য দিয়ে আসল মানুষকে আহ্বান করেছ। তুমি কনোজের রাজা, শত্রুভাবে তাকে ডেকেছ, কিন্তু তোমার মধ্যে যে সন্তানের পিতা লুকিয়ে আছে, তার ডাকে শত্রুতা ছিল না। ধর—মেয়ের হাত ধর রাজা, জামাতার হাতে ওকে সম্প্রদান করে বিবাহ সম্পূর্ণ কর।

জয়চাঁদ। সম্প্রদান করব?

সংযুক্তা। করবে না বাবা?

জয়চাঁদ। না না।

পূর্ণিমা। না কর বেরিয়ে যাও তুমি প্রাসাদ থেকে। আমি করব সম্প্রদান; সাধ্য থাকে তুমি বাধা দাও। একা না পার, ওই নির্লজ্জ ইতর রাজাগুলোকে ডেকে নিয়ে এস। দেখি—কে আমার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়।

জয়চাঁদ। রাণি,—

পূর্ণিমা। চুপ। এস মা, এস, বুকের রক্ত জল করে তোমায় এই শুভদিনটির জন্যই মানুষ করে তুলেছি। তোমার মা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে স্বর্গে গেছেন। তাঁর গচ্ছিত সম্পদ আজ যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলুম। সম্রাট পৃথ্বীরাজ, কনোজ রাজপ্রাসাদের শ্রেষ্ঠ রত্ন তোমার হাতে তুলে দিলাম। এ রত্ন ভাঙে না, মলিন হয় না, হারিয়েও যায় না। তোমাদের বিবাহে শাঁখ বাজল না, উলুধ্বনি হল না, তবু এ বিবাহ কোন বিবাহের চেয়ে কম পবিত্র নয়।

সংযুক্তা। যাবার আগে প্রণাম কচ্ছি বাবা। আশীর্বাদ কর।

জয়চাঁদ। আশীর্বাদ করব কলংকিনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আশীর্বাদ করব বই কি? আমি তোকে এই আশীর্বাদ কচ্ছি,—অচিরেই তুই বিধবা হ।

সংযুক্তা। বাবা,—

পূর্ণিমা। ওঠ মা, ওঠ। কে তোর বাবা? এ তোর বাবার অতীতের কংকাল। আমার সিঁথির সিঁদূর দিয়ে তোর ললাট আমি রাঙিয়ে দিলুম। হাতের নোয়া ভাঙতে হয় আমার ভাঙ্গুক, তোর কংকণ বজ্র হক।

পৃথ্বীরাজ। এস সংযুক্তা। আসি মহারাণি। মহারাজ, অভিশপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাকে আর কি বলব? আপনার তুলনা শুধু আপনি।

সংযুক্তা। অভিশাপ দিলে বাবা? হিন্দুর মেয়ে আমি তোমার কথায় দ্বিচারিণী হতে পারিনি, এই কি আমার অপরাধ? কি বলব তোমাকে? বোধহয় ব্যাঘ্রীর দুধ খেয়ে তুমি মানুষ হয়েছ, বোধহয় বয়সের আধিক্যে ধর্ম বিবেক মমতা সবই তুমি বিসর্জন দিয়েছ। দাও তুমি অভিশাপ, আরও অভিশাপ দাও। আমিও তোমায় অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, তোমার জীবনে মাঘী পঞ্চমী যেন আর ফিরে না আসে। তোমার মৃত্যু হক, পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসুক।

[পৃথ্বীরাজ সহ প্রস্থান।

পূর্ণিমা। ধিক তোমাকে। কেন তোমার মা তোমাকে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মারেনি?

জয়চাঁদ। তোমার মত শয়তানীকে কেন তোমার পিতা ছাইয়ের উপর রেখে বলি দেয়নি?

পূর্ণিমা। তোমার রক্ত খাবার জন্যে, বুঝেছ? মেষের যদি ভালোমন্দ হয়, তোমার মাথাটা আমি আস্ত চিবিয়ে খাব।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কলরব—মার, মার—]

জয়চাঁদ। হত্যা কর রাজন্যগণ, অপদার্থ পৃথ্বীরাজকে হত্যা কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

মহম্মদ ঘোরীর প্রবেশ।

মহম্মদ। ওই ভারত, ওই সোনার ভারত আমায় দুবাহু বাড়িয়ে আহ্বান কচ্ছে। একি আজব দুনিয়া মেহেরবান? আমার রাজ্যে মাস ভের নমাজ পড়লেও আশমান থেকে পানি ঝরে না, আর এখানে না চাইতে আকাশ ভেঙে বর্ষা নেমে আসে? কত সোনা ভারতের মাটিতে? সুলতান মামুদ সতর বার সোনার খনি উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে গেল, তবু সোনা ফুরুল না? ইয়ে আল্লা! এ মাট্টিকা বেহেস্ত হামকো জরুর মিলনা চাহি।

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত

দিল্লীকা লাডডু মৎ খাও মেরি জান,
যো খায়া ও পস্তায়া, বিলকুল হয়রান।
আপনাকা জরু গরু আপনাকা দৌলত,
দুনিয়াকা সেরা হৈ আপনাকা ঔরৎ,
যানে দেও কৌন হ্যায় খানদানী বন যায়,
আপনা গরীবখানা জিন্দা হো খোদাবান।
দিল্লীকা লাডডু মৎ খাও মেরি জান।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। নেহি, নেহি, হামকো জরুর দেখনে হোগা দিল্লীকা লাড্ডু কেইসা চিজ হ্যায়। দিল্লীকা লাড্ডু আউর কনৌজকা লেড়কী—দুনো হামকো মিলনা চাহিয়ে। কেয়া নাম? সম্যুতা—নেহি, আশমানকী হুরী—উসকো নাম হোগা আশমান।

কুতবউদ্দিনের প্রবেশ।

কুতব। জাঁহাপনা, এ পথে আমরা কোথায় চলেছি? এ যে হিন্দুস্থানের পথ। এ পথে ত আমাদের যাবার কথা ছিল না।

মহম্মদ। তবে কোন পথে যাবার কথা ছিল?

কুতব। আপনি যে বললেন ইরাণের পথে যাবেন।

মহম্মদ। নিশ্চয়ই যাব, তার আগে হিন্দুস্থানের মাটি খুঁড়ে সোনাদানা হীরে জহরৎ যত আছে, তুলে নিয়ে যাই।

কুতব। যত সোনাদানা ছিল, সবই ত সুলতান মামুদ গজনীতে নিয়ে গেছেন জাঁহাপনা, আপনার জন্যে এক টুকরোও রেখে যাননি।

মহম্মদ। তুমি জান না কুতবউদ্দিন, ভারতের সোনার খনি কখনও নিঃশেষ হয় না। এ দেশের বোকা হিন্দুগুলো জীবনটাকে উপভোগ করতে শেখেনি। এরা ঊর্ধ্বমুখে পরলোকের দিকে চেয়ে থাকে, নিজেরা উপবাসী থেকে পাথরের ঠাকুরকে সোনা দিয়ে সাজায়। সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করে সুলতান মামুদ যত সোনা নিয়ে গেছে, সে সোনার মূল্যে দশখানা গ্রামের দশ বছর গ্রাসাচ্ছাদন চলত। এমনি কোটি কোটি সোমনাথ হিন্দুস্থানের মাটির তলায় লুকিয়ে আছে। আমি তাদের সবার সঙ্গে মোলাকাৎ করব।

কুতব। জাঁহাপনা,—

মহম্মদ। কি মিঞা? মুখখানা ব্যাজার হল যে? কথাটা ভাল লাগছে না?

কুতব। না।

মহম্মদ। কেন বল ত?

কুতব। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু পাথরের ঠাকুর কারও কোন অনিষ্ট করেনি, তার অঙ্গ থেকে গহনা খুলে নেওয়া অত্যন্ত নীচতার পরিচয়।

মহম্মদ। তুমিও ঠাকুর কুকুর মান নাকি?

কুতব। আমি মানি না, কিন্তু যে মানে, তাকে আঘাত দেবার কথাও আমি কল্পনা করি না।

মহম্মদ। আমি করি মিঞা। মুসলমান মাত্রেরই এই ধর্ম।

কুতব। কি ধর্ম?

মহম্মদ। পুতুল পূজো না করা, আর পৌত্তলিকের মুণ্ডপাৎ করা। চেয়ে দেখ হিন্দুস্থানের দিকে। মাঠে মাঠে সবুজ শস্যের অপূর্ব সমারোহ, নদীনালায় ভরা যৌবনের বিচিত্র সুষমা; পায়ের তলায় কোমল মসৃণ জমিন, মাথার উপরে ঘননীল সজল আকাশ, গায়ে গায়ে চামর দুলিয়ে যায় সুগন্ধি মধুর হাওয়া। কোথায় কাবুলের অনুর্বর মাটি, আর কোথায় হিন্দুস্থানের সোনা ঢালা মাঠ। এমন একটা আজব দেশ কাফের পৌত্তলিকেরা ভোগ করবে, এ আমি হতে দেব না।

কুতব। আপনি কি দিল্লী আক্রমণ করতে চান?

মহম্মদ। কথাটা কি তুমি এখনও বোঝনি বেকুব? ইরাণ তুরাণ সমরখন্দ এখন থাক। সেখানে হিন্দু নেই, বিলকুল মুছলমান।

আমি এই হিন্দুস্থানের মাটিতে ইসলামের বুনিয়াদ গড়ে তুলব, গোঁড়া হিন্দুগুলোকে কলমা পড়িয়ে মুছলমান বানাব, আর অক্ষম অকর্মণ্য রাজাগুলোকে টেনে ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দেব।

কুতব। সে জন্য মোল্লা মৌলবীরাই ত আছে জনাব। ইসলামের আবাদ করবার ভার খোদাতালা আপনার উপর দেননি। ঘোর রাজ্যে আপনার ভাই সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইসলামের জয় পতাকা উড়িয়েছেন, কাবুলে আপনি দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের জয়ডংকা বাজিয়ে চলেছেন। ভারতের মাটিতে আর ধর্মের বীজ বপন করবেন না।

মহম্মদ। কেন বল ত মিঞা?

কুতব। হিন্দুমুছলমানের পবিত্র গুলবাগ এই হিন্দুস্থান। এ দেশের মানুষ কারও জমিন কেড়ে নেয়নি, কারও মাথা থেকে রাজমুকুট ছিনিয়ে নেয়নি। বিদেশীর হাতে এরা শুধু আঘাত পেয়েছে, আঘাত দেয়নি কখনও। ধর্ম এদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে, ধর্ম এদের আহারে-বিহারে বসনভূষণে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জড়িয়ে আছে জনাব। এদের ধর্মে দীক্ষা দেওয়া আর জননীকে পুত্রস্নেহ শিক্ষা দেওয়া একই কথা।

বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। আমি বরাবরই জানি, তুমি কাফের।

কুতব। তুমি অনেক কথাই জান, যা মিথ্যা।

বক্তিয়ার। অস্বীকার করতে পার যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুদের তুমি বেশী পেয়ার কর?

কুতব। তুমি অস্বীকার করতে পার যে হিন্দুর রক্ত না দেখলে

তোমার ঘুম হয় না? ধমনীতে তোমার হিন্দুর রক্ত বইছে, তাই বুঝি কথায় কথায় হিন্দুর মুণ্ডপাত না করলে তোমার আরাম হয় না বক্তিয়ার?

বক্তিয়ার। বেয়াদবের কথা শুনছেন জাঁহাপনা?

মহম্মদ। শুনছি আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

বক্তিয়ার। আপনার মনসবদারকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে একটা তুর্কী ক্রীতদাস, আর আপনি তাই বরদাস্ত কচ্ছেন?

মহম্মদ। যানে দেও মিঞা। চেয়ে দেখ, ক্রীতদাস বলে ওর একখানা হাত কম হয়নি, একটা পা বেশী হয়নি। খোদার মর্জি হলে এই ক্রীতদাস একদিন তোমারও মনিব হতে পারে।

বক্তিয়ার। সেদিন আকাশে সূর্য উঠবে না।

মহম্মদ। একটা নয়, দুটো উঠবে। তুমি এক পুরুষের মুসলমান, জান না, ইসলাম ধর্মে ক্রীতদাস বলে কোন আলাদা জাত নেই। যে বিধাতা আমীরকে করে ফকির, আর ফকিরকে করে বাদশা, তারই গোলামের গোলাম এই দীন মহম্মদ ঘোরী, —এর কাছে মুছলমানের গুণের সমাদর আছে, জাতের সমাদর নেই।

কুতব। জাঁহাপনা, এত যার গুণ, তার এত হিন্দুবিদ্বেষ কেন?

বক্তিয়ার। অনধিকারচর্চা করো না।

কুতব। এদের ভালবেসে দেখুন, ঠকবেন না জনাব।

মহম্মদ। ভাল না বেসেও ত ঠকিনি মিঞা। তবে কেন কষ্ট করে ভালবাসতে যাই বল। তবে হিন্দু নারীদের ভালবাসতে আমার কোন আপত্তি নেই। বিশ্বাস না হয়, দু চার রোজের

মধ্যেই দেখতে পাবে, হিন্দুনারীদের সম্বন্ধে মহম্মদ ঘোরীর উদারতার সীমা নেই। বক্তিয়ার, কনোজরাজ কোন খবর পাঠিয়েছে?

বক্তিয়ার। খবর নিয়ে তার কনিষ্ঠ পুত্র এসেছে।

মহম্মদ। এতক্ষণ বলনি কেন? ডাক—ডাক।

গোকুলচাঁদের প্রবেশ।

গোকুল। সুলতান মহম্মদ ঘোরীর জয় হক।

বক্তিয়ার। তুমি মহারাজ জয়চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র? কি নাম তোমার?

গোকুল। আমার নাম গোকুলচাঁদ।

মহম্মদ। তোমাদের দেশের নামগুলো এত বিশ্রী কেন? তোমার নাম গোকুলচাঁদ, তোমার ভগ্নীর নাম সম্‌যুতা।

গোকুল। সময়ুতা নয় সংযুক্তা।

মহম্মদ। যাবে দেও। আমি বলব আশমান।

বক্তিয়ার। কি খবব পাঠিয়েছেন তোমার পিতা?

মহম্মদ। আমি তাকে বলে গিয়েছিলুম, এক মাস পরে আমি দিল্লী আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে আসব। বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি ত এসেছি। তোমরা প্রস্তুত?

গোকুল। নিশ্চয়। দশহাজার সৈন্য নিয়ে আমরা আপনার সঙ্গে যোগ দেব।

কুতব। সাধু সাধু।

গোকুল। আমাদের সঙ্গে পত্তনরাজ অরিমর্দনও মিলিত হবেন।

মহম্মদ। বহুৎ আচ্ছা। কেল্লা ফতে, কি বল বক্তিয়ার?

বক্তিয়ার। জী, হাঁ।

কুতব। আচ্ছা রাজকুমার, পৃথ্বীরাজের উপর তোমাদের না হয় রাগ থাকতে পারে, কিন্তু সেই বৃদ্ধ পত্তনরাজের রাগের কারণ কি? পৃথ্বীরাজ কি তারও পাকাধানে মই দিয়েছেন?

বক্তিয়ার। তুমি ক্রীতদাস, সে কথা জানতে চাও কোন অধিকারে?

মহম্মদ। তুমি গোলাম আর কুতবউদ্দিন ক্রীতদাস। লাউ আর কদু, থোড়াই ফারাক হ্যায়। পত্তনরাজ তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে? তারও কি দিল্লীর মসনদ চাই?

গোকুল। না জনাব। তিনি চান পৃথ্বীরাজের ধ্বংস। কারণ পৃথ্বীরাজের হাতে তিনি অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছেন। আমার ভগ্নীর স্বয়ম্বর-সভায় পৃথ্বীরাজ রবাহূত হয়ে ছুটে এসে সমবেত রাজন্যগণকে প্রহারে জর্জরিত করে—

মহম্মদ। দাঁড়াও দাঁড়াও, স্বয়ম্বর-সভা বললে না? সে আবার কোন চিজ?

কুতব। স্বয়ম্বর-সভা একপ্রকার বিবাহ-সভা।

মহম্মদ। বিবাহ!

বক্তিয়ার। হ্যাঁ জাঁহাপনা। সভায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কুমারী যার গলায় মালা দেবে, সেই হবে তার খসম।

মহম্মদ। বটে! সংযুক্তার বিবাহের জন্যে তোমরা এমনি সভার আয়োজন করেছিলে? কেন? আমি যে তোমার পিতাকে বলে গিয়েছিলুম, একমাস পরে আমি তার সাদির ব্যবস্থা করব, সে কথা কি তিনি শুনতে পাননি? আমার কথা কি তার কাছে ছেলেখেলা?

কুতব। এ আপনি কি বলছেন?

মহম্মদ। ঠিকই বলছি। কনোজ-রাজকুমারীকে আমি এক লহমার জন্যে দেখেছি কুতব। এমন খপসুরত আওরৎ তামাম ইসলামী দুনিয়ায় আর আছে কিনা জানি না। আমি তাকে আমার বেগম করব বলে মনে মনে সংকল্প করে বসে আছি, আর তোমরা এর মধ্যে তার স্বয়ম্বরের আয়োজন করে বসে আছ? সে কারও গলায় মালা দেয়নি ত?

গোকুল। দিয়েছে বই কি?

মহম্মদ। দিয়েছে?

বক্তিয়ার। কাকে?

গোকুল। পৃথ্বীরাজকে।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ!

কুতব। এর চেয়ে যোগ্যপাত্র ভারতে ছিল না জনাব।

মহম্মদ। ছিল না? দিগ্বিজয়ী মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের কাছে অযোগ্য? আমি যাকে সাদি করতে চেয়েছি, তোমরা কোন সাহসে তার স্বয়ম্বরের আয়োজন কর, আর সেই আহম্মক পৃথ্বীরাজই বা স্বয়ম্বর-সভায় নিমন্ত্রিত হয় কেন?

গোকুল। আমরা তাকে নিমন্ত্রণ করিনি জনাব?

বক্তিয়ার। তবে তোমার ভগ্নী মাল্যদান করলে কাকে বেয়াকুব?

গোকুল। বেয়াকুব আমি নই মনসবদার। আমরা পৃথ্বীরাজের মূর্ত্ত গড়িয়ে তাকে দ্বাররক্ষী সাজিয়ে রেখেছিলুম। আমার ভগ্নী সেই প্রতিমূর্তির গলায়ই বরমাল্য দিয়েছে।

কুতব। তোমার ভগ্নীকে আমার সেলাম জানিও হিন্দু।

বক্তিয়ার। তুমি চুপ কর নফর।

মহম্মদ। আমি এ স্বয়ম্বর মানি না। কনোজে চল হিন্দু। আমি তাকে সাদি করব।

গোকুল। কাকে সাদি করবেন জনাব? পৃথ্বীরাজ তাকে দিল্লীতে নিয়ে গেছে।

মহম্মদ। নিয়ে গেছে? আমি তোমাদের সবাইকে কোতল করব। তারপর করব দিল্লী অভিযান। তোমরা আমাকে স্বপ্নের উচ্চ প্রাসাদ-শিখর থেকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছ। পৃথ্বীরাজকে আমি ধ্বংস কবব, কিন্তু তার আগে তোমার পিতার কাছে আমি এর কৈফিযৎ চাই।

গোকুল। কৈফিয়ৎ আমিই দিয়ে যেতে পারতুম জনাব। কিন্তু পিতা বর্তমানে অনধিকারচর্চা আমি করব না। উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়েছেন আপনি, নইলে বুঝতে পারতেন যে, প্রার্থীর অধিকার চাওযা, দাতার অধিকার দেওয়া। দাতা যদি না দেয়, প্রার্থী আঘাত পেতে পারে, কিন্তু চোখরাঙাতে পারে না।

[প্রস্থান।

বক্তিযার। আপনি ভাববেন না জনাব। পৃথ্বাবাজকে আমরা ধ্বংস করব, তাব মসনদও আপনার হবে, তার স্ত্রীও আপনারই বেগম হবে।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। কুতব!

কুতব। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

মহম্মদ। আমি কনোজে যাচ্ছি; যাব আর আসব। তোমরা এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি এসে সৈন্য চালনা করব।

কুতব। ফিরে চলুন জাঁহাপনা। দিল্লীশ্বর সংযুক্তাকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করুন। শুনলেন ত পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার, সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের। এই কপোতকপোতীর সুখের নীড়ের মধ্যে আপনার মাথা গলানো সাজে না জনাব। বরং আসুন, আমরা দিল্লীর প্রাসাদে গিয়ে রাজদম্পতিকে সেলাম জানিয়ে আসি।

মহম্মদ। সেলাম জানাব পৃথ্বীরাজের চিতার উপরে। এক হাতে করব সেলাম, আর এক হাতে করব তার স্ত্রীর পাণিগ্রহণ। তারপর বসব দিল্লীর সিংহাসনে।

কুতব। দিল্লীর সিংহাসন হয়ত আপনি পাবেন, কিন্তু হিন্দুর ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন, তাহলে সংযুক্তার ছায়াও আপনি স্পর্শ করতে পারবেন না। আর দিল্লীর সিংহাসন? কি মধু আছে দিল্লীর সিংহাসনে, আমি জানি না। দিল্লীর লাড্ডু যার ভাল লাগে লাগুক, আমাদের কাছে কাবুলের মেওয়া বাদশাহী রাজ-ভোগের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। দিল্লীও চাই, সংযুক্তাকেও চাই। যে বাধা দেবে, তাকে আমি তোপের মুখে উড়িয়ে দেব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ

ভৃত্য দেদারবক্স গাহিতেছিল।

দেদার।—

গীত

উজান তলার বাঁকে
আমার জানি ভরতে পানি এসেছিল কলসী কাঁখে
যেমনি দেখা আমার সাথে
ঘোমটা টেনে দিল মাথে,
নচরি হেসে চলে গেল কেড়ে নিয়ে পরাণটাকে।
আমার জানি নিশি কালো,
তবু আমার চোখের আলো
হায় রে আমি জড়িয়ে গেছি তার নব প্রেমের পাকে পাকে।

রূপচাঁদের প্রবেশ।

দেদার।—

পূর্ব গীতাংশ

হায় রে জানি হায় রে জানি
ব্যথায় চোখে ঝরছে পানি,
কেন রে তুই পায় মাড়ালি আমার দেওয়া সিকিটাকে।

রূপচাঁদ। সিকিতে হবে না মিঞা। মোহর ছাড়, দেখবে গায়ে এসে গড়িয়ে পড়বে।

দেদার। অ্যাঁ! তুমি আবার কে?

রূপচাঁদ। ভয় নেই ছোড়ু মিঞা; আমি চোর ডাকাত নই,

তোমাদের একান্তই আপনার জন। দয়া করে সম্রাটকে খবর দাও।

দেদার। না না, হবে না। সম্রাট এখন অন্দর মহলে আছে।

রূপচাঁদ। তা ত থাকবারই কথা। ও রকম পরিবার থাকলে সদরে আর কে পড়ে থাকে? তবু সম্রাট যখন, তখন মাঝে মাঝে আমাদের মত ইতর জনের আর্জিও ত শুনতে হয়। তা ছাড়া আমি তার বড়কুটুম্ব।

দেদার। বড়কুটুম্ব কি?

রূপচাঁদ। শুদ্ধ ভাষায় বললে যে গালাগাল হয় রে বাবা। দরকার নেই, তুমি গিযে বল যে কনোজের যুবরাজ এসেছে।

দেদার। কে কনোজের যুবরাজ?

রূপচাঁদ। এই অধমই তিনি।

দেদার। বেরিয়ে যাও।

রূপচাঁদ। কেন বাবা ফাজিলাদ্দি মিঞা?

দেদার। ফাজিলাদ্দি কে? আমার নাম দেদারবক্স।

রূপচাঁদ। আমিও ত তাই বলছি। তোমার বাপের নামই ত খোদাবক্স।

দেদার। কেন ঝুটবাত বলছ? আমার বাপের নাম হেদায়েৎ-উল্লা। যাও যাও, বাইবে যাও। কে তোমাকে ঢুকতে দিলে? মহারাণার হুকুম, কনোজের লোক এলে তাকে ঘাড় ধরে বার করে দিতে হবে।

রূপচাঁদ। সত্যি সত্যি হাতখানা অষ্টমীর চাঁদের মত করলে যে বাবা। হাত নামাও হেদায়েতের পুত্র খেদায়েৎ।

দেদার। বলছি দেদার, তবু বলবে খেদারেৎ। তুমি ভয়ানক পাজি লোক।

রূপচাঁদ। তাই সই। যত পার গাল দাও, তবু তোমাদের সম্রাটকে একবার সেলাম দাও। তিনি যদি একান্তই অন্দর ছেড়ে না আসেন, অন্ততঃ মহারাণীকে ডেকে দাও। বল, দরকার আমার নয়, তাদের।

দেদার। তুমি যাবে না বেয়াদব?

রূপচাঁদ। আজ্ঞে না ছোড়ু মিঞা।

দেদার। তবে রে শয়তান। দেদারবক্সকে তুমি চেন না? আমি তোমাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

[রূপচাঁদের হাত ধরিয়া আকর্ষণ, রূপচাঁদ তাহাকে ঠেলিয়া দিতেই সে ছিটকাইয়া চিৎপাত হইয়া পড়িল]

দেদার। আরে বাপ, একদম মর্ গিয়া। এ হনুমন্তিয়া, এ রামখচ্চর সিং, আরে কোট্টিমে দুশমন ঘুসা, নিকালো—আভি নিকালো।

সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। কি হল দেদার মিঞা?

দেদার। দেখুন মহারাণা, এই লোকটা কনোজ থেকে এসেছে; যত বলি বেরিয়ে যাও, ততই আমাকে খিঁচোয়। হাত ধরে টেনে বার করতে গেলুম, আমাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। হতভাগাকে আমি—

সমর। বল কি হে? তোমার মত পালোয়ানকে ফেলে দিলে এই তালপাতার সেপাই? শুধু কি গোগ্রাসে খেতেই

শিখেছ বাবা? যাও যাও, বেশ করে পিঠে তেল মালিশ কর গে, নইলে শিরদাঁড়া আর সোজা হবে না।

দেদার। মারুন রাণাজি, শয়তানের মাথাটা উড়িয়ে দিন। ওরে বাবা, জান নিকাল গিয়া।

[প্রস্থান।

সমর। কে তুমি যুবক?

রূপচাঁদ। আপনার স্মরণ শক্তি তো অত্যন্ত প্রখর। আমার পিতা হচ্ছেন কনোজরাজ জয়চাঁদ।

সমর। বেরিয়ে যাও প্রাসাদ থেকে।

রূপচাঁদ। আপনি বেরিয়ে যান।

সমর। কি?

রূপচাঁদ। চোখ পাকাবেন না। আপনার সম্বন্ধীর বাড়ী, আর আমার ভগ্নীপতির বাড়ী।

সমর। ভগ্নীপতি! যার মাথা নেবার জন্যে সেদিন রাজাদের হাতে হাতে তোমরা অস্ত্র তুলে দিয়েছিলে, যাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করবার জন্য তোমাদের চেষ্টার বিরাম ছিল না, তার সঙ্গে এসেছ আত্মীয়তা করতে?

রূপচাঁদ। না করে আর কি করব বলুন? জানি সম্রাট পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত কুপাত্র, তবু বিয়েটা যখন হয়েই গেছে, তখন চোখকান বুজে মেনে নেওয়াই ভাল।

সমর। এ বুদ্ধি সেদিন কোথায় ছিল?

রূপচাঁদ। অহংকারের তলায় চাপা পড়েছিল।

সমর। তাই বুঝি তোমার পিতা কন্যাকে বৈধব্যের অভিশাপ দিয়ে বিদায় দিয়েছেন?

রূপচাঁদ। পিতার কথাটাই শুধু শুনেছেন, মা যে আশীর্বাদ করেছেন,—জন্মএয়োস্ত্রী হও, সেটা বুঝি মশায় শোনেননি? পিতার আশীর্বাদও ফলে না, অভিশাপও ফলে না। মা যা বলে, তাই শুধু ফলে। বেশী কথা বলবাব আমার সময় নেই। যান, সম্রাটকে পাঠিয়ে দিন গে।

সমর। আরে প্রগলভ যুবক, কেন এসেছ তুমি?

রূপচাঁদ। আরে মশায়, বললুম ত সম্রাটের কাছে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সমর। কি প্রয়োজন?

রূপচাঁদ। সেদিন আমরা বেকায়দায় পড়ে মার খেয়েছি। আজ আমি তা'র শোধ তুলে দিয়ে যাব।

সমর। বটে!

পৃথার প্রবেশ।

পৃথা। জয়চাঁদের সেই অপদার্থ ছেলেটা নয়? মাথাটা উড়িয়ে দাও, মাথাটা উড়িয়ে দাও।

রূপচাঁদ। ওবে বাবা, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়? শুনেছিলুম,—আপনি মেবারে চলে গেছেন। এমন আমার মন্দভাগ্য, আজই আপনি ফিরে এলেন? আচ্ছা, আপনি মহারাণার সঙ্গে আলাপ সালাপ করুন। আপনাকে দেখলেই আমার মাথা ঘোরে, আমি একটু হাওয়া খেয়ে আসছি।

সমর। সাবধান, আর এ প্রাসাদে প্রবেশ করো না।

রূপচাঁদ। আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি মেবারে চলে যান। আমার ভগ্নীর বাড়ীতে আমি এই সাংঘাতিক মহিলাকে দেখতে

চাই না। আচ্ছা মহারাণা, আপনাকে দেখতে যে খুব খারাপ তা ত নয়, তার উপর একটা রাজ্যের রাজাও ত আপনি। আর কি আপনার রাণী জোটেনি? বেছে বেছে এই দজ্জাল রমণীকে বিবাহ করলেন? ইনি কে জানেন? ত্রেতায় ইনি ছিলেন সূর্পণখা আর দ্বাপরে—

সমর। দ্বাপরে কি?

রূপচাঁদ। দ্বাপরে এরই নাম ছিল পূতনা রাক্ষসী। নমস্কার দেবি। [প্রস্থান।

পৃথা। এসব কি শুনছি মহারাণা?

সমর। কি শুনছ?

পৃথা। জয়চাঁদের মেয়ে নাকি পৃথ্বীরাজের গলায় মালা দিয়েছে?

সমর। তাই ত দেখলুম। আমি ভেবেছিলুম, মালটা আমার গলায়ই দেবে।

পৃথা। তুমিও তাহলে স্বয়ম্বর-সভায় গিয়েছিলে? তবে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলে কেন?

সমর। প্রত্যাখ্যান করেছিলাম পৃথ্বীরাজের নিমন্ত্রণ হয়নি বলে। পৃথ্বীরাজ যখন বিনা নিমন্ত্রণেই স্বয়ম্বর-সভায় গেল, তখন ভাবলুম একটা খণ্ড প্রলয় আসন্ন। তাই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমাকেও এগিয়ে যেতে হল। যুদ্ধ অবশ্য আমাকে বিশেষ করতে হয়নি। পৃথ্বীরাজ একাই রাজাগুলোকে প্রহারে জর্জরিত করেছে।

পৃথা। তা যেন করলে, কিন্তু তোমরা জয়চাঁদের মেয়েটাকে দিল্লীতে নিয়ে এলে কেন?

সমর। আমার ইচ্ছে ছিল মেবারে নিয়ে যাই। তোমার ভাই সে অবসর দিলে না।

পৃথা। তুমি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারলে না যে, এসব জয়চাঁদেরই ছলনা।

সমর। কি রকম?

পৃথা। জয়চাঁদ চায় পৃথ্বীরাজের ধ্বংস। প্রকাশ্যে তার গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে পারবে না বলে এই মেয়েটাকে তার অন্তঃপুরে ঠেলে দিয়েছে। এরপর একদিন দেখবে, মেয়েটা পৃথ্বীরাজের পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, নয় ত তার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

সমর। তাই বুঝি তুমি এতদূর ছুটে এসেছ? বসো, বিশ্রাম কর।

পৃথা। বিশ্রাম করব? তুমি বলছ কি? আমার ভাইকে আমি এভাবে অপঘাতে মরতে দেব না। জয়চাঁদের মেয়েকে আমি কিছুতেই দিল্লীর প্রাসাদে বাস করতে দেব না।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। কেন দিদি? তার অপরাধ?

পৃথা। তুমি কি শিশু? সংসারের কিছুই কি তুমি বোঝ না? জয়চাঁদের মেয়ে তোমার গলায় মালা দিলে আর তুমি তাকে অমনি রথে তুলে দিল্লীতে নিয়ে এলে?

সমর। দুনিয়ার লোক স্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসে, আর তুমি—

পৃথা। তুমি চুপ কর। স্ত্রী! কিসের স্ত্রী? জয়চাঁদের এ ষড়যন্ত্র তুমি বুঝতে পাচ্ছ না?

পৃথ্বীরাজ। কেন পারব না দিদি? আমাকে লোকচক্ষে হেয়

করবার জন্য তিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তাঁর কন্যা তাঁর সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে।

পৃথা। তুমি নির্বোধ।

পৃথ্বীরাজ। সংসারে বুদ্ধির তত প্রয়োজন নেই, যত প্রয়োজন হৃদয়ের। অসংখ্য বুদ্ধিমান রাজা মহারাজ দেশটাকে রাজনীতির আগুনে পুড়িয়ে শ্মশানে পরিণত করে তুলেছে। এই রাজনীতির দাবদাহের মধ্যে কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়া নির্বোধ উন্মাদ যদি ঝাঁপিয়ে না পড়ে, তাহলে এদেশের মঙ্গল নেই।

সমর। হায় সম্রাট, চিরদিন তুমি শিশুই রয়ে গেলে। কে দেবে তোমার হৃদয়ের মূল্য? কে বুঝবে তোমার মহত্ত্ব? তুমি যাকে দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে যাবে, সে তোমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেবে। উদারতার স্থান দরিদ্রের কুটিরে, রাজ-সিংহাসনে নয়। রাজ্যশাসন করতে হলে ক্রূর সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতে হয়। তুমি জান না পৃথ্বীরাজ, ভারতে তুমি একা, তোমার সহায় কেউ নেই।

পৃথ্বীরাজ। আপনি ত আছেন। মহারাজ জয়চাঁদ আগে যাই করে থাকুন, এখন তিনি আমার শ্বশুর, আমার সঙ্গে আর তিনি শত্রুতা করতে পারবেন না। ভারতের এই দুই দিকপাল যার সহায়, তার রাজ্য হিমালয়ের মত অক্ষয়।

সমর। ভগবান তোমার সহায় হন। আমি কিন্তু বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। সৈন্যদের জাগিয়ে রাখ, প্রাসাদের প্রাকার সুদৃঢ় কর। কারা যেন লুব্ধ দৃষ্টি মেলে দিল্লীর সিংহাসনের দিকে চেয়ে আছে। সাবধান পৃথ্বীরাজ, সাবধান।

[প্রস্থান।

পৃথা। কেন তুমি জয়চাঁদের ফাঁদে পা দিলে পৃথ্বীরাজ? তার মেয়ে তোমার ঘরে এসেছে তোমাকে হত্যা করবার জন্যে।

পৃথ্বীরাজ। তুমি মহারাণাকে কবার হত্যা করেছ দিদি?

পৃথা। আমি আর সংযুক্তা?

পৃথ্বীরাজ। তুমিও রাজপুতের মেয়ে, সেও রাজপুতের মেয়ে।

পৃথা। বুঝতে পাচ্ছ না কেন? সে তোমার পরম শত্রু জয়চাঁদের কন্যা।

পৃথ্বীরাজ। রাজপুতের ইতিহাসে পুরুষের শঠতার কাহিনী অনেক আছে, কিন্তু মেয়েদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী একটাও নেই।

পৃথা। আমি ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছি পৃথ্বি। আমার কথা শোন। সংযুক্তাকে তুমি ত্যাগ কর।

পৃথ্বীরাজ। রাজপুতের বংশধর, বিনাদোষে পত্নী ত্যাগ করব?

পৃথা। পত্নী ও নয়, শত্রু; তোমার সর্বনাশ করবে।

পৃথ্বীরাজ। তার ধর্ম যদি তাই হয়, আমি বাধা দেব না। তাই বলে প্রাণের ভয়ে আমার ধর্ম আমি ত্যাগ করব না।

সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। ছুরি আছে সম্রাট, সঙ্গে গুপ্ত ছুরিকা আছে?

পৃথ্বীরাজ। কেন সংযুক্তা?

সংযুক্তা। পিত্রালয়ে যাব সম্রাট, পিতা যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। আমি দেখতে যাব না? শুধু হাতে কি যেতে পারি? একখানা ছুরি সঙ্গে নিয়ে যাই। যদি যজ্ঞ বন্ধ করতে পারি, ভালই, নইলে দক্ষরাজের বক্ষরক্তে ছুরিটাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসব।

পৃথ্বীরাজ। এ তুমি কি বলছ সংযুক্তা? তুমি যাবে কনোজে?

সংযুক্তা। আমিই ত যাব মহারাজ। মেয়ে হয়ে যাব না, যাব দিল্লীশ্বরীর পরিচয় নিয়ে। দেখছ না কত সেজেছি। কনোজরাজ জয়চাঁদের তিন বছরের রাজস্ব বাকী আছে না? রাজ্য ভোগ করবে আর রাজস্ব দেবে না? আমাদের সৈন্য-সামন্তগুলো কি সব মরে গেছে? কনোজের রাজা বৃদ্ধ বলে তোমারও কি মমতা হচ্ছে? শ্বশুর বলে কি তার রাজস্ব মকুব করে দিয়েছ? আমি তা হতে দেব না। অধীনস্থ করদ রাজার স্পর্ধা আমি সহ্য করব না।

পৃথ্বীরাজ। কি হয়েছে সংযুক্তা? অকস্মাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন?

সংযুক্তা। দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি? শোননি তোমার শ্বশুরের ষড়যন্ত্রের কথা?

পৃথ্বীরাজ। আবার ষড়যন্ত্র? কিসের ষড়যন্ত্র?

সংযুক্তা। দিল্লী আক্রমণের।

পৃথ্বীরাজ ও পৃথা। দিল্লী আক্রমণের!

সংযুক্তা। কে? তুমি কি আমার দিদি? [প্রণাম]

পৃথা। তুমিই সংযুক্তা! তাইত,—

সংযুক্তা। বড় অসময়ে এলে দিদি। তোমার কথা অনেক শুনেছি। অভিমান করে মেবারে চলে গিয়েছিলে; ভেবেছিলুম—আমি গিয়ে তোমায় রথে তুলে নিয়ে আসব, আর কনকাসনে বসিয়ে হরগৌরীর পূজো করব। আজ আমার অবসর নেই। ফিরে এসে অতিথিসৎকার করব।

পৃথা। রাণি!

সংযুক্তা। তোমার কাছে ত আমি রাণী নই দিদি, আমি তোমার ছোটবোন। মা হারিয়ে আর একটা মা পেয়েছিলুম, তার বুক থেকে আজ তোমার বুকে এসেছি। তুমি আমার মা হও। তোমার কাছে আমি কখনও রাণী হব না, চিরদিন শিশুসন্তান হয়েই থাকব।

পৃথ্বীরাজ। কি বল দিদি? সংযুক্তা তাহলে কনোজেই যাক।

পৃথা। তুমি অতি অপদার্থ। তোমার স্ত্রী তোমার ঘরেই থাকবে; কনোজেও সে যাবে না, কনোজেরও কেউ দিল্লীতে আসবে না। কথা শোন বাঁচবে, না হয় মরবে।

[প্রস্থান।

সংযুক্তা। মহারাজ,—

পৃথ্বীরাজ। শরতের আকাশে এত মেঘের ঘনঘটা কেন রাণি? আমি ত তোমার পিতাকে ক্ষমা করেছি, তুমি কন্যা হয়ে তাঁকে ক্ষমা করতে পার না?

সংযুক্তা। না ভোলানাথ, না। তিনি আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছেন, আর আমি করব ক্ষমা? আমি খড়মাটির তৈরী দ্বাররক্ষী নই, আমি রক্তমাংসে গড়া মানুষ। সাপ যদি আমার সামনে ফণা তোলে, আমি তার মাথাও ভাঙব, বিষদাঁতও সাঁড়াশী দিয়ে তুলে নেব।

পৃথ্বীরাজ। ক্ষুদ্র কনোজ দিল্লী আক্রমণ করবে! এ অদ্ভুত সংবাদ তোমায় কে দিলে?

সংযুক্তা। দাদা এসে এইমাত্র সংবাদ দিয়ে গেল। কনোজ একা নয়, সঙ্গে আছে পত্তনরাজ, আরও আছে মহম্মদ ঘোরী।

পৃথ্বীরাজ। কাবুলের সুলতান মহম্মদ ঘোরী! তার সঙ্গে যোগ

দিয়ে আমার দেশবাসীরা আমাকে ধ্বংস করতে চায়? ওঃ—এ দেশের মানুষ কি কিছুতেই নিজেদের ভাল বুঝবে না? এদের মঙ্গলের চিন্তায় আমার চোখে ঘুম নেই, এদের নিয়ে আমি একটা মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখছি, আর আমিই এদের কাছে এত অপরাধী? আমার রক্তে নদী বইয়ে দিয়ে এরা বিদেশীর বন্ধুরা ঘরে আনতে চায়? সুলতান মামুদের আক্রমণের কথা এরা এত শীঘ্র ভুলে গেল? হায় ভারত জননি, এরাই কি তোমার সুসন্তান আর কুলাঙ্গার শুধু এই পৃথ্বীরাজ?

সংযুক্তা। অনুমতি দাও রাজা, আমি কনোজরাজকে দেখে আসি।

পৃথ্বীরাজ। যেও না রাণি। তোমার পিতা হয়ত তোমাকে কশাঘাত করবেন।

সংযুক্তা। তুমি তার চরম প্রতিশোধ নিও।

পৃথ্বীরাজ। হয়ত কারারুদ্ধ করবেন।

সংযুক্তা। তুমি আমায় মুক্ত করতে পারবে না?

পৃথ্বীরাজ। যদি হত্যাই করেন?

সংযুক্তা। তাহলে আমার মৃতদেহ দিল্লীতে এনে দাহ করো, আবার তুমি বিবাহ করো, কিন্তু সংযুক্তাকে কখনও ভুলো না।

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা,—

সংযুক্তা। ভয় কি তোমার ভোলানাথ? সতী পিতার মুখে শিবনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিল। এ সতী মরবে না, দক্ষরাজের বুকেই ছুরি বিঁধিয়ে দেবে।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা, ফের—ফের; যেতে হয় আমিই যাব।

বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। বন্দেগি সম্রাট।

পৃথ্বীরাজ। কে তুমি?

বক্তিয়ার। আমি সুলতান মহম্মদ ঘোরীর দূত। নাম বক্তিয়ার।

পৃথ্বীরাজ। এখানে প্রবেশ করলে কি করে?

বক্তিয়ার। তরবারির জোরে। দ্বাররক্ষীরা বাধা দিয়েছিল, আমি গ্রাহ্য করিনি।

পৃথ্বীরাজ। তুমি দূত না দস্যু?

বক্তিয়ার। দস্যু আপনি। একমাস আগে আপনি কনোজরাজ জয়চাঁদের কন্যাকে জোর করে দিল্লীতে নিয়ে এসেছেন।

পৃথ্বীরাজ। তাতে তোমাদের কি বেয়াদব? সেকথা আমি বুঝব, আর বুঝবেন জয়চাঁদ।

বক্তিয়ার। আর একজনও বুঝবেন সম্রাট, তিনি সুলতান মহম্মদ ঘোরী।

পৃথ্বীরাজ। তিনি কনোজরাজের অভিভাবক বুঝি? হিন্দু-রাজার কি হিন্দু অভিভাবক জোটেনি?

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা আপনার ব্যঙ্গের পাত্র নন। তিনি জানতে চান—তার মনোনীতা পাত্রীকে আপনি দিল্লীতে নিয়ে আসেন কোন অধিকারে?

পৃথ্বীরাজ। কে তোমার সুলতানের মনোনীতা পাত্রী?

বক্তিয়ার। কনোজ-রাজকুমারী সংযুক্তা।

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা! কনোজরাজ কি তাকে আর একবার বিবাহ দিয়েছিলেন নাকি?

বক্তিয়ার। নাই বা দিলেন বিবাহ। সুলতান মহম্মদ ঘোরী বলে গিয়েছিলেন যে, তিনিই তাকে সাদি করবেন।

পৃথ্বীরাজ। তিনি যদি আকাশের চাঁদ চান, আর কেউ তার দিকে চাইতে পাবে না? এ অদ্ভুত যুক্তি একমাত্র বর্বর মহম্মদ ঘোরীর পক্ষেই সম্ভব।

বক্তিয়ার। রসনা সংযত কর পৃথ্বীরাজ।

হেদায়েতের প্রবেশ।

হেদায়েৎ। কি বললি শয়তান? পিঁপড়ের পালক গজিয়েছে, না? আমি ছিলুম না, তাই উল্লুক ব্যাটাদের ঠেঙিয়ে তুমি ঘরে এসে ঢুকেছ। আমি তোর মাথাটা ছাতু করে ফেলব।

বক্তিয়ার। চুপ,—

হেদায়েৎ। ওঃ—ভয়ে একেবারে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেলুম আর কি?

বক্তিয়ার। শোন রাজা, জাঁহাপনার হুকুম—

পৃথ্বীরাজ। তোমার জাঁহাপনার মাথায় আমি পদাঘাত করি।

হেদায়েৎ। কোন ব্যাটা তোর জাঁহাপনা?

বক্তিয়ার। বাইরে যাও বেয়াদব।

হেদায়েৎ। বেয়াদব তুই, বেয়াদব তোর জাঁহাপনা।

বক্তিয়ার। শোন দিল্লীশ্বর, আমার প্রভুর আদেশ, এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে কনোজ-রাজকুমারীকে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই তাঁর পত্র।

পৃথ্বীরাজ। [পত্র লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল]

হেদায়েৎ। ও মহারাজ, এ হারামজাদা বলে কি? আমার

রাণীমাকে নিয়ে যেতে চায়? একথা শুনেও আপনি চুপ করে আছেন?

পৃথ্বীরাজ। তোমাকে আমি মূষিকের মত বধ করব, আর তোমার সেই বর্বর জংলী মনিবটাকে ধরে এনে জীবন্ত সমাধি দেব।

[পৃথ্বীরাজ ও বক্তিয়ারের তরবারি নিষ্কাসন ও যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজ বক্তিয়ারের তরবারি ছিনাইয়া নিলেন, হেদায়েৎ তাহাকে বন্দী করিল]

পৃথ্বীরাজ। নিয়ে যাও হেদায়েৎ। যে দ্বাররক্ষীরা এর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে, তারা যেন প্রত্যেকে এই বর্বরের পিঠে এক একটা পদাঘাত করে। তারপর কারারক্ষীকে বলবে, একে যেন বুকে পাথর চাপিয়ে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে। আমি কনোজে যাচ্ছি। ফিরে এসে একে মহাসমারোহে কবর দেব।

[প্রস্থান।

হেদায়েৎ। চলে আয় শূয়ার।

বক্তিয়ার। মুছলমান হয়ে মুছলমানকে বন্দী করতে তোমার সাহস হল? এ অন্যায় খোদাতালা কখনও সহ্য করবেন না।

হেদায়েৎ। খোদাতালা তোমার মত কুত্তাকে যদি সইতে পারে, আমার মত মানুষকেও সইবে। মুছলমান! কিসের মুছলমান রে? তুই ব্যাটা গিধ্বোড়। আমাদের রাজা বলেছে আমরা সব এক জাত—তার নাম ভারতবাসী। ভারতের দুশমন আমাদের দুশমন, সে হিন্দুই হক আর মুছলমানই হক। যে হারামজাদা একথা না মানবে, তার জন্মের ঠিক নেই।

[বক্তিয়ারকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পত্তনরাজ-প্রাসাদ

অরিমর্দনের প্রবেশ।

অরিমর্দন। ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, বছর যাবে না বলে রাখলুম। দেখ দেখি, যার বিয়ে তার দেখা নেই, নেপোয় মারে দই? এতগুলো রাজা আমরা হাঁ করে বসে রইলুম, আর তুই ব্যাটা বিনা নিমন্ত্রণে এসে মেয়েটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলি? উল্টে আবার আমাদেরই মার! তোর ভাল হবে? ওই বউ নিয়ে তুই সুখে ঘর করবি? সে গুড়ে বালি। উঃ—একটা চাঁটি যা মেরেছে, এখনও জ্বলছে।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। দুর্গা দুর্গা। সেই বেরিয়েছ, আর এই এলে?

অরিমর্দন। কেন, আমার বিরহে তুমি খুব কাবু হয়ে পড়েছিলে নাকি?

মোহিনী। চোখ মুখ দেখে বুঝতে পাচ্ছ না? কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো অন্ধ হবার জোগাড়।

অরিমর্দন। মরে যাই আর কি?

মোহিনী। একি দাদু? তুমি কুঁজো হয়ে রয়েছ কেন? কোথায় আছাড় খেলে, কার ঘরে ঢুকেছিলে, কে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, আর পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে।

অরিমর্দন। আরে না না, কিছু হয়নি, তুই চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

এই দেখ আমি আরও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি—ওরে বাবা, কি· ব্যথা রে।

মোহিনী। ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ গো, দেখে যাও, দাদুকে·মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে।

অরিমর্দন। তবে রে হতভাগা মেয়ে, তোমাকে আমি—

মোহিনী। ওমা, তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন?

অরিমর্দন। আছাড় খেয়েছি।

মোহিনী। চালাকি পেয়েছ? আছাড় খেলে কেউ কখনও· খোঁড়া হয়?

অরিমর্দন। না হয়ত নেই। আর জ্বালাসনি, ভেতরে যা।

মোহিনী। ওগো তোমরা—

অরিমর্দন। আবার বলে 'ওগো তোমরা'। নচ্ছার মেয়ে, গুঁতিয়ে সিধে করব।

মোহিনী। শিং গজিয়েছে নাকি দাদু? দেখি দেখি।

অরিমর্দন। সরে যা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে। বলছি আমার এখন গুরুতর রাজকার্য আছে, তবু প্রেমালাপ করতে এল!

মোহিনী। ভারী তোমার রাজ্য, তার আবার রাজকার্য।

অরিমর্দন। কি? রাজ্যটা তোর গায়ে লাগল না? জানিস্ আমার সাত হাজার সৈন্য আছে?

মোহিনী। জানি, একটাও ভাল করে অস্ত্র ধরতে জানে না। তুমি নিজেই যুদ্ধ বানান করতে জান না, সৈন্যরা জানবে ঘোড়ার ডিম।

অরিমর্দন। দেখতে পাবি কদিন পরে যুদ্ধ কাকে বলে।

মোহিনী। দাদু,—

অরিমর্দন। আবার কি হল?

মোহিনী। তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল ত। দেওয়ানজি যা বলছেন, সে কি সত্যি?

অরিমর্দন। ডাহা মিথ্যে। দেওয়ান ব্যাটাকে আমি আজই তাড়াব। আমার নামে মিথ্যে কথা?

মোহিনী। ছি ছি, এমন কাজ মানুষে করে?

অরিমর্দন। "মানুষে করে?" কনোজের রাজা আমায় স্বয়ম্বরের নেমন্তন্ন করলে, আর আমি না গিয়ে তার অপমান করব? এ হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তুই কি বুঝবি বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই?

মোহিনী। তুমি তাহলে স্বয়ম্বর-সভায় গিয়েছিলে? এ-হে-হে, কথাটা আগে বলনি কেন? যাবার সময় সাজিয়ে দিতুম। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অরিমর্দন। ইয়ারকি মারিসনি বলছি। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে।

মোহিনী। জ্বলবেই ত। রাজকুমারী তোমার মত সুপুরুষকে মালা না দিয়ে থুথু দিয়ে চলে গেল?

অরিমর্দন। থুথু দিয়েছে নচ্ছার মেয়ে? বেরিয়ে যা তুই, আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।

মোহিনী। তোমার মুখখানাই কি আমি দেখতে চাই? কি করব? কর্তব্যের দায়ে বাঁধা পড়েছি। তোমার লজ্জা করে না? চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, তবু স্বয়ম্বর-সভার নাম শুনলেই ছুটে যাওয়া চাই? তোমার মত ময়ূরছাড়া কার্তিককে কে মালা দেবে?

অরিমর্দন। কে না দেবে? আমার ঘরে যে আসবে, সে সোনার পালংকে শোবে, হীরের মুকুট মাথায় দেবে, মুক্তোর ছাই দিয়ে দাঁত মাজবে।

মোহিনী। তবে সংযুক্তা থুথু দিলে কেন?

অরিমর্দন। ফের থুথু শয়তানি? মালাটা সে দিয়েই ফেলেছিল, ওই ইতর ছোটলোক পৃথ্বীরাজ ব্যাটা ছোঁ মেরে নিয়ে না গেলে সংযুক্তা আমারই ঘর আলো করত।

মোহিনী। বল কি দাদু? দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের মত কুপাত্রকে সে বরণ করলে, আর তোমাকে দিলে থুথু!

অরিমর্দন। ফের থুথু বললে আমি তোকে আস্ত গিলে খাব। এ জ্বালা আর আমার সহ্য হয় না।

মোহিনী। কেন বল ত? পৃথ্বীরাজ তোমাদের ধরে ধোলাই দেয়নি ত?

অরিমর্দন। যা তা বলিসনি পাজি মেয়ে।

মোহিনী। শিরদাঁড়া কি সেই ভেঙেছে?

অরিমর্দন। আবার?

মোহিনী। ঘন ঘন মাথায় হাত দিচ্ছ কেন? মাথায়ও কি চোট লেগেছে নাকি?

অরিমর্দন। তবে রে নাতনীর নিকুচি করেছে। আমি তোকে জরাসুর-বধ করব। [মোহিনীর পিছে পিছে ছুটাছুটি]

রূপচাঁদের প্রবেশ।

রূপচাঁদ। ছুটবেন না মহারাজ, ছুটবেন না। পড়ে গেলে ভাঙা শিরদাঁড়া আরও ভেঙে যাবে।

অরিমর্দন। তুমি শূয়ার কে?

রূপচাঁদ। আমি শূয়ার কনৌজের যুবরাজ।

অরিমর্দন। তুমিই না সেদিন তুদিকে অস্ত্র চালিয়েছিলে?

রূপচাঁদ। আর বলবেন না। শোকে দুঃখে আমার মাথা ঠিক ছিল না। রাণা সমর সিংহ যখন আপনাকে ধরে ধোলাই দিলে—

অরিমর্দন। চোপরাও মিথ্যাবাদি।

রূপচাঁদ। আর পৃথ্বীরাজ যখন আপনার মাথায় চাঁটি মারলে—

অরিমর্দন। গেল গেল, সব গেল।

রূপচাঁদ। আমি তখন রাগে একখানা থান ইঁট তুলে মারলুম, সেটা গিয়ে আপনারই পিঠে লাগল।

অরিমর্দন। গেল, গেল, সর্বস্ব গেল। ওরে মোহিনি, একটা লাঠি নিয়ে আয় না।

মোহিনী। লাঠি দিয়ে আমি তোমারই মাথা ভাঙব, এই কীর্তি করে এসেছ তুমি? দুজনে মিলে তোমায় ঠেঙিয়েছে?

রূপচাঁদ। দুজন নয়, তিনজন। আমার বোনও দু-এক ঘা দিয়েছে।

অরিমর্দন। আমি তোকে কীচক-বধ করব শয়তান।

রূপচাঁদ। তার আগে যে আপনার মাথাটা উড়ে যাবে। আমি এইমাত্র দিল্লী থেকে শুনে এলুম, আপনি আর আমার পিতা নাকি দিল্লী আক্রমণ করবেন?

অরিমর্দন। একশোবার করব। পৃথ্বীরাজকে আমি দুঃশাসন-বধ করে ছেড়ে দেব, তবে আমার নাম অরিমর্দন। ব্যাটাকে বললুম আমার নাতনীকে তুমি বিয়ে কর, গ্রাহ্যই করলে না। উল্টে আমারই বুকে মই দিলে। সেই ত বিয়ে করলি, তবে আমার নাতনী কি দোষ করেছিল? রাস্তার কুকুর কিনা, অনাদরের পাতা চাটতে খুব ভাল লাগে। আমার নাতজামাই হলে কেউ তোর গায়ে আঁচড় কাটতে সাহস করত?

মোহিনী। তুমি খবর পাঠিয়ে দাও, সংযুক্তাকে তোমাব হাতে ছেড়ে দিয়ে তোমার নাতনীকে নিয়ে যাক।

রূপচাঁদ। কেন তুমি কাটা ঘায়ে নুন দিচ্ছ? ভদ্রলোক চাঁটির জ্বালায় জ্বলছেন, আর তুমি রহস্য কচ্ছ? এই জন্যেই পৃথ্বীরাজ তোমায় নেয়নি।

মোহিনী। যান যান, অনধিকারচর্চা করবেন না। আমার দাদুকে মেরে তক্তা বানিয়ে—

অরিমর্দন। বলছি তক্তা বানায়নি, তবু তুই বলবি?

মোহিনী। শুধু বলব? আমি রাজ্যেব লোক জড়ো করে হাটে হাঁড়ি ভাঙব। বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ? ওগো, তোমবা কে কোথায় আছ—

অরিমর্দন। এই মোহিনী, এই মো—

মোহিনী। শুনে যাও দাদুব কীর্তির কথা। ওগো, তোমরা ছুটে এস।

[প্রস্থান।

অরিমর্দন। দিলে সব ফাঁসিয়ে। হতভাগীকে আমি—

[প্রস্থানোদ্যোগ]

রূপচাঁদ। দাঁড়ান পত্তনরাজ। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অরিমর্দন। যাও যাও, ইঁট মেরে আবার কথা!

রূপচাঁদ। সেদিন শুধু ইঁট মেরেছি। এবার মাথাটা ভাঙব।

অরিমর্দন। কি? আমার ঘরে দাঁড়িয়ে তুমি আমারই মাথা ভাঙতে চাও? আমি এখনি কৃপাল সিংকে ডাকব বলে দিচ্ছি।

রূপচাঁদ। ডাকুন আপনার কে কোথায় আছে। একথা

সত্য যে আপনি মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে চুক্তি করেছেন? সাত হাজার সৈন্য নিয়ে আপনি তার সঙ্গে যোগ দেবেন? পৃথ্বীরাজ যদি পরাজিত হন, তাঁর সাম্রাজ্য আপনি আর কনোজরাজ ভাগ করে নেবেন? কি, জবাব নেই কেন? বলুন একথা সত্য, না মিথ্যা?

অরিমর্দন। আমাকে বলছ?

রূপচাঁদ। অভিনয় রাখুন।

অরিমর্দন। আরে বাপু, পৃথ্বীরাজের জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন? সংযুক্তা ত তোমার আপন বোন নয়, বৈমাত্রের বোন; সে মরুক কি বাঁচুক, তাতে তোমার কি?

রূপচাঁদ। তার সঙ্গে সংযুক্তার বিয়ে হয়েছে, তাতে আপনার কি? আপনার মত গলিতনখদন্ত বৃদ্ধের গলায় ত সে মালা দিত না। একে আপনার বয়সের গাছ পাথর নেই, তার উপর আপনি যা রাজা, সেকথা সবাই জানে। নামেই আপনার তালপুকুর,—ঘটি ডোবে না। লজ্জা করে না আপনার? স্বয়ম্বর-সভায় কুকুরের মত মার খেয়ে এসে আবার দিল্লী আক্রমণের আয়োজন কচ্ছেন?

অরিমর্দন। এতবড় হিম্মৎ তোমার, তুমি আমাকে বাড়ী বয়ে অপমান করতে এসেছ?

রূপচাঁদ। তোমার আবার অপমান? মহম্মদ ঘোরীকে তুমি যদি একটা সৈন্য দিয়ে সাহায্য কর, তাহলে আমি তোমার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দেব। বুঝে কাজ করো।

[প্রস্থান।

অরিমর্দন। ওরে, ও কৃপাল সিং, ধর ধর, পালিয়ে গেল।

গীতকণ্ঠে কম্বুকণ্ঠের প্রবেশ।

কম্বুকণ্ঠ।—   গীত

মরণ-ফাঁদে দিসনে পা, পিছল পথে চলিস না,
পরের কথার প্রলোভনে বিবেকেরে ছলিস না।

অরিমর্দন। তুই ব্যাটা আবার কে? মারব এক—

কম্বুকণ্ঠ।—   পূর্ব্বগীতাংশ

দাঁত পড়েছে, চুল পেকেছে,
ও বুড়ো, তোর দিন যে গেছে,
মৌচাকে তুই মারিস না ঢিল, পরের কথায় টলিস না।

অরিমর্দন। বেরিয়ে যা বদমায়েস।

কম্বুকণ্ঠ।—   পূর্ব্বগীতাংশ

লাগলে আগুন ভায়ের ঘরে
তুই এড়াবি কেমন করে?
এক শ্মশানে মরবি পুড়ে সাধ করে তুই জ্বালিস না।

অরিমর্দন। আমি তোর মাথাটা ছিঁড়ে ফেলব।

কম্বুকণ্ঠ। কাঁচকলা করবে। মেয়েছেলের গুঁতো খেয়ে সাধ মেটেনি? যুদ্ধ করবে? বাপের বয়সে যুদ্ধ দেখেছ কখনও? খবরদার, যার তার সঙ্গে জুটবে না বলছি। তাহলে সবাই মিলে তোমায় চাঁদা করে ঠ্যাঙাবে।

[প্রস্থান।

অরিমর্দন। দেখ দেখি, আমি রাজা, যে-সে আমায় চোখ রাঙাবে? আমি বিষ খাব। এ জ্বালা আর আমার সয় না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কনোজ-রাজপ্রাসাদ

গীতকণ্ঠে তমালের প্রবেশ।

তমাল।—

গীত

আয় রে ফিরে আয়।
একা একা খেলব কত, দিন কাটে না হায়।

গোকুলচাঁদের প্রবেশ।

গোকুল। তমাল, আবার সে কথা? তোকে আমি খুন করব।

তমাল।—

পূর্ব গীতাংশ

আয় রে ফিরে আয়।
একা একা খেলব কত, দিন কাটে না হায়।
নিজের মালা নিজেই পরি,
নিজের সনে বিবাদ করি,
নিজে গেয়ে নিজেই শুনি, অশ্রুতে বুক ভেসে যায়।
আমি তখন ছিলুম ঘুমে, নীরবে মোর মুখটি চুমে
কোন দেশে তুই গেলি চলে চড়ে ময়ূরপঙ্খী নায়।

গোকুল। অসভ্য বাঁদর, তোকে না বলে দিয়েছি, ভুলেও সে শয়তানীর নাম করবি না।

তমাল। নাম ত করিনি।

গোকুল। তবে তার জন্যে কাঁদছিস কেন?

তমাল। কান্না পেলে কি করব?

গোকুল। পাবে কেন হতভাগা?

তমাল। না পাবে কেন, তাই বল। আমি ত মানুষ; পাখীটা যে তার জন্যে কাঁদে, ধমকে দিতে পার না? গরুটা যে ঘাস খায় না, গলা টিপে ধরতে পার না?

গোকুল। পাখী কাঁদে! গরু ঘাস খায় না! সে আবার কি?

তমাল। ও তুমি বুঝবে না। তুমি শুধু মানুষের মাথা ভাঙতেই জান, মানুষের মনের খবর জান না। বাড়ীভরা এত লোক,—তবু মনে হচ্ছে কেউ নেই। ওই একটা মানুষ যেন পুরীর সব আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে।

গোকুল। বেরিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

তমাল। তুমি বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

গোকুল। আমি তোর মাথা ভাঙব।

তমাল। আমি তোমার ঠ্যাং ভাঙব।

গোকুল। এত বাড় বেড়েছে তোর? বড় ভাইয়ের সঙ্গে এই ব্যবহার।

তমাল। বড় ভাইয়ের কি করেছ তুমি? মার কাছে আমি সব শুনিনি? দিদি দিল্লীর সম্রাটের গলায় মালা দিয়েছে, আর তুমি তার কাঁধের উপর তরবারি তুলতে গেলে। এই ত বড় ভাইয়ের কাজ! সম্রাট পৃথ্বীরাজ তোমায় কেটে দুখানা করে রেখে যায়নি, সে তার দয়া।

গোকুল। এসব কথা কে বলেছে? মা বুঝি? খবরদার ও ডাইনীর কাছে আর কখনও তুমি যাবে না।

তমাল। এতদিন দশবার যেতুম, আজ থেকে বিশবার যাব।

গোকুল। কথা শুনবে না তুমি?

তমাল। শুনব কিন্তু রাখব না। দিদি বলেছে—

গোকুল। আবার দিদি? সে পাপীয়সীর কথা যদি আবার তুই উচ্চারণ করিস, আমি তোকে আস্ত গিলে খাব।

তমাল। খেয়ে হজম করে ফেললেও আমি দিদির নাম ভুলব না, মাকে ডাইনী বলব না, আর বড়দাকেও পর ভাবব না;

গোকুল। তবে তুই আজই মর। [তরবারিতে হাত দিল]

পূর্ণিমার প্রবেশ।

পূর্ণিমা। তার চেয়ে তুমি মর বাবা, কনোজের মাটি শীতল হক;

গোকুল। কেন তুমি যখন তখন আমাকে অপমান কর?

পূর্ণিমা। অপমান! দাসদাসীগুলো হাসবে, নইলে আমি তোমাকে থামের সঙ্গে বেঁধে কশাঘাত করতুম। এত দুঃসাহস তোমার যে, সংযুক্তা যাকে স্বামী বলে বরণ করেছে, তুমি তারই কাঁধের উপর তরবারি তোল? পৃথ্বীরাজ স্নেহের বশে তোমায় ক্ষমা করেছেন, তাতেও তোমার লজ্জা হয়নি? তুমি তাঁর রথের উপর বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করেছিলে!

গোকুল। তোমার তাতে কি? যে পাপীয়সী আমাদের মুখ পুড়িয়ে আমাদের শত্রুর গলায় মালা দিয়েছে, তাকে আমি সুখে থাকতে দেব না।

পূর্ণিমা। তা দেবে কেন? গাড়োয়াল জাতির কলংক তুমি, ভীরু কাপুরুষ ওই পত্তনরাজের পদলেহন করতে পার, তবু পরমাত্মীয় বীর পৃথ্বীরাজের কাছে মাথা নত করবে না।

গোকুল। না—করব না। জান না আপন জন যদি শত্রু

হয়, সে পরের চেয়েও পর ? কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করবার আমার সময় নেই। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি মা ; সংযুক্তার মাথা তুমি খেয়েছ, তমালের মাথা আর খেয়ো না।

পূর্ণিমা। বুকে করে দুধ খাইয়েছি আমি, কঠিন রোগের মধ্যে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি আমি, একটা নিষ্প্রাণ অস্থিপঞ্জরের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা আমিই করেছি। আমি ওর কেউ নই, আর তুমি বংশের কুলাঙ্গার, তুমি এসেছ ওর উপর প্রভুত্ব করতে ? ওকে আমি কেটে দুখানা করব, তবু তোমার বুলি ওকে শিখতে দেব না।

গোকুল। তমাল, অস্ত্রচালনা শিখবি আয়।

তমাল। তুমি আগে মার কাছে ভদ্রতা শেখ, তারপর আমি তোমার কাছে অস্ত্রচালনা শিখব।

গোকুল। এমনি করে ছেলেটার মাথা খেয়েছ তুমি ?

পূর্ণিমা। আক্ষেপ কচ্ছ কেন বাবা ? আমার নিজের ছেলের মাথাও আমি এমনি করেই খেয়েছি। তোমার মাথাটা আমার নাগালের বাইরে রয়ে গেল, নইলে রাজপরিবারের মধ্যে এমনি করে বিপর্যয় নেমে আসত না। কোথায় গিয়েছিলে বাবা তুমি ?

গোকুল। সে কথায় তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

পূর্ণিমা। প্রয়োজন আছে। তোমার মুখে আমি ধূর্ত শেয়ালের ছবি দেখতে পাচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই সংযুক্তার অনিষ্ট করবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

গোকুল। তাই যদি হয়, তাতে তোমার কি ?

পূর্ণিমা। আমার কি ? সংযুক্তার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় লাগলে আমার যে বুকের পাঁজর ভেঙে যায়, একথা ওই কচি-

ছেলেটাও বোঝে। কিন্তু তুমি বোঝ না; সে বুদ্ধি তোমার ছিল, কিন্তু সব রাহুতে গ্রাস করেছে। শোন গোকুল, বাগাড়ম্বর করতে আমি শিখিনি। কিন্তু আমি যা বলব তা করব। তোমার হাতে সংযুক্তা বা পৃথ্বীরাজের একটা কেশও যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে পুত্র বলে আমি তোমায় ক্ষমা করব না।

গোকুল। আমি তোমার পুত্র নই, শত্রু।

[প্রস্থান।

পূর্ণিমা। অপদার্থ! ক্ষত্রিয়বংশের আবর্জনা!

মিত্রবাহুর প্রবেশ।

মিত্রবাহু। ভেতরে যাও রাণিমা, মহম্মদ ঘোরী আসছে।

পূর্ণিমা। আবার মহম্মদ ঘোরী? এই লোকটার নাম শুনলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কেন আসছে সে?

মিত্রবাহু। অকারণ সে কারও অতিথি হয় না মা। আমার মনে হয় দিল্লীর উপর তার শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে।

পূর্ণিমা। বেশ ত, তার যদি সসৈন্যে মরবার সাধ হয়ে থাকে, এগিয়ে যাক। পৃথ্বীরাজ দুর্বল নয়, রাণা সমর সিংহ এখনও দিল্লীতেই বসে আছেন, আর হিন্দুস্থান এখনও হিন্দুশূন্য হয়নি। তার জন্য সে এখানে মরতে এসেছে কেন? তাকে বলে দিন—কনোজের রাজপ্রাসাদে তার প্রবেশাধিকার নেই।

মিত্রবাহু। সে কথা বলবার অধিকার যদি আমার থাকত, আমি এই দীর্ঘশ্মশ্রু শয়তানকে সেদিনই প্রাসাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম—যেদিন সে সংযুক্তার দিকে বিলোল কটাক্ষে চেয়েছিল।

পূর্ণিমা। সেদিন যা পারেননি, আজ তাই করুন। অধিকার ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না মন্ত্রিমশায়, গলা টিপে জোর করে আদায় করতে হয়। মন্ত্রিত্ব করবেন আপনি, আর মন্ত্রণা দেবে মহম্মদ ঘোরী, এও যদি আপনাকে সহ্য করতে হয়, তার চেয়ে আপনি কাশীধামে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে আশ্রয় নিন, না হয় বিষ খেয়ে মরুন, চন্দন কাঠ দিয়ে পোড়াব।

[প্রস্থান।

মিত্রবাহু। যেতে চাই, পা চলে না,—একি দুঃসহ বেদনা!

জয়চাঁদ ও মহম্মদ ঘোরীর প্রবেশ।

জয়চাঁদ। আসুন সুলতান সাহেব। আপনার আগমনে আমার প্রাসাদ পবিত্র হল।

মহম্মদ। প্রাসাদে গোবর-ছড়া দেবেন না ত? মন্ত্রিমশায় কি বলেন?

জয়চাঁদ। এ আপনি কি বলছেন জনাব? আমরা জাতি-ভেদ মানি না।

মহম্মদ। মানেন না যদি, তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা না করে কন্যার বিবাহ দিলেন কি করে? আমি না আপনাকে বলে গিয়েছিলুম যে আপনার কন্যার সাদির ব্যবস্থা আমিই করব?

মিত্রবাহু। তার অর্থ, কনোজ-রাজকুমারীকে আপনিই অনুগ্রহ করে সাদি করবেন?

মহম্মদ। কথাটা কি আরও খুলে বলতে হবে। এত নীরেট আপনারা, তা ত আমি জানতুম না।

মিত্রবাহু। আপনি যে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইবেন, এও

ত আমরা জানতুম না, তাহলে ত সেইদিনই সব ব্যবস্থা হয়ে যেত।

মহম্মদ। আপনারও কি এই কথা রাজা?

জয়চাঁদ। ক্ষেপেছেন? এমন দীর্ঘকায় পুরুষ আপনি, আপনাকে বামন বলব আমি? আমার মন্ত্রী সবাইকেই অমনি করে বলে। কথায় কথায় আমাকে মারতে আসে।

মহম্মদ। বলেন কি?

জয়চাঁদ। ভীমরতি, ভীমরতি। বামন ত ছোট কথা, আরও কত বলবে, তার ঠিক নেই। ফেলতেও পারি না, গিলতেও পারি না। আপনি যদি কথাটা আমাকে বুঝিয়ে বলতেন, তাহলে কি আমি কন্যার স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করি? আপনার মত লোকের হাতে কন্যাদান করতে পারলে কে না ধন্য হয়?

মিত্রবাহু। তা ত বটেই, আপনার মত রূপবান গুণবান আর কুলীন—

জয়চাঁদ। তুমি চুপ কর।

মিত্রবাহু। আপনার মতিভ্রম হয়েছে।

মহম্মদ। আমাদের কথায় তুমি কথা কও কোন সাহসে বেয়াদব?

মিত্রবাহু। বেয়াদব আপনি।

মহম্মদ। মহারাজ জয়চাঁদ,—

জয়চাঁদ। যেতে দিন, যেতে দিন। লোকটা পাগল হয়ে গেছে। এরই পরামর্শে আমি এত শীঘ্র সংযুক্তার স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করেছিলুম।

মহম্মদ। আমি তোমাকে খুন করব।

মিত্রবাহু। তোমার মত জানোয়ারের হুমকিতে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যাবেন মহারাজ জয়চাঁদ, মন্ত্রী মিত্রবাহু নয়। আমি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, তবু আমার ধমনীতে রাজপুতের রক্ত এখনও জমাট বেঁধে যায়নি। আত্মসম্মানবোধ মহারাজ জলাঞ্জলি দিয়েছেন, কিন্তু আমি দিইনি। এর পরও যদি তুমি রসনা সংযত না কর, আমি দ্বারীদের ডেকে এনে তোমায় প্রাসাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। মহারাজ জয়চাঁদ, আমি এ ঔদ্ধত্যের চরম শাস্তি দেব।

জয়চাঁদ। আরে দূর মিঞা, বলছি ত পাগল। আপনি সংযুক্তার কথা ওর সাক্ষাতে বলতে গেলেন কেন? মেয়ে আমার, আমি আপনাকে বলছি,—পৃথ্বীরাজকে বধ করে আপনি যদি পারেন, সিংহাসনটা আমাকে দিয়ে সংযুক্তাকে নিয়ে আপনি যদি —বুঝতে ত পাচ্ছেন,—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

মহম্মদ। তাহলে আপনি প্রস্তুত?

জয়চাঁদ। নিশ্চয়।

মহম্মদ। কত সৈন্য নিয়ে আপনি আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন?

জয়চাঁদ। দশ হাজার।

মহম্মদ। আপনার দশহাজার, পত্তনরাজের সাতহাজার; আর আমার পনর হাজার—এই বত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমরা দিল্লী চষে ফেলব চলুন। আগামী পূর্ণিমা তিথিতে আমরা দিল্লী আক্রমণ করব।

জয়চাঁদ। তাই হবে জনাব। কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতি—

মহম্মদ। কোন ভয় নেই। মহম্মদ ঘোরী মরবে, তবু কথার খেলাপ করবে না। আমি নেব সংযুক্তাকে, আর আপনি নেবেন দিল্লীর মসনদ।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। কিসের জামাতা? পৃথ্বীরাজ আমার চিরশত্রু, সে মরুক, আমি একটা নিশ্বাসও ফেলব না। সংযুক্তা গাড়োয়াল রাজপুতের মেয়ে,—মহম্মদ ঘোরী তার জীবিত দেহ স্পর্শও করতে পাবে না। কন্টকেনৈব কণ্টকম্। এ চাণক্যের নীতি—অব্যর্থ, অমোঘ।

গীতকণ্ঠে কম্বুকণ্ঠের প্রবেশ।

কম্বুকণ্ঠ।—

গীত

ওরে ও পাগল!
মনের ভুলে রূপসাগরে আনিস নে তুই বেনো জল।
দেশজননীর শত্রু যারা,
মানুষরূপী জন্তু তারা,
কুম্ভীপাকে দেশদ্রোহীর নরক জ্বালা চরম ফল!
কেড়ে নিতে মায়ের শাড়ী
কারে ডেকে আনলি বাড়ী?
লক্ষ্মী কি হায় গেল ছাড়ি, সাধ কি যেতে রসাতল?

জয়চাঁদ। কে তুই?

কম্বুকণ্ঠ। আমি দেশের মানুষ। আমি বেইমানের চাবুক। যারা শক হুনদের পথ দেখিয়ে ঘরে এনেছিল, আমি তাদের রক্তে স্নান করেছি, সুলতান মামুদকে যে সোমনাথের মন্দির

দেখিয়েছিল, আমি তার মাথায় বজ্রাঘাত করেছি। তোমাকেও আমি রেহাই দেব না শয়তান। দেশের সঙ্গে তুমি যদি সত্যই বেইমানি কর, আমি তোমায় গলিত কুষ্ঠ রোগীর মত টেনে ছুঁড়ে ভাগাড়ে ফেলে দেব।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। কে আছ? শত্রু, শত্রু, বন্দী কর। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। দাঁড়ান কনোজরাজ, কথা আছে।

জয়চাঁদ। কে? দিল্লীশ্বরী? কনোজের এ গরীবখানায় দিল্লীশ্বরীর আবির্ভাব কেন?

সংযুক্তা। কারণ আছে। আমার রাজস্ব কই?

জয়চাঁদ। রাজস্ব!

সংযুক্তা। হ্যাঁ, রাজস্ব! চোখ কপালে তুললেন যে? করদ রাজ্য ভোগ করলে যে রাজস্ব দিতে হয়, মহারাজ কি তা জানেন না? নিয়ে আসুন তিন বছরের রাজস্ব, দিল্লীশ্বরীর নজরানা নিয়ে আসুন; আরও নিয়ে আসুন লিখিত কৈফিয়ৎ, কেন আপনার প্রাসাদে ভারতেব শত্রু বিদেশীর আনাগোনা।

জয়চাঁদ। রাজস্ব দেব প্রবঞ্চক পৃথ্বীরাজকে?

সংযুক্তা। প্রবঞ্চক তুমি!

জয়চাঁদ। নজরানা চায় পিতৃকুলকলংকিনী স্বৈরিণী!

সংযুক্তা। স্বৈরিণী ছিল তোমার জননী, নইলে তার গর্ভে তোমার মত দেশদ্রোহী শয়তানের জন্ম হত না।

জয়চাঁদ। সংযুক্তা!

সংযুক্তা। চুপ। তুমি হিংস্র জল্লাদ, তুমি বিষধর সাপ, তোমার একমাত্র আত্মীয় তুমি—সবই জানতুম। কিন্তু তুমি যে নিজের দেশে বিদেশীকে ডেকে আনতে পার এ আমার জানা ছিল না। তুমি কি মনে করেছ,—মহম্মদ ঘোরী সহায় হলেই তুমি অনায়াসে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে পারবে? তুমি যাকে শক্তিহীন মেষ মনে করেছ, সে মেষ নয়, সিংহ।

জয়চাঁদ। সিংহের মাথাটা আমি উড়িয়ে দেব।

সংযুক্তা। যদি তা সম্ভবও হয়, তবু দিল্লীর সিংহাসনে তোমার স্থান হবে না মহারাজ জয়চাঁদ। সে দুর্দিন যদি আসে, দিল্লীর সিংহাসনে বসবে মহম্মদ ঘোরী, আর তোমাকে উপহার দেবে তার পায়ের ছিন্ন পাদুকা।

জয়চাঁদ। কুলকলংকিনী, কেন তুই আমার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিস?

সংযুক্তা। প্রাসাদ তোমার নয়, আমার। আমার রাজ্যের অবাধ্য রাজপ্রতিনিধি তুমি, বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী বেইমান তুমি। সরে যাও তুমি রাজপ্রাসাদ থেকে।

জয়চাঁদ। তুই সরে যা পৃথিবী থেকে। [তরবারি নিষ্কাসন]

পূর্ণিমার প্রবেশ।

পূর্ণিমা। থাক থাক, যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছ, আর লোক হাসিয়ে কাজ নেই। যদি ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে চাও, যদি মানুষ বলে পরিচয় দেবার সাধ থাকে, ওই দেশের শত্রু মহম্মদ ঘোরীকে বন্দী কর। এখনও সে বহুদূর যায়নি। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত কর।

জয়চাঁদ। রাণি!

পূর্ণিমা। একি লজ্জা! একি ঘৃণা! পিতা করবে কন্যার রাজ্য আক্রমণ, আর তার সহায় হবে বিজাতি বিদেশী বিধর্মী?

জয়চাঁদ। সরে যাও রাণি, কন্যা বলে আমার কেউ নেই। আমার মুখ যে পুড়িয়েছে, আমি তাকে হত্যা করব।

সংযুক্তা। তার আগে আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব।

পূর্ণিমা। থাক মা, লোকে হাসবে। ভয় কি? তোমাদের ধর্মই তোমাদের রক্ষা করবে।

সংযুক্তা। মা,—

পূর্ণিমা। যে পথে এসেছ, সেই পথে ফিরে যাও। বিলম্ব করো না, রাজ্যে রাজ্যে দূত পাঠিয়ে দাও। সোনার ভারত বিদেশী দস্যু আর ঘরভেদী বিভীষণের হাতে বিপন্ন। সবাই কি দলে দলে হাতিয়ার নিয়ে পৃথ্বীরাজের পাশে এসে দাঁড়াবে না?

জয়চাঁদ। ইচ্ছা হয় তুমি গিয়ে দাঁড়াও। তোমাদের মা আর মেয়েকে আমি এক চিতায় দাহ করব। তবে আমার নাম জয়চাঁদ।

সংযুক্তা। জয়চাঁদ নয়, তোমার নাম বিভীষণ। তুমি তোমার পিতামাতার কলংক, দেশের দুষ্টব্রণ, বিধাতার সৃষ্টির ব্যতিক্রম।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। যে যাই বলুক, দিল্লী আমার চাই।

পূর্ণিমা। আমি কি চাই জান? আমি যেন অচিরেই বিধবা হই। [প্রস্থান।

জয়চাঁদ। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

মহম্মদ ঘোরী ও কুতবের প্রবেশ।

মহম্মদ। বক্তিয়ার দিল্লীর কারাগারে বন্দী? কে বলছে তোমায়?

কুতব। বৃদ্ধ হেদায়েৎ খাঁ এসেছে।

মহম্মদ। কে হেদায়েৎ খাঁ?

কুতব। দিল্লীশ্বরের একজন দ্বাররক্ষী। শুনলুম সে আপনার দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

মহম্মদ। তবে ত ভালই হয়েছে। দিল্লীশ্বরের দ্বারী আমার আত্মীয়! খোদা যব দেতা ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা। কোথায় সে? তাকে খাতির করে এই শিবিরে নিয়ে এস। এও এক মস্ত হাতিয়ার।

কুতব। এখনও বলছি, ফিরে চলুন জাঁহাপনা।

মহম্মদ। তোমার যদি ভয় হয়ে থাকে, কাবুলে ফিরে যেতে পার।

কুতব। ভয় নয় জাঁহাপনা, শরম হচ্ছে আমার। বিনা কারণে সুলতান মামুদ সতর বার এ দেশে হানা দিয়ে ইসলামের নাম কলংকিত করে গেছে। আপনিও এসেছেন বিনা কারণে

দিল্লী আক্রমণ করতে। তিনি নিযেছেন গাড়ী গাড়ী সোনা, আপনি নেবেন দিল্লীর মসনদ। কিন্তু দুর্নাম হবে ইসলাম ধর্মের। অনন্ত ভবিষ্যৎ কুৎসা রটনা করবে,—এ জাতটাই কলহপ্রিয়।

মহম্মদ। বিনা কারণে মূর্খ? পৃথ্বীরাজ আমার সংযুক্তাকে কেড়ে নিয়েছে।

কুতব। সংযুক্তা আপনারও নয়, আর তিনি কেড়েও নেননি। তিনি না নিলেও সে আপনার হত না। এ আপনার পায়ে পা দিযে কলহ করা মাত্র।

মহম্মদ। বক্তিয়ার আমার দূত হযে গেছে। তাকে সে কারারুদ্ধ করে কোন সাহসে?

কুতব। দূত হয়ত দৈত্যের মত বীরত্ব দেখিয়েছে আর বাচালতা করেছে।

মহম্মদ। বক্তিয়ার মেষ নয।

কুতব। মানুষও নয।

মহম্মদ। তুমি মিঞা তাকে দুইচক্ষে দেখতে পার না।

কুতব। কি জানি জনাব, হয়ত আমার চোখেরই দোষ। আপনাদের চোখ ক্রীতদাস কোথায পাবে জনাব?

হেদায়েতের প্রবেশ।

হেদায়েৎ। বন্দেগি জনাব।

মহম্মদ। মেজাজ শরীফ হেদাযেৎ মিঞা? কতদিন পৃথ্বীরাজের নোকরি কচ্ছ?

হেদায়েৎ। যতদিন গজনী থেকে এসেছি।

মহম্মদ। বেতন পাও?

হেদায়েৎ। বেতনও পাই, বকশিসও পাই। সম্রাট দয়া করে আমার ছেলেকেও বহাল করেছেন।

মহম্মদ। বহুৎ আচ্ছা। কজন মুসলমান আছ তোমরা ?

হেদায়েৎ। বিস্তর ; লেখাজোখা নেই।

মহম্মদ। হিন্দুরা তোমাদের ছায়া মাড়িয়ে গোসল করে না ?

কুতব। তোমাদের প্রহার করে গঙ্গা জল মাথায় দেয় না ?

হেদায়েৎ। জী না, দু-এক ব্যাটা মোছলমানই বরং গা বাঁচিয়ে চলে। মেরেছিলুম আলিমদ্দি ব্যাটাকে এক গাঁট্টা। বললুম,—হেঁদুদের যদি ভাল না লাগে, গজনী চলে যা।

কুতব। এখানে কি মনে করে এসেছ মিঞা ?

হেদায়েৎ। জনাবালিকে জিজ্ঞেস করতে এলুম,—আর কি মরবার জায়গা ছিল না ?

মহম্মদ। কি বলছ ?

হেদায়েৎ। বলছি, এখানে কেন এয়েছ আপনি ? আপনার কবরের জায়গা নেই ? না থাকে ঘোর রাজ্যে চলে যাও। আপনার ভাই গিয়াসউদ্দিন ঘোরী অতবড় রাজ্যিতে আপনাকে কি মরতে দেবে না ?

মহম্মদ। দেবে হয়ত, কিন্তু গজনীর মাটিতে বড় পোকা হেদায়েৎ মিঞা। আর ঘোরের মাটি বড় রুক্ষ—কবরে শুয়ে আরাম হবে না। দিল্লীর সরস মিঠা মাটি না হলে মরেও সুখ নেই। তা ছাড়া তুমি ঘোরবংশের ছেলে—মরে গেলে তুমি আর তোমার লেড়কা অবশ্যই আমার কবরে মাটি দেবে।

হেদায়েৎ। ছাই দেব।

মহম্মদ। অত নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমাদেরই ভরসায় আমি

দিল্লী আক্রমণ করতে এসেছি। আমি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করব, আর বক্তিয়ার নিশীথ রাত্রে একদল সৈন্য নিয়ে প্রাসাদ অধিকার করবে। তুমি যখন দ্বারী, তখন আমার ভাবনা কি? সংকেত পেলেই তুমি দোর খুলে দেবে।

হেদায়েৎ। আমি দোর খুলে দেব? এ মিঞা বলে কি?

কুতব। অমন কাজ করো না হেদায়েৎ। মনিবের সঙ্গে যে বেইমানি করে, তার দোজাকেও স্থান নেই।

হেদায়েৎ। কথাটা তুমি বলবে, তবে আমি বুঝব? বলি, আমায় কি জয়চাঁদ পেয়েছ আপনি? ব্যাটা জামাইয়ের সঙ্গে লড়াই করতে এয়েছে দিল্লীর মসনদের লোভে! মসনদ আপনি তাকে যা দেবে, সে আমি জানি। দুনিয়ায় কাউকে কখন আপনি কিচ্ছু দাওনি, শুধু দুহাত ভরে নিয়েছ।

মহম্মদ। তোমাকে তা বলে ফাঁকি দেব না। আমি তোমাকে একটা জায়গীর দেব।

হেদায়েৎ। দুত্তোর জায়গীরের মুয়ে আগুন।

মহম্মদ। চারটি সুন্দরী বিবি দেব।

হেদায়েৎ। একটার জ্বালায়ই অস্থির, আবার চারটে?

মহম্মদ। সাহায্য করবে না তুমি?

হেদায়েৎ। না।

মহম্মদ। তুমি আমার আত্মীয়।

হেদায়েৎ। থোও তোমার আত্মীয়। কত আত্মীয় কুটুম্ব দেখলুম, কাজের বেলা কোন ব্যাটা চিনতেও পারে না। আপনার ভাই ঘোরের বাদশা, আপনি কাবুলের সুলতান; আমি ত আপনাদের বংশের লোক, তবু কেন আমার পেটে ভাত জোটেনি,

পরণে কানি জোটেনি ? কেউ ত আমার সুখের পানে চায়নি। রাস্তার ধারে পড়ে সগুষ্ঠী মরতে বসেছিনু, এই পিথৌরা আমাদের এনে ঠাঁই দিয়েছে, নকরি দিয়েছে। তার সঙ্গে বেইমানি করব আমি !

কুতব। ধর্মে সইবে না মিঞা।

মহম্মদ। মুসলমান হয়ে তুমি মুসলমানকে সাহায্য করবে না ?

হেদায়েৎ। বললুম ত, এ দেশে মুসলমান বলে কেউ নেই। বিলকুল ভারতবাসী। ফিরে যাও মিঞা, ফিরে যাও। বাঘের ঘরে কেন তুমি হানা দিতে এয়েছ ? পিথৌরাকে তুমি চেন না, রাণা সমর সিংকে তুমি দেখনি। দেখেছে জয়চাঁদ। এবার সে মরবে। না মরে তার শান্তি নেই। তার সঙ্গে তুমি কেন মরবে মিঞা ? তোমার কাবুল আছে, পাঞ্জাব মুলতান আছে, বিশ পঞ্চাশটা বিবি আছে, আরও আছে টাকার পাহাড়। তুমি মরে গেলে এসব ভোগ করবে কে ?

মহম্মদ। আমি মরব না হেদায়েৎ। দুনিয়ার বুকের উপর পা তুলে দিয়ে আমি হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকব। গোটা পৃথিবীকে আমি চাবুক দিয়ে শাসন করব। হিন্দু জাতটাকে নিশ্চিহ্ন করে আমি দেশে-বিদেশে ইসলামের জয় পতাকা ওড়াব। যে আমার সহায় হবে, সে বাঁচবে ; যে বাধা দেবে, সে মরবে।

কুতব। কেউ মরবে না জাঁহাপনা, মরবেন আপনি, আর মরবে ইসলামের সুনাম।

মহম্মদ। তবে আগে মরবে তোমার মত অকৃতজ্ঞ ক্রীতদাস।

কুতব। অকৃতজ্ঞ আমি নই জাঁহাপনা। আপনার আদেশে

আমি আগুনে ঝাঁপ দেব, তাই বলে বক্তিয়ারের মত আপনার দুষ্কর্মের প্রশংসা আমি করব না।

হেদায়েৎ। বক্তিয়ার আর আসবে না মিঞা। আজই তার শেষ দিন। সেই কথাটাই বলতে এয়েছি। কবর দেবার জন্যে তার লাশ যদি আপনি চাও, পাঠিয়ে দিতে পারি।

মহম্মদ। একথা সত্য? বক্তিয়ারকে হত্যা করবে পৃথ্বীরাজ? সে কি জানে না, দূত অবধ্য?

হেদায়েৎ। কেডা দূত? দূত নয়, ভূত। ব্যাটা কি বলেছে জান আপনি?

কুতব। কি বলেছে হেদায়েৎ?

হেদায়েৎ। সুমুন্দির পো আমাদের রাজাকে বলে কি না তোমার বিবিকে দাও, নিয়ে যাব।

কুতব। তার পরেও তার কাঁধে মাথাটা রয়ে গেল? এসব কি জাঁহাপনা? আপনি কি এই কথা বলতেই বক্তিয়ারকে পাঠিয়েছিলেন।

মহম্মদ। তবে তোমার কি মনে হয় তাকে ফুলচন্দন দিয়ে পাঠিয়েছিলুম?

কুতব। এ আপনি করেছেন কি জনাব? আপনি একটা রাজ্যের অধীশ্বর, আর একটা দেশের রাজার কাছে এমনি অপমানজনক প্রস্তাব করে পাঠালেন? রাজায় রাজায় যুদ্ধ অনেক হয়, কিন্তু কোন রাজা আর একটা দেশের রাণীকে দাবী করে বসে না। এ শুধু আপনার মত সুলতানের পক্ষেই সম্ভব।

মহম্মদ। হুঁসিয়ার বেয়াদব।

কুতব। যে আদব আপনি দেখিয়েছেন জনাব, আমাকে আর

তা দেখাবেন না। বক্তিয়ার যদি ফিরে আসে, এ মন্ত্র তাকেই দেবেন, আমাকে নয়।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। তুমি কি করবে বৃদ্ধ?

হেদায়েৎ। যা কচ্ছি তাই করব।

মহম্মদ। কথা শুনবে না তুমি?

হেদায়েৎ। না রে বাপু, না। কতবার বলব?

মহম্মদ। কত ধনদৌলত চাও তুমি?

হেদায়েৎ। একটা কানাকড়িও নয়। আমি এখন চললুম। বক্তিয়ার শূয়ারকে আমাকেই গোর দিতে হবে দেখছি। আচ্ছা চললুম,—সেলাম।

মহম্মদ। আর তোমার কিছুই বলবার নেই?

হেদায়েৎ। আর একটা কথা আছে জনাব।

মহম্মদ। বল।

হেদায়েৎ। কথাটা হচ্ছে, আপনাকে কি মানুষে পয়দা করেছিল, না পাতিশেয়ালে পয়দা করেছিল?

বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। আমি তোমাকে কোতল করব শয়তান। [তরবারি নিষ্কাসন]

[হেদায়েৎ যষ্টির আঘাতে তরবারি ভূপাতিত করিয়া
মহম্মদকে সেলাম ঠুকিয়া প্রস্থান করিল]

মহম্মদ। একি, বক্তিয়ার! তুমি? শোভনাল্লা! তাহলে পিথৌরা ভয়ে তোমায় মুক্তি দিয়েছে?

বক্তিয়ার। মুক্তি জাঁহাপনা! কাল প্রভাতেই আমাকে সে হত্যা করত। এক মুসলমান প্রহরীর সাহায্যে আমি পালিয়ে এসেছি। এই দশ দিন ওরা আমায় তিনবেলা কশাঘাত করেছে।

মহম্মদ। কশাঘাত করেছে মহম্মদ ঘোরীর মনসবদারকে?

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা, আমার জীবনে এমন অপমান আর কখনও হয়নি। তারা শুধু আমাকেই অপমান করেনি, অকথ্য ভাষায় আপনাকেও গাল দিয়েছে।

মহম্মদ। অপমান তোমার হয়নি, হয়েছে আমার। তোমার কশাঘাতের ঘা একদিন মিলিয়ে যাবে, কিন্তু আমার এ আঘাত মিলিয়ে যাবে শুধু সেইদিন—যেদিন দিল্লীর মসনদে বসে আমি বন্দী পৃথ্বীরাজের বিচার করব, আর তার চোখের সামনে মোল্লা এসে সংযুক্তার হাত আমার হাতে তুলে দেবে। তোমাকে না পাঠিয়ে দিল্লীর প্রাসাদে আমারই যাওয়া উচিত ছিল। তোমার সুলতানকে ক্ষমা কর মনসবদার।

বক্তিয়ার। বান্দাকে অপরাধী করবেন না জনাব।

মহম্মদ। এ অপমানের চরম প্রতিশোধ আমি নেব বক্তিয়ার। প্রস্তুত হও। আর তিনদিন পরে আমরা তিনদিক দিয়ে দিল্লী আক্রমণ করব।

মুসলমানের বেশে সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। তা ত করবেন হুজুর। কিন্তু দিল্লীর সৈন্যসামন্তের যে লেখাজোখা নেই।

বক্তিয়ার। তুমি কে?

সমর। আমি বছিরদ্দি সরদার। তামাম দিল্লীর যত মুসলমান

আমাকে মাতব্বর বলে মানে। আপনি এসেছেন শুনে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, সে আর কি বলব হুজুর? দিল্লীর মসনদে আপনার মত লোক না হলে কি মানায়?

মহম্মদ। আমি মসনদে বসব কে বললে তোমায়?

সমর। আমি সব জানি হুজুর। আমার বেয়াই পীর পয়জার আলি গুণতে জানে কিনা। তিনি আমাকে বলেছেন,—দেখ বছিবদ্দি মিঞা, জয়চাদ বল আর অরিমর্দন বল—সব চিনির বলদ; শুধু বস্তা বয়ে মরবে, শরবৎ আর খেতে হবে না। তা আপনি বেশ করেছেন। হেঁদু ব্যাটারা বোকা,—ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে যদি কাম হাঁসিল করতে পারেন, খোদাতালা আপনাকে বহুৎ দোয়া করবেন। কিন্তু—

বক্তিয়ার। কিন্তু কি?

সমর। বড় শক্ত ঠাঁই হুজুর। পৃথ্বীরাজ বড় সাংঘাতিক লোক, তার সঙ্গে কাঠখোট্টা বাপ্পটা আছে। এদের বউরাও নাকি কম যায় না হুজুর।

মহম্মদ। তারাও যুদ্ধ করবে নাকি?

সমর। তারাই ত বেশী ভয়ানক। শুনেছি নাকি ওদের নারীসেনা আছে।

বক্তিয়ার। ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব।

সমর। তা তুমি পারবে। তোমার ফুঁয়ের কথা শুনেছি বক্তিয়ার মিঞা। তুমিই ত ফুঁ দিয়ে রাণীকে উড়িয়ে আনতে গিয়েছিলে। শুধু রাণীকে আনলে হবে না। ওই সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বোনটাকেও আনা চাই।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজের বোন? খপসুরত?

সমর। পরী—পরী। কিন্তু স্বভাবটা বড় বেয়াড়া। সে বলেছে, —মহম্মদ ঘোরীর পিঠে আমি গুণে গুণে বিশ পয়জার মারব।

বক্তিয়ার। কি ?

সমর। আর ওর বিবিগুলোকে এনে আমার পা টেপাব।

বক্তিয়ার। চোপরাও কমবক্ত্।

সমর। পালান হুজুর, পালান। বিশ ত্রিশ হাজার সৈন্যে হবে না, লাখখানেক নিয়ে আসুন। নইলে দিল্লী থেকে আর আপনাকে ফিরে যেতে হবে না। ভাল চান ত রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে যান। নইলে আপনিও যাবেন, আপনার এইসব কুকুর বেড়ালও যাবে।

বক্তিয়ার। কে তুমি বেয়াদব ? [অনুধাবন]

সমর। বেয়াদব মহারাণা সমর সিংহ। [হাত ছাড়াইয়া তরবারি নিষ্কাসন]

মহম্মদ। কোতল কর।

সমর। বস। আক্রমণের অবসর তোমাদের আমি দেব না মহম্মদ ঘোরি। এই মুহূর্তে আমি তোমার শিবির আক্রমণ করলুম। শুনে পৃথী ভাববে, জয়চাঁদের শিবির আক্রমণ করতে স্বয়ং পৃথ্বীরাজ এগিয়ে গেছেন।

[মহম্মদ ঘোরী ও বক্তিয়ারের সহিত সমর সিংহের যুদ্ধ ;
বক্তিয়ারের পলায়ন। মহম্মদ ঘোরী ও সমর সিংহের
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

নেপথ্যে কোলাহল—আগুন—আগুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

রূপচাঁদের প্রবেশ।

রূপচাঁদ। যাক, মহম্মদ ঘোরীর দফা এতক্ষণে রফা হয়ে গেছে। এবার এদের পালা। দেব নাকি শিবিরে আগুন লাগিয়ে? সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক। ভীরু কাপুরুষ দেশদ্রোহীর দল।

পূর্ণিমার প্রবেশ।

পূর্ণিমা। এই যে রূপচাঁদ।

রূপচাঁদ। একি! মা? তুমি এখানে কেন মা?

পূর্ণিমা। তোমার খোঁজেই এসেছি পুত্র। তোমাকে একটা কথা বলবার জন্যে কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। তোমার দেখা আর পেলুম না। তাই এখানে এলুম।

রূপচাঁদ। ফিরে যাও মা, ফিরে যাও। পিতা তোমাকে দেখতে পেলে অনর্থ হবে।

পূর্ণিমা। হক; সাগরে শয্যা পেতেছি, শিশির বিন্দুর ভয় করি না। কিন্তু তুমি এখানে কেন পুত্র?

রূপচাঁদ। বুঝতেই ত পাচ্ছ মা, পিতাকে সাহায্য করতে এসেছি।

পূর্ণিমা। তুমি কি শুধু পিতারই পুত্র, মায়ের কেউ নও? তোমার পিতা কি তোমাকে দশমাস দশ দিন তিল তিল করে নিজের খাদ্য থেকে রস নিংড়ে খাইয়েছিলেন? নিজের আশা

আকাঙ্ক্ষা আদর্শ দিয়ে একটা রক্তপিণ্ডকে তিনিই কি মানুষের আকার দিয়েছিলেন ?

রূপচাঁদ। আসল কথাটা কি তাই বল।

পূর্ণিমা। মাতৃঋণ পরিশোধ কর রূপচাঁদ। আমি পাগল হয়ে ছুটে এসেছি। আমার কন্যা আমার স্বামীর হাতে বিপন্ন, তুমি তার সহায় হও। তিনশক্তির বিরুদ্ধে হয়ত তারা চূর্ণ হয়ে যাবে, তবু সংযুক্তা জানুক যে তার পিতৃকুলে অন্ততঃ একজন তার সহায় আছে।

রূপচাঁদ। কথাটা ত মন্দ নয়। সহোদর ভাই তার ঘরে আগুন দিতে চায়, আর আমি যাব জল ঢালতে !

পূর্ণিমা। সে কুলাঙ্গার।

রূপচাঁদ। আমি আরও কুলাঙ্গার।

পূর্ণিমা। আমার কথা শুনবে না তুমি ?

রূপচাঁদ। না। পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ মহাপাপ।

পূর্ণিমা। পিতা যদি নরকে যায়, তুমিও যাবে মূর্খ ?

রূপচাঁদ। না যাব কেন ? শাস্ত্রে বলেছে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম।

পূর্ণিমা। শাস্ত্রে ত আরও বলেছে পুত্র—

রূপচাঁদ। যথা— ?

পূর্ণিমা। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়।

রূপচাঁদ। গাঁজা, স্রেফ গাঁজা। গার্গী মৈত্রেয়ী আর উভয়-ভারতী ছোট কল্কেতে বড় তামাক খেয়ে এই সব বাজে কথা বলে গেছে।

পূর্ণিমা। তুমি অতি অপদার্থ।

রূপচাঁদ। কথাটা কি আজ বুঝলে?

পূর্ণিমা। তুমি তাহলে তোমার পিতার পক্ষেই যুদ্ধ করবে, আর মহম্মদ ঘোরীর পদলেহন করবে?

রূপচাঁদ। কত বড় লোক জান? ভদ্রলোকের এক কাহন বিবি।

পূর্ণিমা। এ যে আমি ভাবতেই পাচ্ছি না।

রূপচাঁদ। কেন ভাবতে পাচ্ছ না জননি? পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত ছোটলোক। সে আমাদের মেবে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, আমাদের অমতে জোর করে সংযুক্তাকে বিবাহ করেছে।

পূর্ণিমা। তোমার কি তাতে কষ্ট হচ্ছে?

রূপচাঁদ। হবে না?

পূর্ণিমা। তবে যে শুনছি, তুমিই তাকে ডেকে এনেছিলে।

রূপচাঁদ। আমি ডেকে এনেছি? এ তুমি বলছ কি মা? দিল্লীর প্রাসাদ আমি চোখেই দেখিনি।

পূর্ণিমা। তুমি আমার গর্বের প্রাসাদ ধূলিসাৎ করলে পুত্র। আমি ভেবেছিলুম, আমার আদেশ সেদিনও তুমি অমান্য করনি আজও করবে না। তাহলে তুমিও তোমার পিতার মত দেশের সঙ্গে বেইমানিই করবে?

রূপচাঁদ। আরে দূর—দেশ! পত্তনরাজ কি বলেছেন জান? দেশ দেশ করে যারা মুখে রক্ত উঠে মরে, তাদের মত মূর্খ কেউ নেই। আমি ভেবে দেখলুম, পিতা বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। মেয়ে বল, জামাই বল, সব মায়া। তাদের মুখ চেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ যে নষ্ট করে, সে সংসারে বাস করবার অযোগ্য। শঙ্করাচার্য বলেছেন,—"কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র?"

পূর্ণিমা। থামো। আমি তোমার মুখে শাস্ত্রের কথা শুনতে আসিনি।

রূপচাঁদ। তবে চল, তোমাকে তোমার মেয়ের বাড়ীতে এগিয়ে দিই।

পূর্ণিমা। না। তোমার মত দেশদ্রোহীর সাহায্য আমি চাই না। মন্ত্রিমশায় আমার সঙ্গে এসেছেন। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি যদি মরি, তুমি আমার মুখাগ্নি করো না।

রূপচাঁদ। আমি যদি মরি, তুমি কিন্তু আমার মুখাগ্নি করো।

পূর্ণিমা। আশীর্বাদ করি, মরতে যেন তোমার সাহস হয়। আমার সোনার ভারতের শুভ্র পতাকায় যারা আজ কলংকের পংক লেপন করেছে, তাদের আগেই তোমার যেন মৃত্যু হয়।

[প্রস্থান।

রূপচাঁদ। মরতে ত হবেই। পিতা যেভাবে তেলিয়ে উঠেছেন, তাতে কাউকে বাঁচতে হবে না। মরবই যখন, শুধু শুধু মরব কেন? হাজার পাঁচেক কনোজের সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যাই। স্বর্গে গিয়ে যুদ্ধ করব।

গোকুলচাঁদের প্রবেশ।

গোকুল। কোথা থেকে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ আসছে? দূরে আকাশটা এমন মাঝে মাঝে লাল হয়ে উঠছে কেন? পিতা, পিতা,—

রূপচাঁদ। বুড়ো মানুষ ঘুমুচ্ছেন, কেন জাগাচ্ছ?

গোকুল। কে এখানে? মহামান্য যুবরাজ?

রূপচাঁদ। হ্যাঁ রাজকুমার।

গোকুল। তুমি এখানে কেন এসেছ?

রূপচাঁদ। যে জন্যে তোমরা এসেছ।

গোকুল। আমরা এসেছি যুদ্ধ করতে।

রূপচাঁদ। আমি এসেছি লড়াই করতে।

জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। আমার বিরুদ্ধে?

রূপচাঁদ। কেন আমায় অপরাধী কচ্ছেন পিতা? আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আমি? আমি কি জানি না, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম ইত্যাদি?

জয়চাঁদ। কথাটা তোমার মাকে বলনি ত?

রূপচাঁদ। মা মরুক। তারই আদেশে আমি দিল্লীর প্রাসাদে গিয়েছিলুম।

গোকুল। কেন?

জয়চাঁদ। ক্ষমা চাইতে বোধহয়?

রূপচাঁদ। ছি-ছি, এ আপনি কি বলছেন পিতা? আমি পৃথ্বীরাজকে বলতে গিয়েছিলুম—রাজ্যের অর্ধাংশ ছেড়ে দিয়ে পিতার সঙ্গে সন্ধি করুন মশাই। ভেবে দেখুন, দিল্লীর সিংহাসন পিতারই প্রাপ্য।

জয়চাঁদ। বটে?

গোকুল। কি বললেন মহামান্য সম্রাট?

রূপচাঁদ। দেখা হল না তার সঙ্গে।

জয়চাঁদ। রাণীর সঙ্গে দেখা হল?

রূপচাঁদ। রাণীর কথা বলবেন না পিতা। আমি যদি তার সর্বনাশ না করি, তাহলে আমাকে কুকুর বলে ডাকবেন। তার আদেশে রাজকর্মচারীরা কশাঘাত করতে করতে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। [কণ্ঠ রুদ্ধ হইল]

জয়চাঁদ। কশাঘাত!

গোকুল। তোমাকে!

রূপচাঁদ। অপমানে দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি পিতা। আপনাদের কারও কিছু করতে হবে না। সৈন্য-চালনার অধিকার পেলে আমিই পৃথ্বীরাজকে চূর্ণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। গোকুল, তুমি পত্তনরাজের সঙ্গে মিলিত হও। পিতা, এইমাত্র মহম্মদ ঘোরীর দূত এসেছিল। মহম্মদ ঘোরী আপনাকে অবিলম্বে তার শিবিরে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি এখনি যান পিতা, কোন চিন্তা করবেন না। সংযুক্তাকে আমি পথে বসাব, তবে আমার নাম রূপচাঁদ।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। যাও গোকুল, নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও। বাঘের মাথা ভাঙবার জন্য সুপ্ত সিংহ জেগে উঠেছে। আর ভয় নেই।

গোকুল। আমার কিন্তু এবার সত্যি ভয় হচ্ছে পিতা। পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে দাদা? সূর্য কি তার পরও পূর্বদিকে উঠবে?

জয়চাঁদ। তোমার অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মন। আমি মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। তুমি সর্ব বিষয়ে রূপচাঁদের নির্দেশ মেনে চলবে।

গোকুল। দাদার নির্দেশে চলব আমি?

জয়চাঁদ। মান যাবে না যুবক। এ আমার আদেশ।

গোকুল। আদেশ শিরোধার্য পিতা। তবে—

জয়চাঁদ। তবে কি?

গোকুল। এ মায়ের ষড়যন্ত্র কিনা, ভেবে দেখলে ভাল হত পিতা।

জয়চাঁদ। ভেবে দেখেছি, তুমি যাও।

গোকুল। আর একটা কথা ছিল পিতা। যুদ্ধে যদি আমাদের জয় হয়, মহম্মদ ঘোরীকে আপনি যত পারেন ধনরত্ন দিন, কিন্তু কোন হিন্দু নারীর ছায়া স্পর্শ করতে দেবেন না। আমার মনে হচ্ছে, এই খলস্বভাব পাঠানের লক্ষ্য শুধু দিল্লীর ধনদৌলতের উপর নয়, আরও একটা লক্ষ্য আছে; সে রাণী সংযুক্তা।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। সব আশা তোমার পূর্ণ করব মহম্মদ ঘোরি। তুমি ঘোর ডালে ডালে, আমি ঘুরি পাতায় পাতায়। কে?

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। আমি পৃথ্বীরাজ।

জয়চাঁদ। মহামান্য দিল্লীশ্বর? এখানে কেন?

পৃথ্বীরাজ। আপনার কাছেই এসেছি মহারাজ। আপনার ইচ্ছায় হক আর অনিচ্ছায় হক, আমি যখন আপনার জামাতা, তখন আমার বিরুদ্ধে এ অভিযান আপনার সাজে না মহারাজ।

জয়চাঁদ। তোমার কাছে ত উপদেশ চাইনি।

পৃথ্বীরাজ। উপদেশ নয়, অনুরোধ; শুধু আমার নয়, সমগ্র হিন্দুসমাজের, সমগ্র ভারতের। আপনি ফিরে যান মহারাজ।

ইতিহাস পিতা পুত্রের যুদ্ধ দেখেছে, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি দেখেছে, কিন্তু শ্বশুর জামাইয়ের রক্তাক্ত সংঘর্ষ দেখেনি। বৃদ্ধ বয়সে এ বেগবতী লালসার খরপ্রবাহে অংগ ঢেলে দিয়ে ভারতের অকলংক ইতিহাসকে মসীময় করবেন না মহারাজ।

জয়চাঁদ। জামাতা! কে জামাতা? তুমি আমার কন্যা-অপহরণকারী দস্যু।

পৃথ্বীরাজ। তাও যদি হয়, তবু আমি হিন্দু, আপনার স্বজাতি। ভারতের কোটি কোটি অধিবাসী সম্রাট বলে আমায় স্বীকার করে নিয়েছে। সিংহাসনে আরোহণ করে আমি আজ পর্যন্ত একদিনও সুখে নিদ্রা যাইনি। ঈশ্বর জানেন,—ভারতবাসীর কল্যাণের চিন্তা আমার মুখের আহার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এক বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় এই কলহপরায়ণ জাতির মধ্যে একটুখানি শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। আমি এই ভারতের মাটিতে নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করব, ভীরু অকর্মণ্য মানুষগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করে একটা মহাজাতি গঠন করব। আমার এ স্বপ্ন ব্যর্থ করবেন না মহারাজ।

জয়চাঁদ। যাও যাও, বেরিয়ে যাও তুমি, যদি প্রাণের মায়া থাকে।

পৃথ্বীরাজ। আপনি ত শিশু নন মহারাজ। নিজের চোখে আপনি দেখেছেন, ভারতের মধুচক্রের লোভে কত দস্যু বারবার এসে হানা দিয়েছে। যারা এমনি করে আমাদের দেবতাকে নিরাভরণ করেছে, আমাদের দেশবাসীর রক্তে নদী বইয়ে দিয়েছে, কেন আপনি তাদের আদর করে ডেকে এনেছেন মহারাজ? স্মরণাতীত কাল থেকে যে সিংহাসনে হিন্দুরা বসে রাজ্যশাসন

করেছে, সে সিংহাসনে বিদেশী বিধর্মীকে অধিষ্ঠিত দেখতে এতই কি আপনার সাধ? হিন্দু সম্রাট আপনাকে সোনার তরবারি দিয়েছে, মুসলমান বাদশা কি আপনার মাথায় হীরার ছত্র ধরবে।

জয়চাঁদ। তা নয় মূর্খ। দিল্লীর সিংহাসন আমারই প্রাপ্য, আমিই তা অধিকার করব।

পৃথ্বীরাজ। তার জন্য মহম্মদ ঘোরীকে ডেকে এনেছেন কেন মহারাজ? আমার কাছে চাইলে সিংহাসনটা কি আমি আপনাকে দিতে পারতুম না?

জয়চাঁদ। তুমি!

পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ, আমি। বৃদ্ধ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনের লোভ আপনার থাকতে পারে, কিন্তু এ যৌবনেও আমার সে লোভ নেই। আপনি শপথ করুন, আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই লোভী প্রবঞ্চক মহম্মদ ঘোরীকে ভারতের মাটি থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন,—আমি এই মুহূর্তে আপনাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করে দিল্লীর সাম্রাজ্য দান করব।

জয়চাঁদ। বড় দাতা হয়েছ তুমি—ভীরু কাপুরুষ!

পৃথ্বীরাজ। মহারাজ!

জয়চাঁদ। শত্রুর রণসজ্জা দেখে ভয়ে যার মুখ শুকিয়ে যায়, তাকে আমি পশু বলে মনে করি।

পৃথ্বীরাজ। পশুর হাত থেকে মানুষ আপনি দিল্লীর রাজ্য-ভার গ্রহণ করুন, আমি আমার স্ত্রীর হাত ধরে পর্ণকুটিরে গিয়ে আশ্রয় নিই। আর যদি আমাকে আপনার প্রয়োজন হয়, আপনার অধীনে একটা সামান্য সৈনিকের পদ গ্রহণ করতেও আমার আপত্তি নেই। শুধু আমার অনুরোধ, দোহাই মহারাজ,

হিন্দু আপনি, লোভের বশে ভারতের মাটি থেকে হিন্দু রাজত্বের উচ্ছেদ করবেন না। পিতৃপুরুষেরা আপনাকে অভিশাপ দেবে।

জয়চাঁদ। দিক।

পৃথ্বীরাজ। অনন্ত ভবিষ্যৎ আপনার নামে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করবে।

জয়চাঁদ। করুক।

পৃথ্বীরাজ। কোন প্রয়োজন নেই। ভূর্জপত্র দিন, মস্যাধার লেখনী আনতে বলুন, আমি রাজ্যটা আপনাকে দান করে যাচ্ছি।

জয়চাঁদ। আমি ভিক্ষুক নই, তোমার মত পশুর হাত থেকে আমি দান গ্রহণ করি না।

পৃথ্বীরাজ। স্বজাতি স্বধর্মী পরমাত্মীয়ের শ্রদ্ধার দান নিতে এত আপনার ঘৃণা,—আর বিদেশী বিধর্মীর পদলেহন করতে ঘৃণা হয় না?

জয়চাঁদ। রসনা সংযত কর নির্বোধ।

পৃথ্বীরাজ। আপনি মনে করেছেন, যুদ্ধে যদি জয়লাভ হয়, মহম্মদ ঘোরী আপনাকে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে শুধু ধন্যবাদ নিয়ে ফিরে যাবে? দুষ্টা সরস্বতী যাকে আশ্রয় করে, তার এমনি বুদ্ধিভ্রংশই হয়। বহুদিন আপনার ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করেছি। নিজে রাজস্ব দেননি, অন্যান্য রাজাদেরও রাজস্ব বন্ধ করতে উত্তেজিত করেছেন। যার করদ রাজা আপনি, তাকে অপমানিত করতে আপনার বিবেকবুদ্ধিতে বাধেনি, দিল্লীশ্বরীকে কারারুদ্ধ করবার চেষ্টাও আপনি করেছিলেন। আপনার মত দুষ্ট গ্রহকে আর আমি ভারতের মাটি কলুষিত করতে দেব না।
[বংশিধ্বনি]

নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় মহারাজ পৃথ্বীরাজের জয়।

জয়চাঁদ। একি! অতর্কিতে তোমার সৈন্যগণ শিবির আক্রমণ করেছে? সৈন্যগণ, আক্রমণ কর। [প্রস্থানোদ্যোগ]

পৃথ্বীরাজ। ওদিকে নয় মহারাজ, আপনার স্থান যমালয়ে।

[উভয়ের যুদ্ধ কবিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। দাদু, ও দাদু,—দূর বুড়ো, যমেও কি মড়া চোখে দেখে না? নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আর এদিকে সব মেবে তক্তা বানিয়ে দিলে। ও দাদু,—

অরিমর্দনের প্রবেশ।

অরিমর্দন। কে? মোহিনী? তুই এখানে এলি কি জন্যে?

মোহিনী। আমি না এলে তোমার মুখে আগুন দেবে কে?

অরিমর্দন। অলক্ষুণে কথা বলিসনি। আজ বাদে কাল যুদ্ধ, সে খেয়াল আছে?

মোহিনী। খুব আছে। আর যুদ্ধ করতে হবে না, এখন বাড়ী চল।

অরিমর্দন। বাড়ী যাব? তুই বলিস কি? দিল্লী জয় না করেই ফিরে যাব?

মোহিনী। দিল্লী জয় করবে তোমরা?

অরিমর্দন। করে বসে আছি। দেখছিস না, তিনজনে তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছি। কাল রাত্রে এক সঙ্গে আক্রমণ করব। পৃথ্বীরাজকে আমি নিজের হাতে তামাককাটা করব। তার আগে, সে আমায় একটা চাঁটি মেরেছে, আমি তাকে দশটা চাঁটি মারব।

মোহিনী। আর সংযুক্তা যে দাঁত ভেঙেছে তার কি করবে?

অরিমর্দন। বার বার মিছে কথা বললে ভাল হবে না বলছি। সংযুক্তাকে আমি চুলের মুঠি ধরে পত্তনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে—

মোহিনী। নিকে করবে? এখনও তুমি সংযুক্তার কথা ভুলতে পারনি?

অরিমর্দন। সে কি ভোলবার জিনিষ? কি রং আর কি আঁটসাঁট গড়ন! বরাতে হল না; কি ছানাই বেরালে খেলে! যা তুই, যা; কার সঙ্গে এলি চুলোমুখি? পালা শীগগির। কাল থেকে ভয়ংকর কাণ্ড হবে! যে কেউ আমার সামনে পড়বে, তাকে আমি চোখের পলকে কেটে দুখানা করব, আপন পর বাছব না, ছেলে বুড়ো বিচার করব না, ধরব আর কচুকাটা করব।

মোহিনী। কাকে কচুকাটা করবে মড়া? এদিকে যে সব ফরসা হয়ে এল। দেখতে পাচ্ছ না, দক্ষিণে আর পশ্চিমে আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে?

অরিমর্দন। তাইত রে মোহিনি, এর অর্থ কি?

মোহিনী। গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

অরিমর্দন। তাও ত পাচ্ছি। কিন্তু—

মোহিনী। আর কিন্তুতে কাজ নেই। বেরিয়ে এস। মহম্মদ ঘোরীর দফা গয়া!

অরিমর্দন। অ্যাঁ!

মোহিনী। অ্যাঁ কি? রাণা সমর সিংহ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তার শিবির ঘিরে ফেলেছে। সৈন্যগুলো মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। অনেকেরই আর হুঁস হয়নি। যারা রাস্তায় ফুরফুরে হাওয়ায় শুয়ে খোয়াব দেখছিল, তারাই শুধু যুদ্ধ কচ্ছে আর আল্লার নাম করে মরছে।

অরিমর্দন। মহম্মদ ঘোরী কোথায়?

মোহিনী। রাণার হাতে মার খেয়ে সে সৈন্যদের ফেলে গা-ঢাকা দিয়েছে।

অরিমর্দন। নেই মাংতা ঘোরী আর ঘোড়া। আমি আর জয়চাঁদ যখন আছি, তখন পৃথ্বীরাজের হয়ে গেল।

মোহিনী। দূর বুড়ো, কোথায় জয়চাঁদ? জয়চাঁদকে বেঁধে রাজবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে।

অরিমর্দন। অ্যাঁ! জয়চাঁদকে বেঁধেছে? কে বাঁধলে হতভাগা মেয়ে? কিলিয়ে তোর মাথা ভাঙব।

মোহিনী। আমাকে খিঁচুচ্ছ কেন? আমি বেঁধেছি নাকি? বেঁধেছে তার জামাই পৃথ্বীরাজ।

অরিমর্দন। তুই মিছে কথা বলছিস। তুই শয়তানী। তুই দিল্লীর গুপ্তচর, ঘুস খেয়ে শত্রু ভাগাতে এসেছিস।

মোহিনী। তোমার গুষ্টীর মাথা করেছি।

অরিমর্দন। অতগুলো সৈন্য-সামন্ত যার, তাকে বাঁধবে ওই ফচকে ছোঁড়া পৃথ্বীরাজ না পিথোরা? একথা বলবার আগে তোর মরণ হল না কেন?

মোহিনী। তোমার মরণ হল না কেন যমের অরুচি? সৈন্য-সামন্ত! সৈন্য-সামন্ত আদ্ধেক মরেছে, আর আদ্ধেক পালিয়েছে। কে যে কাকে মারলে, তা কেউ জানে না। রাজার ছোট ছেলেটা ঘেয়ো কুত্তার মত ছুটোছুটি কচ্ছে, আর বড়টা গালে হাত দিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে বলছে, —ধর্মে সইবে না।

অরিমর্দন। সেনাপতিকে ডাক, সেনাপতিকে ডাক।

মোহিনী। কোথায় তোমার সেনাপতি? সে এতক্ষণ হাওয়া।

অরিমর্দন। কি? আমাকে না বলে আমার সেনাপতি হাওয়া? গর্দান নেব।

মোহিনী। তুমি নিজের গর্দান সামলাও। ওরা এদিকেই আসছে।

অরিমর্দন। আসুক না, ধরব আর মাথা নেব। কিন্তু আমার যে জ্বর আসছে রে মোহিনি। এখন উপায়?

মোহিনী। উপায় ভগবান।

অরিমর্দন। ভগবানের ওলাউঠো হক।

মোহিনী। কখন থেকে বলছি পালিয়ে এস, তুমি গা-ই করলে না। এতক্ষণে ওরা শিবির ঘিরে ফেলেছে; আর ত পালাবারও পথ নেই।

অরিমর্দন। মো-মো-মোহিনি!

মোহিনী। আর মোহিনী। তোমার হয়ে গেল। এ পৃথ্বীরাজ

নয় যে দয়া করে বুড়ো বলে ছেড়ে দেবে। রাণী সংযুক্তা আসছে সৈন্যসামন্ত নিয়ে। শুনছি তোমাকে নাকি শূলে দেবে।

অরিমর্দন। ওরে, জ্বরের সঙ্গে যে কম্প এল। হি-হি-হি। তোকে এতসব কথা কে বললে হতভাগা মেয়ে? হি-হি-হি।

মোহিনী। বললে জয়চাঁদের মন্ত্রী।

অরিমর্দন। স্পষ্ট বললে শূলে দেবে?

মোহিনী। শূলে বসিয়ে কুকুর লেলিয়ে দেবে।

অরিমর্দন। সে যে আরও বিশ্রী হবে। তুই দাঁড়া, আমি ভাল করে সেজে আসি।

মোহিনী। তার চেয়ে তুমি দাঁড়াও, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান।

অরিমর্দন। ওরে, ও মো-মো-মোহিনি। ওরে, আমার যে আরও কম্প এল। হি-হি-হি।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় সম্রাট পৃথ্বীরাজের জয়]

সঙ্গে সঙ্গে রণসজ্জায় সজ্জিত সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। অস্ত্র নাও পত্তনরাজ। হয় আমাকে বধ করে তুমি দিল্লীর প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাও, না হয় তোমাকে বধ করে আমি ভারতের মাটি থেকে একটা দুষ্ট কণ্টক উপড়ে ফেলে দেব।

অরিমর্দন। যা তা বলো না, আমার আর সয় না।

সংযুক্তা। কি সয় না?

অরিমর্দন। একে কম্পের শরীর, তার উপর তুমি এসে—হি-হি-হি—চোখের উপর—হি-হি-হি—এমনি সর্বাঙ্গ বিকশিত করে

দাঁড়ালে—এ জ্বালা কেউ সইতে পারে? একে কম্পজ্বর, তার উপর প্রেমজ্বর।

সংযুক্তা। কি বলছ তুমি?

অরিমর্দন। বলছি, কি ছানাই বেড়ালে খেলে! হি-হি-হি, যার কপালে যা। আমার গেল দাঁত, আর একজনের বাজি মাৎ।

সংযুক্তা। অস্ত্র নাও পাষণ্ড।

অরিমর্দন। অ্যাঁ! অস্ত্র নেব কি? তুমি আগে সেনাপতির সঙ্গে বোঝাপড়া কর। সে হেরে গেলে তবে ত আমার সঙ্গে লড়বে।

সংযুক্তা। এত যার ভয়, সে যুদ্ধ করতে আসবে কেন? মহারাজ জয়চাঁদের রাগের কারণ হয়ত থাকতে পারে। বিদেশী বিধর্মী রাজ্যলোভী মহম্মদ ঘোরীর হিন্দু রাজার উপর বিদ্বেষ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার এ অভিযানের কি কারণ ছিল বুদ্ধ?

অরিমর্দন। সে কথা তুমি কি করে বুঝবে? সে শুধু আমি জানি, আর জানে আমার অন্তরাত্মা।

সংযুক্তা। অন্তরাত্মা আছে তোমার?

অরিমর্দন। না, সব শুধু তোমারই আছে।

কি আর বলিব দেবি?
কম্পজ্বরে আড়ষ্ট রসনা,
হে পাষাণি রণচণ্ডি,
হতে যদি ব্যাটাছেলে,
প্রাণ যদি সঁপে দিতে
কারও রাঙা পায়,

স্বয়ম্বর-সভা হতে
লাঞ্ছিত মর্দিত হয়ে
চাঁটি খেয়ে ফিরিতে যদ্যপি গৃহে,
তাহলে বুঝিতে মোর
অন্তরের নিদারুণ জ্বালা।

সংযুক্তা। আমি তোমার প্রলাপ শুনতে আসিনি। অস্ত্র নেবে ত নাও, নইলে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

অরিমর্দন। সবুর। অস্ত্র নিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কম্পজ্বর হয়ে আমি অবলা হয়ে পড়েছি।

সংযুক্তা। তবে যমালয়ে যাও।

অরিমর্দন। এই কি ধর্ম হল? আজ আমার ত্রয়োদশীর ব্রত, নারী ছুঁতে নেই, নইলে তোমায় ভাল করে দেখিয়ে দিতুম—

সংযুক্তা। পাষণ্ড, দেশদ্রোহি, বেইমান,—

অরিমর্দন। তবে রে রাণীর নিকুচি করেছে! আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন। [উভয়ের যুদ্ধ] ওরে বাবা, একি মেয়েছেলে রে বাবা!—এই, ও কি হচ্ছে—যেখানে সেখানে মারবে না বলে দিচ্ছি—রণনীতি লঙ্ঘন করো না।

রূপচাঁদের প্রবেশ।

রূপচাঁদ। রণনীতিটা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি যাও রাণি, ঘরে ফিরে যাও।

সংযুক্তা। কে? দাদা? দেশদ্রোহীর এ মারণযজ্ঞে তুমিও আহুতি দিতে এসেছ?

রূপচাঁদ। কথার সময় নেই। মহম্মদ ঘোরী অন্ধকারে হয়ত

ওৎ পেতে আছে। প্রাসাদে যাও রাণি, প্রাসাদে যাও। পিতা বন্দী, কিন্তু—

সংযুক্তা। পিতা বন্দী!

রূপচাঁদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্রাট তাকে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্রাট প্রাসাদে ফিরে যাবার আগেই তুমি গিয়ে তার বিচার কর।

সংযুক্তা। বিচার করব, এমন বিচার করব, যেন দেশের সঙ্গে বেইমানি করতে আর কেউ কখনও সাহস না করে।

[প্রস্থান।

রূপচাঁদ। যুদ্ধের সাধ মিটেছে পত্তনরাজ?

অরিমর্দন। কই আর মিটল? হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর এল।

রূপচাঁদ। তোমাকে না বলেছিলুম, যুদ্ধ করতে এলে আমিই তোমার মাথাটা নামিয়ে দেব?

অরিমর্দন। তা ত বলেছিলে। কিন্তু তোমার পিতা যে বললে, যুদ্ধে না গেলে মাথা নামিয়ে দেব। একটা মাথা, কজনকে নামাতে দেব? আমার ত ইচ্ছেই ছিল না, মোহিনী বললে,— তোমাকে যেতেই হবে। তাইত এলুম। এসেই কম্পজ্বর। আমি এখন বিশ্রাম করতে চললুম।

রূপচাঁদ। যমের বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর। [তরবারি নিষ্কাসন]

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। থামো। ছোটলোক, ইতর, গুণ্ডা। নিজেদের অতগুলো সৈন্যের মাথা খেয়ে সাধ মেটেনি? আবার আমাদের

মাথা খেতে এসেছ? বেরিয়ে যাও, নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব। ~~আয়, তু—তু—~~[অরিমর্দনকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল ও পলাইতে ইঙ্গিত করিল]

রূপচাঁদ। তোমার মাথাটা'ও গেল দেখছি।

মোহিনী। ওঃ—ভারী বীরপুরুষ! অতগুলো সৈন্যকে পৃথ্বীরাজ মেরে সাবাড় করে দিলে, আর তুমি নিজে ত তলোয়ার ধরতে পারলেই না, উপরন্তু ছোট ভাইটাকেও পাকে-চক্রে দূর করে দিলে।

[অরিমর্দনের পলায়ন।

রূপচাঁদ। দিলুম?

মোহিনী। দিলে না? আমি দেখিনি? গালে হাত দিয়ে বসে কে বলছিল,—"ধর্মে সইবে না, এ রকম মার ধর্মে সইবে না?" আবার এসেছে আমার দাদুর মাথা নিতে।

রূপচাঁদ। তোমার দাদুকে আমি—যাঃ।

মোহিনী। [ভ্যাঙাইয়া] যাঃ। মহম্মদ ঘোরী যে রাণীর পেছু নিয়েছে; সেদিকে খেয়াল আছে?

রূপচাঁদ। কি?

মোহিনী। কি আবার? এতক্ষণে সংযুক্তা বিযুক্তা হয়ে গেছে। আমি যে তাকে দেখে এলুম। এই এতবড় দাড়ি।

রূপচাঁদ। একথা সত্য?

মোহিনী। যাও যাও, ছোট। আগে বোনটাকে রক্ষে কর। দাদুর মাথা আমি নিয়ে আসছি।

রূপচাঁদ। আমি যাচ্ছি মোহিনি। মহম্মদ ঘোরীর ছায়া যদি আমি দেখতে পাই, তাহলে তাকে দিল্লীর মাটিতেই সমাধি দেব। তারপর করব তোমাদের ব্যবস্থা। [প্রস্থান।

মোহিনী। দুর্গা দুর্গা। এ যাত্রা ত ফাঁড়া কাটল, এর পর যা হয় হবে। ও দাদু, দাদু,—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ-অঙ্গন

শৃঙ্খলিত জয়চাঁদকে টানিয়া লইয়া হেদায়েতের প্রবেশ।

হেদায়েৎ। চলে এস তালুই, চলে এস। কিচ্ছু শরম করো না; এ তোমার নিজের বাড়ী,—যত খুশী খাও দাও, ফেল ছড়াও, কেউ টুঁ শব্দ করবে না। তুমি হচ্ছ রাজার শ্বশুর, রাণীর বাপ, তোমার সাত খুন মাফ।

জয়চাঁদ। চোপরাও বেয়াদব।

হেদায়েৎ। ওঃ—চোরের বড় গলা। হেঁদু হয়ে হেঁদুর সর্বনাশের আয়োজন করেছ, মেয়ের ঘরে সিঁধ কাটতে এয়েছ, তুমি বড় গলা করবে না ত করবে কে? একটা সত্যি কথা বলবে তালুই?

জয়চাঁদ। কি কথা?

হেদায়েৎ। তোমার বাপ কি হেঁদু ছেল না মোছলমান ছেল?

জয়চাঁদ। আমি তোর জিভটা টেনে উপড়ে ফেলব।

হেদায়েৎ। ওপড়াও না! এস। কি বলব? তুমি রাণীমার

বাপ,—হাজার হলেও গুরুজন, অচ্ছেদ্দা তোমায় করতে পারিনে। নইলে চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলে নিতুম।

জয়চাঁদ। জয়চাঁদ এখনও মরেনি নফর। একবার যুদ্ধে হেরেছি বলে মনে করিসনি যে এখানেই আমি ক্ষান্ত হব।

হেদায়েৎ। ফের আসবে, কেমন? আহা, তা আর আসবে না? উঁই দেখেছ, উঁই? ব্যাটাদের পাখা গজালে কেবলি আগুনের ধারে ঘুরঘুর করে; যতক্ষণ না পুড়বে, ততক্ষণ শান্তি নেই। তবে তোমার ভাবনা নেই তালুই। দিদিকে ডাকছি, তোমাকে একেবারে খাটিয়ায় তুলে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে।

জয়চাঁদ। কে তোর দিদি?

হেদায়েৎ। রাণাসাহেবের পরিবার। রাণা সাহেবকে মনে নেই? সেই যে তোমার মেয়ের বিয়ের সময় তোমায় ফেলে ধোলাই দিয়েছিল। তোমার সে কলিজার দোস্ত পত্তনরাজটা কোথায় গেল? তাকে পেলে ত বেশ হত, দুটোকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে জমিন চাষ করাতুম।

জয়চাঁদ। হুঁসিয়ার বাচাল।

হেদায়েৎ। মহম্মদ ঘোরীর শানকি চাটতে কেমন লাগল তালুই? হেঁদু জামাইয়ের রাজভোগের চেয়ে মোছলমান দোস্তের মুর্গির ঠ্যাং কি বেশী ভাল?

জয়চাঁদ। মনে রাখিস নফর, আমি এ অসম্মানের কড়ায় গণ্ডায় শোধ নেব।

হেদায়েৎ। সম্মান! সমান চাও তুমি ব্যাটা বেইমান? দাঁড়াও, ব্যবস্থা কচ্ছি। ও দিদি, দিদি, শীগগির এস, তালুই এয়েছে। শাঁখ বাজাও, উলু দাও।

পৃথার প্রবেশ।

পৃথা। কি রে হেদায়েৎ?

হেদায়েৎ। আরে দূর, তুমি থাক কোথায়? কতক্ষণ ধরে ডাক পাড়ছি, তোমার দেখাই নেই! ডাক ডাক, সবাইকে ডাক; শাঁখ কই, ঢাক কই, নাচুনীরা কম্‌নে গেল? তালুই এয়েছে, তালুই; ভাল করে খেদমৎ কর, আর যেন কোনদিন মেয়ের ঘরে সিঁধ কাটতে না আসে।   [প্রস্থান।

পৃথা। একি! মহারাজ জয়চাঁদ, আপনার হাতে শৃঙ্খল? এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু কে আপনাকে বন্দী করলে রাজা?

জয়চাঁদ। জেনে শুনে ছলনা কচ্ছ কেন? বন্দী করেছে ধূর্ত চক্রী পৃথ্বীরাজ।

পৃথা। সে কি মহারাজ? এতবড় বীর আপনি, আপনাকে বন্দী করলে অপোগণ্ড যুবক পৃথ্বীরাজ? আপনার হাতে অস্ত্র ছিল না? তার হাত দুটো আপনি সমূলে ছেদন করতে পারলেন না? পেট পূরে মুর্গীর মাংস ভক্ষণ করে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিলেন বুঝি?

জয়চাঁদ। পৃথা!

পৃথা। আপনার সেই ষণ্ডামর্ক পুত্র দুটি কোথায় ছিল? তারা কি আছে না মরেছে?

জয়চাঁদ। তুমি নির্বংশ হও। নিশীথ রাত্রে চোরের মত অতর্কিতে শত্রুশিবির আক্রমণ করতে যে পারে, তার ভগ্নীর মাথা নীচু করে থাকবার কথা।

পৃথা। আর আপনার মাথাটা উঁচু করে থাকবার কথা! কন্যাকে ভারতের সম্রাজ্ঞীর আসনে দেখে যার চোখে জ্বালা ধরে যায়, বিনা কারণে স্বজাতি স্বধর্মী পুত্রসম জামাতার সম্পদ লুণ্ঠন করতে যে দলবল নিয়ে এগিয়ে আসে, ঘরের সম্পদ চোরের মাথায় তুলে দেবার জন্যে যার চোখে ঘুম নেই, তার মাথা উঁচু হবে না ত হবে কার? ভীরু, কাপুরুষ, ঘরভেদি বিভীষণ,—

জয়চাঁদ। নারি!

পৃথা। একই রাজপ্রাসাদের মধ্যে তুমি আমি আর পৃথ্বীরাজ দীর্ঘদিন এক সঙ্গে বাস করেছি। তোমার রাজ্যাভিষেকের সময় আমরা দুই ভাইবোন সাত রাত্রি নিদ্রা যাইনি। তখন যদি জানতুম যে তুমি একদিন দেশের সঙ্গে বেইমানি করবে, তাহলে তোমার পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতুম।

জয়চাঁদ। আমি যদি জানতুম যে, একদিন তোমার ভাই বসবে আমার প্রাপ্য সিংহাসনে, আর জোর করে ছিনিয়ে আনবে আমারই কন্যাকে, তাহলে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে যমুনায় ভাসিয়ে দিতুম।

সমর সিংহের প্রবেশ।

সমর। সে আশা ইহজীবনে আর পূর্ণ হবে না মহারাজ। শুনেছেন বোধহয়, আপনার পরম বন্ধু মহম্মদ ঘোরী ক্ষতবিক্ষত দেহে অর্ধেক সৈন্য নিয়ে গজনীতে ফিরে গেছে, বাকী অর্ধেক সৈন্যের মৃতদেহ নিয়ে শেয়ালকুকুরে টানাটানি কচ্ছে?

জয়চাঁদ। পত্তনরাজের সৈন্যগুলো এখনও মরেনি।

সমর। মরেনি, তবে দিল্লীর ত্রিসীমানায়ও আর তারা কেউ

নেই। পত্তনরাজের যদি কিছুমাত্র লজ্জা থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আর দিল্লীর দিকে পা বাড়াবে না।

পৃথা। এখন তুমি কি করবে রাজা?

জয়চাঁদ। যা কচ্ছি, তাই করব।

সমর। হাতে শৃঙ্খল নিয়ে আর একবার যুদ্ধ করবেন?

পৃথা। বীরপুরুষ বটে। কি করব তোমাকে শয়তান, আমি ভেবে উঠতে পাচ্ছি না। পৃথ্বীরাজ রাজধানীতে ফিরে আসবার আগেই আমরা তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেব।

জয়চাঁদ। মৃত্যুভয় করবে তোমরা। জয়চাঁদ মৃত্যুর ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করে না। মরে গেলেও আবার আসব আমি, এ জন্মে না হয় পরজন্মে আমি এ শাঠ্যের প্রতিশোধ নেব।

পৃথা। দেখছ কি? শিরশ্ছেদ কর। তারপর পৃথ্বীরাজ এসে আমাদের মাথা নেয় নেবে।

সমর। মহারাজ জয়চাঁদ, আমার একটা কথা ছিল।

জয়চাঁদ। যাও যাও, তোমাদের কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমি বন্দী, যা সাধ্য থাকে কর।

সমর। মহারাজ জয়চাঁদ, মোহের বশে আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, দেশের দশের নিজের কি সর্বনাশ আপনি করতে এসেছিলেন। আরও ভেবে দেখুন রাজা, পৃথ্বীরাজের যদি অমঙ্গল হয়, তাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হবে আপনার। যা করেছেন করেছেন, এবার আপনি এ পথ ত্যাগ করুন মহারাজ। আসুন আমরা সবাই মিলে এই মহান যুবক পৃথ্বীরাজের বাহুতে শক্তি সঞ্চার করি। ভারত যদি ফলে ফুলে দধি দুগ্ধে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, পৃথ্বীরাজ একা তা ভোগ করবে না, আমরাও হব তার সমান অংশীদার।

জয়চাঁদ। যাও যাও, আমার কন্যার অপহরণকারী দস্যুর সঙ্গে আমার কোন সন্ধি কখনও হবে না।

পৃথা। মুখের কথায় হবে না রাণা, তরবারি তোল, মৃত্যু ছাড়া এর পথ নেই।

সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। দেরী কচ্ছ কেন দিদি, দেরী কচ্ছ কেন? আমার কথা ভাবছ? এখনও কি আমায় চিনতে পারনি? এ ত বৃদ্ধ পিতা, কখনও যার কাছে স্নেহের স্পর্শ পাইনি। আমার যদি পুত্র থাকত, আর সে যদি এমনি করে দেশের সঙ্গে বেইমানি করত, আমি তাকে বুকের উপর রেখে ছুরি বিঁধিয়ে দিতুম।

সমর। রাণি,—

সংযুক্তা। মুখের দিকে চেয়ে কি বুকের ভাষা পাঠ করছেন মহারাণা? জানেন কি আপনি,—বিবাহের পর দিল্লীতে যখন আসি, এই স্নেহময় পিতাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইলুম। পিতা কি বললেন জানেন?—আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, তুমি বিধবা হও।

সমর ও পৃথা। মহারাজ!

পৃথা। একথা সত্য?

জয়চাঁদ। হ্যাঁ, সত্য। আবারও আমি বলছি, তুমি বিধবা হও।

সমর। আপনি কি মানুষ না রাক্ষস?

সংযুক্তা। সে কথা কি আপনি আজ বুঝলেন মহারাণা? আমি পাঁচ বছর বয়সেই দেখেছি, আমার পিতা নেই, ভাই-ভগ্নী নেই, আছে শুধু এক স্নেহময়ী বিমাতা, আর তারই গর্ভজাত

এক স্নেহময় ভাই। এদের স্নেহেই আমি বেড়ে উঠেছি। পিতা আমায় বৈধব্যের অভিশাপ দিয়ে বিদায় দিয়েছেন, আর মা কি দিয়েছেন, জানেন? নিজের সিঁথির সিঁদুর তুলে নিয়ে তিনি আমার ললাট রাঙিয়ে দিয়েছেন। মহারাণা, আমার মত মা কেউ পায়নি, আর এমন পিতাও কেউ পায়নি।

জয়চাঁদ। এমন কন্যাই কি কেউ পেয়েছে?

পৃথা। শুনছ মহারাণা? আরও শুনতে চাও?

সমর। না পৃথা। কিন্তু পৃথ্বীরাজ—

পৃথা। পৃথ্বীরাজের অপেক্ষা আমরা করব না রাণা। আমার ভাইকে যে অসম্মান করেছে, এই মুহূর্তে আমি তার ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই।

সংযুক্তা। আমাকে যে বৈধব্যের অভিশাপ দিয়েছে, আমিও এই মুহূর্তে তার মৃত্যু চাই।

পূর্ণিমার প্রবেশ।

পূর্ণিমা। আমার কন্যাজামাতার ধ্বংসের জন্য যে নিষ্ঠুর মারণ-যজ্ঞের আয়োজন করেছে, ভারতে হিন্দু রাজত্ব উচ্ছেদ করবার জন্য যে ঘরভেদী বিভীষণ বিদেশীকে ডেকে এনেছে, সমগ্র জাতি তার মৃত্যু চায়। হান মহারাণা, তরবারি হান। জীর্ণ অথর্ব পুরাতনের মৃতদেহের উপর নূতনের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হক, জাতির অভ্যুত্থানের নবীন উষায় উদয়াচলে ভাস্বর সূর্য সোনার রশ্মিজাল বিকীর্ণ করে বিকশিত হক। বৈধব্য হয় আমার হক, কিন্তু দেশের অসংখ্য নারীর অকাল-বৈধব্যের সম্ভাবনা এই দেশদ্রোহীর মৃত্যুতে তিরোহিত হক।

মিত্রবাহুর প্রবেশ।

মিত্রবাহু। ক্রোধ সংবরণ কর মা, ক্রোধ সংবরণ কর। এ চোখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে কৌরবকুল নিঃশেষ হয়েছিল, দক্ষরাজের উদ্ধত মস্তক প্রজ্জলিত হোমকুণ্ডে খসে পড়েছিল, এই তপ্ত নিশ্বাস—এই রোষদীপ্ত নয়নবহ্নি যুগে যুগে শুম্ভ-নিশুম্ভকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে। মারতে ত সবাই পারে মা, বাঁচিয়ে রেখে নূতন করে যে গড়ে তুলতে পারে, সেই ত মানুষ।

পূর্ণিমা। তা সম্ভব নয় সচিব।

মিত্রবাহু। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব মা। ওরে, ও পৃথা, ও সংযুক্তা, বাঁধন খুলে দে দিদি। এতবড় একটা মানুষের হাতে আজ শৃঙ্খল, এ দেখে তোদের কান্না পাচ্ছে না?

পৃথা। না, কাঁদব আপনি মরে গেলে। দেশদ্রোহীর জন্যে আমাদের চোখে এক ফোঁটা জলও নেই।

সংযুক্তা। তুমি দুঃখ করো না দাদু। মৃতদেহ ঘৃত-চন্দন দিয়ে দাহ করব, ঘটা করে শ্রাদ্ধ করব। পিতার অভাব আমার মা-ই পূর্ণ করবে। তাই না মা?

পূর্ণিমা। ভাবছ কি মহারাণা?

সমর। ভাবছি মা, সংসারটা এত সুন্দর! এই বিষবৃক্ষের শাখায় শাখায় এত অমৃতফল কার সৃষ্টি! পুত্র দেখেছি, কন্যা দেখেছি, স্ত্রীও দেখলুম, আর দেখলুম বেতনভোগী বৃদ্ধ সচিব, তারও কত মমতা! চারিদিকে এত যার আলো, তার গায়ে একটু কালো থাকলেই বা কি ক্ষতি? তোমার বৃদ্ধ পিতাকে ক্ষমা কর মহারাণি।

মিত্রবাহু। মহারাজ, আপনার কি কোন কর্তব্য নেই?

জয়চাঁদ। না না। আমি যদি মুক্তি পাই, আবার আসব, আবার দিল্লী আক্রমণ করব, আর সবার আগে হত্যা করব এই পতিদ্রোহিণী দুশ্চরিত্রা নারীকে।

পৃথা। এর পরও তোমরা ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও?

সকলে। না।

পূর্ণিমা। অস্ত্র দাও রাণা, আমিই ওঁর শিরশ্ছেদ করব। [সমর সিংহের তরবারি লইয়া শিরশ্ছেদ করার উদ্যোগ]

সহসা পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। ক্ষান্ত হও মা। দিল্লীর সিংহাসন রসাতলে যাক, পৃথ্বীরাজ ধ্বংস হক, ভেঙ্গে যাক তোমার মেয়ের হাতের কংকণ, তবু তোমাকে আমি পতিঘাতিনী হতে দেব না। আর কন্যার গৃহে পিতার মৃত্যুদণ্ডও আমি হতে দেব না। যান মহারাজ, মুক্ত আপনি; পারেন যদি আপনি আমাকে হত্যা করবেন, কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা করব না। [জয়চাঁদকে মুক্তিদান]

সমর। পৃথ্বীরাজ,—

পূর্ণিমা। এ তুমি কি করলে পাগল?

পৃথ্বীরাজ। পাগলে যা করে তাই করলুম মা।

পৃথা। তুমি কি পশু?

পৃথ্বীরাজ। না, তোমার ভাই।

সংযুক্তা। এত সরল হলে সম্রাট হওয়া যায় না।

পৃথ্বীরাজ। সম্রাট হলে ত মানুষ হতে বাধা নেই।

মিত্রবাহু। পৃথ্বীরাজ, তোমার তুলনা একমাত্র তুমি। আসুন

মহারাজ। আশা করি, সম্রাটের এতবড় মহত্ত্ব আপনি কোনদিন ভুলবেন না।

জয়চাঁদ। না না, ভুলব কেন? কখনও ভুলব না। মৃত্যু বরং সহজ ছিল, কিন্তু এ ক্ষমা দুঃসহ।

গীতকণ্ঠে কম্বুকণ্ঠের প্রবেশ।

কম্বুকণ্ঠ।—

গীত

করলি কি তুই পাগল ভোলা, হানলি কুঠার নিজের পায়;
আঁখি মেলে দেখছি আমি, দেশের রবি ডুবে যায়।
কেউটে সাপের মশলা দিয়ে ওর যে দেহ গড়া,
মিথ্যে ওরে দুধকলাতে মনসা পুজো করা;
মাথায় চরণ নাই বা দিস,
মারবে ছোবল, ঢালবে বিষ,
শয়তানির ও বারুদখানা ভেঙ্গে দে রে লাঠির ঘায়।

পৃথ্বীরাজ। পরিণাম যাই হক, অপরাধীকে আমি মুক্তি দিলুম।
প্রণাম গ্রহণ করুন মহারাজ। [প্রণাম]

[প্রণত পৃথ্বীরাজের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া মন্ত্রিসহ জয়চাঁদের প্রস্থান।

পূর্ণিমা। তোমার নিয়তি কন্যা, আমি কি করব?

[প্রস্থান।

পৃথা। চল রাণা, মেবারে ফিরে যাই।

[প্রস্থান।

সংযুক্তা। আবার ঝড় উঠবে রাজা, প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

সমর। যে যাই বলুক পৃথ্বীরাজ, তোমার উপযুক্ত কাজই তুমি করেছ।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। মহাশূন্যে চিত্রপট খুলে কার কবন্ধ তুমি দেখাচ্ছ নিয়তি? ও ভয়ে পৃথ্বীরাজ ভীত নয়। দিল্লীর সম্রাট যে হয় হক; হে ঈশ্বর, আমার সোনার ভারতকে তুমি শান্তি দাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

কনোজ—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

গোকুলচাঁদের প্রবেশ।

গোকুল। কবে আসবে সে শুভদিন? পৃথ্বীরাজের গলিত শব নিয়ে কবে শৃগাল কুকুরে টানাটানি করবে? দুচোখ ভরে দেখব আর আনন্দে করতালি দেব। উদ্দেশ্য কি সফল হবে না?

তমালের প্রবেশ।

তমাল। না।

গোকুল। মরবে না পৃথ্বীরাজ?

তমাল। বোধহয় না।

গোকুল। পিতা যে সংযুক্তাকে অভিশাপ দিয়েছেন, সে কি নিষ্ফল হবে?

তমাল। শকুনের শাপে গরু মরে না।

গোকুল। কে কথা বলছে?

তমাল। আমি ছোড়দা।

গোকুল। অসভ্য বর্বর, তুমি পিতার সম্বন্ধে কটূক্তি কচ্ছ?

তমাল। কটূক্তি কখন করলুম? বা রে, বললুম ত শকুন। দেখতে পাও না, শকুন আকাশে ওড়ে, কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ের

দিকে? রাজপুতের বংশধর, সম্রাটের শ্বশুর, কত মান-মর্যাদা,—তিনি গেলেন ঘোরীর সঙ্গে দোস্তি করতে?

গোকুল। অনধিকারচর্চা করো না। গুরুজনের নিন্দা যে করে, তার মুখ দেখলেও পাপ হয়।

তমাল। তোমাকে দেখে ত তাহলে অনেক পাপ করেছি ছোড়দা। তুমি ত মায়ের নিন্দে না করে আর দাদার কুৎসা না করে জল খাও না। আচ্ছা ছোড়দা, বাবার না হয় ভীমরতি হয়েছে, তোমার ত ভীমরতি হয়নি; তবে তুমি এত তেতিয়ে উঠেছ কেন? বোনের সর্বনাশ না হলে কি তোমার ঘুম হচ্ছে না?

গোকুল। না।

তমাল। ফেরো দাদা, ফেরো। একদিনও মিষ্টি মুখে তাকে ডাকনি তোমরা। বিয়ের সময় হাজার বার অভিশাপ দিয়েছ। আজ সে শান্তিতে ঘর কচ্ছে, তার সুখের ঘরে তোমরা আগুন ধরিয়ে দিও না। তাহলে সে আগুনে তোমরাও পুড়ে মরবে।

গোকুল। মরি মরব, তবু এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না।

তমাল। অপমান তোমরাই তাদের করেছ। দোহাই ছোড়দা, ও ঘোরী ব্যাটাকে তাড়িয়ে দাও। আবার কেন ও এসেছে? কথা শোন, দেশের সঙ্গে বেইমানি করো না।

গোকুল। দেশ আর দেশ! দেশের শ্রীবৃদ্ধি হলে পৃথ্বীরাজ ভোগ করবে, আমাদের তাতে কি লাভ?

তমাল।—   গীত

সে যে গরীয়সী মা!
স্বর্গের চেয়ে বহু গুণে বড় ধূলি-মৃন্ময় প্রতিমা!

সাগর তাহার চরণ ধোয়ায়,
মলয় তাহারে চামর দোলায়,
হিমাচল তার নিত্য প্রহরী ছত্র আকাশ-নীলিমা।
বিশ্ব যাহার বন্দনা গায়,
সন্তান তারে বিদলিছে পায়,
অরাতির পায়ে বিলাইতে চায় আপন মায়ের গরিমা।

[প্রস্থান।

গোকুল। অপদার্থ। সংযুক্তার মাথা খেয়েছে মা, আর এই হতভাগার মাথা চিবিয়ে খেয়েছে দাদা।

রূপচাঁদের প্রবেশ।

রূপচাঁদ। আর তোমার মাথাটি লোহা দিয়ে ঢালাই করে দিয়েছেন বাবা। কি বল?

গোকুল। কে? মহামান্য যুবরাজ? বুকের পাটা ত খুব! আবার তুমি কনোজের প্রাসাদে প্রবেশ করেছ? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। পিতা জানতে পারলে তোমার কাঁধের উপর মাথা থাকবে না।

রূপচাঁদ। কেন বল দেখি! কার গরু চুরি করেছি, মনে ত পড়ছে না।

গোকুল। মনে পড়ছে না বিশ্বাসঘাতক? তোমারই জন্য যুদ্ধে আমাদের অর্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে। পিতা তোমার উপর ভার দিয়েছিলেন। তুমি নিজেও যুদ্ধ করনি, আমাকেও করতে দাওনি। অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পলকে উধাউ হয়ে গেল জানি না। অর্ধেক সৈন্য কার কথায় কনোজে ফিরে এল, তাও তুমিই জান।

রূপচাঁদ। আমি ত ভাই এসব কিছুই জানি না। ছোটলোক পৃথ্বীরাজ হঠাৎ শিবির আক্রমণ করলে, আমি সৈন্যদের হুকুম দিলুম,—যে যত পার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়। তারা যে অস্ত্রাগার শূন্য করে এমনি করে জন্মের মত বেরিয়ে যাবে, তা কি করে বুঝব? ধর্মের দোহাই দেওয়া ছাড়া আর তখন কোন উপায় ছিল না।

গোকুল। ভীরু, কাপুরুষ।

রূপচাঁদ। আমার কথা বলছ?

গোকুল। মরতে তোমার ভয় থাকতে পারে, কিন্তু আমার ত নেই। আমাকে তুমি পদে পদে বাধা দিলে কেন?

রূপচাঁদ। তুমি মরে গেলে দিল্লীর সিংহাসনে বসবে কে? পিতা বৃদ্ধ, আমি ত সন্ন্যাসী।

গোকুল। থামো ভণ্ড প্রবঞ্চক।

রূপচাঁদ। হ্যাঁ হে গোকুল, ঘোরী সাহেব নাকি আবার এসেছেন? আবার দিল্লী আক্রমণ করা হবে নাকি?

গোকুল। তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে?

রূপচাঁদ। তা একটু ছিল। তোমাকে আর আমাকে যা ধোলাই দিয়েছে, সে ত এক জীবনে ভোলবার নয়। পিতার ত শুনছি হাতে কালশিরা পড়ে গেছে। পত্তনরাজ ত ঝড়ের আগেই কেটে পড়েছে। মহম্মদ ঘোরীর মত বীরপুরুষকে যে এমন কুকুর-মারা করবে, এটা কিন্তু বুঝতে পারিনি।

গোকুল। তুমিই মহম্মদ ঘোরীর পরাজয়ের কারণ।

রূপচাঁদ। আমি!

গোকুল। চোখ কপালে তুললে যে? রাণা সমর সিংহ যখন

পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ কচ্ছিল, তখন অকস্মাৎ বারুদাগারে বিস্ফোরণ হল কেন? আর পলায়িত সৈন্যদের মধ্যে তোমার মুখখানাই বা দেখা গিয়েছিল কিসের জন্যে?

রূপচাঁদ। তুমি কি বলছ পাগল? আমি যত শুনছি, ততই অবাক হচ্ছি। ওদের শিবির আমি চোখেই দেখিনি।

গোকুল। পত্তনরাজকে হত্যা করতে কে গিয়েছিল?

রূপচাঁদ। কার কাছে কি শুনেছ? পত্তনরাজই বরং আমার কাঁধের উপর তরবারি তুলেছিল। তার মেয়ে না থাকলে আমাকে নিশ্চয় হত্যা করত।

গোকুল। কেন?

রূপচাঁদ। তার ধারণা, আমিই সেবার তাঁকে চাঁটি মেরেছিলুম। যাক সে কথা। কবে আমরা যাত্রা করব বল দেখি? আমি বলি শুভস্য শীঘ্রং। তোমাকে বলব কি?—এ অপমানের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি আর স্থির হতে পাচ্ছি না। মন্ত্রণাকক্ষে ঘোরী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছে বুঝি? দোর খোল, আমি একবার মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে মোলাকাৎ করব।

গোকুল। তোমার যেতে হবে না। আমিই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি সাহস থাকে, পালিয়ে যেও না।

[প্রস্থান।

রূপচাঁদ। কি করি? এরা ত দেখছি যে-কোন মুহূর্তে দিল্লীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সম্রাট পৃথ্বীরাজ নিশ্চিন্ত মনে ভারত-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তাঁর শ্বশুর আবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করবেন। তাহলে এখন উপায়?

মিত্রবাহুর প্রবেশ।

মিত্রবাহু। কে? রূপচাঁদ এসেছ? ভালই হয়েছে। তোমারই কথা আমি ভাবছিলুম দাদা।

রূপচাঁদ। কেন মন্ত্রিমশায়?

মিত্রবাহু। ছুটে যা ভাই, ছুটে যা, পৃথ্বীরাজকে যেমন করে পারিস, দিল্লীতে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

রূপচাঁদ। কোথায় তিনি?

মিত্রবাহু। যেখানে হক, যত দূরে হক, তাকে সংবাদ দিতেই হবে। আমি মেবারে যাচ্ছি। দিল্লীতে কে যাবে? মহারাণী কোথায়, মহারাণী? আঃ—এ সময় তাঁকে পেলে যে কাজ হত। দাঁড়িয়ে রইলি কেন দাদা? এক মুহূর্ত দেরী করিসনে। এরা সাতদিনের মধ্যে দিল্লী আক্রমণ করবে।

রূপচাঁদ। মাত্র সাতদিন! সৈন্য-সামন্ত কোথায়?

মিত্রবাহু। সব দিল্লীর আশে-পাশে পথে-প্রান্তরে ঝোপে-জঙ্গলে পথিক ভিক্ষুক গায়ক বাদকের বেশে ছড়িয়ে আছে। কাউকে এরা জানতে দেয়নি, আমাকেও নয়। এবার সবাই একসঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ করবে।

রূপচাঁদ। কোথায় মিলিত হবে জানেন?

তমালের প্রবেশ।

তমাল। তরাইনের প্রান্তরে। নর্তকীরা গান গাইতে গাইতে সব শুনে এসেছে। আমি এক মুঠো টাকা ঘুস দিয়ে সব শুনে নিয়েছি।

রূপচাঁদ। উড়তে জানিস ভাই, উড়তে জানিস?

তমাল। খুব জানি।

মিত্রবাহু। তবে ওই দেখ, মহম্মদ ঘোরীর হাওয়াই ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ওর পিঠে চেপে দিল্লীতে উড়ে যেতে পারবি দাদু? সঙ্গে একজন ঘোড়সওয়ার দিচ্ছি। পারবি?

তমাল। না পারি, মরব।

রূপচাঁদ। মরবে কেন ভাই? তুমি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, তুমিই শুধু বেঁচে থাকবে। মহাপাপী আমরা, সবাই মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। বড় বিপদের মুখে তোমাকে পাঠাচ্ছি তমাল। চারিদিকে শত্রুসৈন্য ওৎ পেতে বসে আছে। যদি তারা তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, হয়ত তোমাকে—না না, থাক, তোমাকে যেতে হবে না, যা হয় হক।

তমাল। তা কি হয়? এতবড় বিপদ তাদের শিয়রে, আমরা জেনে শুনে তাদের সাবধান করে দেব না? তুমি সম্রাটের সন্ধানে যাও, দাদু মেবারে চলে যান, আমি দিদিকে খবর না দিয়ে মরব না। ভয় কি দাদা? গাড়োয়াল রাজপুতের ছেলে আমি, যম আমার খেলার সাথী।

মিত্রবাহু। দীর্ঘজীবী হও ভাই, দীর্ঘজীবী হও। পিতার মসীলিপ্ত ইতিহাস তোমাদের দু ভাইয়ের ত্যাগের মহিমায় মাটি চাপা পড়ুক। বেইমান বলে এ বংশটাকে দেশবাসীরা যখন নিন্দে করবে, তখন তোদের কথা স্মরণ করে তাদের রসনা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

[প্রস্থান।

তমাল। আমি তাহলে আসি দাদা।

রূপচাঁদ। এখনি যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেতেই ত হবে। আচ্ছা, এসো। মায়ের নাম করতে করতে চলে যাও, পাহাড় তোমার পথরোধ করবে না, নদী তোমায় বাধা দেবে না, শত্রু তোমার ছায়াও দেখতে পাবে না। [তমালের প্রস্থান।] দেশগুলো কি লক্ষ পায়ে ছুটে পালাচ্ছিল? এ সময় ভারতভ্রমণ না করলে কি চলত না?

মহম্মদ ঘোরীর প্রবেশ

মহম্মদ। আমার অশ্ব কোথায়, অশ্ব?…কে? তোমার নাম রূপচাঁদ নয়? তুমিই না কনোজরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র?

রূপচাঁদ। তুমিই না মহম্মদ ঘোরী?

মহম্মদ। তোমার কথা আমি তোমার পিতার কাছেই শুনেছিলুম।

রূপচাঁদ। তোমার কথা আমি সবার কাছে শুনেছি।

মহম্মদ। সেদিন আমার বারুদখানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল কে?

রূপচাঁদ। তোমার খানার কথা তুমিই জান।

মহম্মদ। পলায়িত সৈন্যদের মধ্যে তোমাকে দেখলুম কেন?

রূপচাঁদ। দেখেছ বেশ করেছ; আমার দেশের রাজপথে আমি চলব না, চলবে তুমি?

মহম্মদ। বেয়াদবি রাখ।

রূপচাঁদ। তুমি বেয়াদবি রাখ।

মহম্মদ। জবাব দাও—কেন তুমি আমার শিবিরের কাছে গিয়েছিলে?

রূপচাঁদ। তুমি জবাব দাও—কার কথায় তুমি আমাদের মাটিতে শিবির ফেলেছ।)

(মহম্মদ। চোপ রহো বাঁদীকা বাচ্ছা।

রূপচাঁদ। তোম চোপ রহো জানোয়ারকা বাচ্ছা।

মহম্মদ। আমি তোর মাথা নেব উল্লুক।

রূপচাঁদ। তুই উল্লুকের ব্যাটা উল্লুক। মহারাণা সমর সিংহ সেদিন পলায়িত নিরস্ত্র শত্রু বলে তোকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মানুষের পয়দা হলে সেকথা তুই এত শীঘ্র ভুলে যেতে পারতিস না। ~~ওরে পাতিশেয়াল,~~) ওরে অকৃতজ্ঞ পশু, মনে করেছিস অতর্কিত আক্রমণে দিল্লীর সিংহাসন তুই অধিকার করবি। তোর সে সাধ আমি আজ এইখানেই পূর্ণ করব।

[মহম্মদকে আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ, কিছুক্ষণের মধ্যে মহম্মদের তরবারি রূপচাঁদ ছিনাইয়া নিল]

রূপচাঁদ। মৃত্যুকে স্মরণ কর মহাপাপি। [তরবারি মহম্মদ ঘোরীর বক্ষে বিদ্ধ করার উদ্যোগ]

সহসা গোকুলচাঁদ দণ্ডাজ্ঞা লইয়া প্রবেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইল।

গোকুল। যুবরাজ!

[মহম্মদ ঘোরীর প্রস্থান।

রূপচাঁদ। সরে যাও নির্বোধ।

গোকুল। পিতার আদেশ। [আদেশ পত্র দান]

রূপচাঁদ। কি আদেশ?

গোকুল। চিরনির্বাসন।

রূপচাঁদ। তাই হবে গোকুল, তাই হবে। মা আমায় মৃত্যুর অভিশাপ দিয়েছেন, পিতা দিয়েছেন নির্বাসনদণ্ড। পিতা স্বর্গ, মা স্বর্গের চেয়েও বড়; কারও নির্দেশ আমি অমান্য করব না। কিন্তু যাবার আগে আমি এই দেশের শত্রুকে কবরে পাঠিয়ে যাব।

গোকুল। সে এতক্ষণ দিল্লীর পথে।

রূপচাঁদ। একি করলে গোকুল? পরম স্নেহের ভগ্নী সংযুক্তা আমাদের—তার মৃত্যুর পরোয়ানায় ভাই হয়ে তুমি স্বাক্ষর করলে? দেশের সর্বনাশের পথ এমনি করে উন্মুক্ত করে দিলে? যেদিন আমি আর থাকব না, সেদিন মনে করো, এ কণ্টকবৃক্ষ আমি উপড়ে ফেলতে পারতুম, বাধা দিলে তুমি—সংযুক্তার সহোদর ভাই।

[প্রস্থান।

গোকুল। যাক, এতদিনে পথের কণ্টক দূর হয়ে গেল। ঈশ্বর যার সহায়, তার পথ এমনি করেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী-রাজপ্রাসাদ

ফকিরের বেশে বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। কই হ্যায়, এ রাণিসাহেবা, এ রাণিসাহেবা,—

পৃথার প্রবেশ।

পৃথা। কে ডাকছে?

বক্তিয়ার। আপনিই রাণীসাহেবা? হা আল্লা,—

পৃথা। আমি রাণী নই ফকির। কিন্তু আপনি নিশ্বাস ফেললেন যে? কোথা থেকে আসছেন আপনি? এমন সময় এখানে প্রবেশ করলেন কি করে? দ্বারীরা কি ঘুমিয়ে আছে? হেদায়েৎ, হেদায়েৎ,—কে আছ, হেদায়েৎকে তলব দাও। নিশীথ রাত্রে রাজপ্রাসাদে কেন যাকে-তাকে প্রবেশ করতে দেয়?

বক্তিয়ার। যাকে-তাকে নয় মাইজি। সংসারত্যাগী ফকির আর সন্ন্যাসীর সর্বত্রই প্রবেশাধিকার আছে।

পৃথা। কি চাই সংসারত্যাগী ফকির সাহেবের?

বক্তিয়ার। নিজের জন্য কিছুই চাই না মাইজি। দুখানা রুটি, এক লোটা পানি আর গাছতলায় এক টুকরো খড়ের বিছানা পেলে যার দিন কেটে যায়, কারও কাছেই তার চাইবার কিছু নেই।

সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। তবে ফকির সাহেবের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য?

বক্তিয়ার। আপনিই কি দিল্লীশ্বরী? খোদাতালা আপনাকে দোয়া করুন। আমি আপনার কাছেই এসেছি দিল্লীশ্বরি। কিন্তু এতবড় দুঃসংবাদ যে মুখে আসছে না, বলি কি করে?

সংযুক্তা। কিসের দুঃসংবাদ ফকির?

বক্তিয়ার। রাণীসাহেবা, আপনার স্বামী—

সংযুক্তা। স্বামী! কোথায় তিনি?

বক্তিয়ার। হা আল্লা।

পৃথা। আল্লার নাম ত অনেকবার করেছ। এবার আসল কথাটা বল।

বক্তিয়ার। কথাটা হচ্ছে মহারাজ পৃথ্বীরাজ মরণাপন্ন।

পৃথা ও সংযুক্তা। মরণাপন্ন!

বক্তিয়ার। পঞ্চনদের সীমান্তে সম্রাট যখন আমার গরীবখানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন শয়তানের বাচ্ছা মহম্মদ ঘোরী কোথা থেকে এসে তাকে বর্শা ছুঁড়ে মারলে।

পৃথা। তারপর? তারপর?

বক্তিয়ার। আর্তনাদ করে সম্রাট তখনি ভূঁয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

সংযুক্তা। একথা সত্য ফকির?

বক্তিয়ার। চীৎকার শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলুম, রক্তে নদী বয়ে যাচ্ছে। আর শয়তান মহম্মদ ঘোরী খিলখিল করে হাসছে। দুঃখে বেদনায় আমি জ্ঞান হারিয়ে যা কখনও করিনি তাই করে বসলুম। বর্শাটা টেনে তুলে আমি ঘোরীর পেটে আমূল বিঁধিয়ে দিলুম। ঘোরী তখনি মরে গেল, আর সম্রাটকে আমি ঘরে নিয়ে এলুম।

সংযুক্তা। তিমি বেঁচে আছেন কি না বল ফকির।

বক্তিয়ার। এখনও আছেন ; কিন্তু হকিম বলেছে—বাঁচবার আশা নেই।

সংযুক্তা। বাঁচতে দিলে না বিশ্বেশ্বর ? আশৈশব তোমার পূজো করে শিবের মত স্বামী পেয়েছিলুম, কেড়ে নিয়ে গেলে ঠাকুর ? পিতার অভিশাপই জয়যুক্ত হল ?

পৃথা। স্থির হও সংযুক্তা। তুমি যে ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী। দুঃখে অভিভূত হওয়া তোমার কি সাজে বোন ?

বক্তিয়ার। কেঁদে আর কি হবে রাণীসাহেবা ? সব নসীব।

সংযুক্তা। নসীবকে আমি ব্যর্থ করব। ফকির সাহেব, কোথায় আছেন তিনি ? আমি যাব। যদি তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই, যমকে আমি কাছে আসতে দেব না। তিনি আমার আজন্ম-সাধনার বরোদ্ভূত দেবতা, আমি তাঁর কাছে থাকলে যমের সাধ্য নাই তাকে স্পর্শ করে।

বক্তিয়ার। সম্রাটও তাই বললেন।

পৃথা। কি বলেছে পৃথ্বীরাজ ?

বক্তিয়ার। বলেছেন,—তোমরা কেউ সম্-সঞ্জুতাকে লিয়ে এস, সে আমায় দাওয়াই দেবে, আমার গতরে হাত বুলিয়ে দেবে, তাহলেই আমি সেরে উঠব।

সংযুক্তা। চলুন ফকির সাহেব, চলুন।

পৃথা। না।

সংযুক্তা। দিদি,—

পৃথা। তোমার ভার সে আমাকেই দিয়ে গেছে। এই অন্ধকারে নিশুতি রাত্রে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার সঙ্গেও আমি তোমায় প্রাসাদের বাইরে যেতে দেব না।

সংযুক্তা। নিষ্ঠুর হয়ো না দিদি। তিনি নিজে আমাকে দেখতে চেয়েছেন। আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

পৃথা। আমার মনটা ত তুমি দেখতে পাচ্ছ না। তোমার বুকে ঝড় বইছে, আমার বুকে বইছে মহাপ্রলয়। কাকে বোঝাব? কি বলে বোঝাব? দশ বছর আমারই কোলে সে মানুষ হয়েছিল। পৃথিবী যখন ঘুমে বিভোর, আমি তখন বিনিদ্র চক্ষু মেলে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতুম। চাঁদের কতটুকু শোভা! সহস্র চাঁদের মাধুরী দিয়ে সে মুখ বুঝি গড়া।

বক্তিয়ার। তা ত হবেই, তা ত হবেই, ভাই বলে কথা। আচ্ছা, আমি চললুম; আদাব রাণীসাহেবা।

সংযুক্তা। যেও না ফকির, আমি সঙ্গে যাব।

পৃথা। না।

সংযুক্তা। অবুঝ হয়ো না দিদি। তিনি যে আমার স্বামী।

পৃথা। আমারও ত ভাই। আমি যা পারি, তুমি তা পারবে না কেন? অন্তঃপুরে যাও, ভাই মুমূর্ষু বলে আমি ভ্রাতৃবধূর সম্ভ্রম ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারব না।

সংযুক্তা। ফকিরকে বিশ্বাস না হয় তুমি হেদায়েৎকে সঙ্গে দাও।

হেদায়েতের প্রবেশ।

হেদায়েৎ। কি হয়েছে দিদি? এসব কি শুনছি? মহারাজ নেই?

সংযুক্তা। আছেন কি নেই, জানি না হেদায়েৎ। তিনি মরণাপন্ন, আমারই অপেক্ষায় বুঝি তিনি পথের দিকে চেয়ে আছেন। তুমি আমায় নিয়ে যাবে হেদায়েৎ!

হেদায়েৎ। তা যাবে না কেন? কিন্তু খবরটা এনেছে কে?

বক্তিয়ার। আমি এনেছি বাবা। মহম্মদ ঘোরী নিজেও মরেছে, মহারাজকেও একদম খতম করে দিয়েছে। একটুখানি জান আছে বুঝি রাণীসাহেবাকে দেখবার জন্যে।

পৃথা। হেদায়েৎ, তুমি একশো সৈনিক নিয়ে ফকিরের সঙ্গে যাও। সসম্মানে সে পবিত্র দেহ রাজধানীতে নিয়ে এস। রাজবৈদ্য তোমার সঙ্গে যাবে। আমি তাকে এখনি সংবাদ দিচ্ছি। হেদায়েৎ,—

হেদায়েৎ। কি দিদি?

পৃথা। যদি দেখা হয়, তাকে বলো, তার দিদি তাকে আশীর্বাদ করেছে, আবার যেন সে ফিরে আসে এই ভারতের মাটিতে।

[প্রস্থান।

হেদায়েৎ। কোথায় এ কাণ্ড হল ফকির সাহেব?

বক্তিয়ার। পঞ্চনদের সীমান্তে।

হেদায়েৎ। কবে?

বক্তিয়ার। চারদিন আগে।

হেদায়েৎ। আপনি ছুটতে ছুটতে আসছেন বুঝি? মহম্মদ ঘোরী কি আপনাকেও এক ঘা দিয়েছিল?

বক্তিয়ার। হ্যাঁ, তা একটু দিয়েছিল বটে। দেখছ না, বাঁ হাতখানা কেটে গেছে?

হেদায়েৎ। ইস, এখনও রক্ত পড়ছে। ফকিরের রক্ত কিনা, চারদিনেও রক্ত বন্ধ হয় না। দেখলে মনে হয় যেন এক্ষুনি কেটেছে।

বক্তিয়ার। তুমি কি বলছ আহাম্মুক?

হেদায়েৎ। আচ্ছা হজরৎ, ঘোরীকে আপনি দেখেছিলেন?

বক্তিয়ার। না দেখলে তার বুকে বর্শা বিঁধলুম কি করে বেকুব?

হেদায়েৎ। ঘোরী বোধহয় মরেনি হজরৎ।

বক্তিয়ার। আমি নিজের হাতে তাকে কবর দিয়েছি।

সংযুক্তা। তবু একটু সান্ত্বনা যে ভারতের এতবড় শত্রু আর কখনও মাথা তুলবে না।

হেদায়েৎ। ঘোরী কিন্তু কবর থেকে উঠে এসেছে রাণী-মা! আমি তাকে দুদিন আগে তরাইনের পথে দেখেছি।

বক্তিয়ার। তুমি ঝুট বাৎ বলছ।

হেদায়েৎ। তুমি ব্যাটা ফকির না ফক্কর?

সংযুক্তা। একি হেদায়েৎ, তুমি ফকির সাহেবকে—

হেদায়েৎ। কও কি তুমি রাণী-মা? ওর চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও ফকির ছিল না। কে ওকে ঢুকতে দিলে? মাথা ভাঙব ব্যাটাদের। এ চোর, মিথ্যুক, শয়তানের বাচ্চা শয়তান, তোমাকে ভুলিয়ে নিতে এয়েছে।

বক্তিয়ার। তোবা তোবা।

সংযুক্তা। এ তুমি কি বলছ?

হেদায়েৎ। মিছে কথা রাণী-মা, বিলকুল মিছে কথা। তুমি চুপ মেরে বসে থাক। খোদার কসম,—সম্রাটের কিচ্ছু হয়নি। এ ব্যাটা দুশমনের চর।

বক্তিয়ার। আরে ছোঃ, এ বড় খারাপ জায়গা। আমি আর এখানে থাকব না। আল্লা মেহেরবান। [প্রস্থানোদ্যোগ, হেদায়েতের পথরোধ]

হেদায়েৎ। দাঁড়াও ফকিরের পো। এয়েছ যখন, না খেয়ে

যেতে পাবে না। আমি দেখব, কে তোমায় ঢুকতে দিয়েছে। তাকে আর তোমাকে এক সাথে কবর দেব। ও কে আসছে? দেখ ত রাণী-মা দেখ ত।

আহত মরণাপন্ন তমালের প্রবেশ।

তমাল। দিদি, দিদি,—

সংযুক্তা। একি, তমাল? তুই এ বেশে এলি কেন ভাই? কেন এলি? কার কাছে এলি? কে তোকে মারলে? হা ঈশ্বর, দুঃখের কি আর শেষ নেই?

তমাল। বড় দেরী হয়ে গেল দিদি। অনেক বাধা পেয়েছি। দিল্লীর কাছে যখন এলুম, তখন বক্তিয়ারের হাতে পড়লুম। মেরেই ফেলেছিল, আমিও তার বাঁ হাতে কোপ মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছি।

হেদায়েৎ। [বক্তিয়ারের বাম হস্ত ধরিয়া] দেখ ত দাদা, দেখ ত, এই সেই হাতখানা নয়?

বক্তিয়ার। জাহান্নমে যাও জাতিদ্রোহি শয়তান!

[হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

সংযুক্তা। একি হেদায়েৎ?

হেদায়েৎ। ফকির চলে গেল রাণী-মা, সেলাম কর, সেলাম কর।

[প্রস্থান।

সংযুক্তা। তমাল!

তমাল। ওরা আবার এসেছে দিদি। আজ রাত্রেই দিল্লী আক্রমণ করবে।

পূর্ণিমার প্রবেশ।

পূর্ণিমা। এই সংবাদ দিতে তুমি এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছ যাদু? আমি তোমার পিছে পিছেই আসছিলুম। হারিয়ে ফেললুম তরাইনের বনপথে। বাঘে তোমাকে ছুঁলে না, সাপে তোমায় ছোবল মারলে না, জল ঝড় তোমার পথরোধ করলে না, বুকে দাঁত বসিয়ে দিলে নিকৃষ্ট মানুষ?

তমাল। মা,— [মৃত্যু]

পূর্ণিমা। ভালই করেছ বাবা। কি আর হত বেঁচে থেকে? বেইমানের বংশধর বলে লোকে নিন্দে করত, সে তুমি সইতে পারতে না। সোনা আমার, যাদু আমার, কতটুকু মাথায় কতবড় ভার নিয়ে এসেছিলে তুমি। তোমাব কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বাবা।

সংযুক্তা। তমাল,—

পূর্ণিমা। কাঁদবার সময় নেই। সৈন্যদের জাগাও। অস্ত্রাগার খুলে দাও, ঘুমন্ত নগরীকে ঘণ্টাধ্বনি করে জাগিয়ে তোল। তবু রক্ষা পাবে কিনা জানি না। দুর্দিন যদি আসে, আগুনে ঝাঁপ দিও, তবু বিধর্মীর হাতে ধরা দিও না। ওঠ বাবা, ওঠ, কুটুম্বের ঘরে কি এমনি করে শুয়ে থাকতে আছে? ঘরে চল সোনার চাঁদ, আগে তোমার বেইমান বাপকে দেখিয়ে আনি তার বেইমানির ফল, তারপর—তারপর। [মৃতদেহ তুলিয়া লইলেন]

সংযুক্তা। এমন সময় কোথায় যাবে মা?

পূর্ণিমা। ঘণ্টা বাজা, ঢাক-ঢোল বাজা। ভগবানটা কোথায় আছে জানিস? আমি একবার তাকে দেখব। জিজ্ঞাসা করব, কি দোষ করেছি আমি, কেন আমার এ শাস্তি,—কেন? কেন?

পৃথার প্রবেশ।

পৃথা। সংযুক্তা, সংযুক্তা, সব মিথ্যে, ওরে, ফকিরের কথা সব মিথ্যে। পৃথ্বীরাজ আসছে, মহারাণা আসছে। একি! কার মৃতদেহ? ও কে?

সংযুক্তা। আমার ভাই। মহম্মদ ঘোরীর দল আবার এসেছে। ভাই আমাকে সংবাদ দিতে এসেছিল, পথে বক্তিয়ার ওকে খুন করেছে। বুকে হাত চাপা দিয়ে ও আমাকে জানিয়ে গেল, আজ রাত্রেই তারা দিল্লী আক্রমণ করবে।

পৃথা। দেখি মুখখানা। সেই পিতার এই পুত্র! বাঁচতে দিলে না ভগবান? হা অদৃষ্ট!

পূর্ণিমা। ঘণ্টা বাজা। তোরাও বাজা, দেবদূতেরাও বাজাবে। স্বর্গের শিশু স্বর্গে ফিরে যাচ্ছে, দুন্দুভি বাজবে না? অপ্সরা গাইবে না? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জয়ধ্বনি দেবে না? ঘণ্টা বাজা, ঘণ্টা বাজা।

[প্রস্থান।

সংযুক্তা। ভাই, ভাই,—

পৃথা। [সংযুক্তার হাত ধরিয়া] যে সয়, তারই জয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় সুলতান মহম্মদ ঘোরীর জয়।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

[নেপথ্যে কামান-গর্জন]

দেদারবক্সের প্রবেশ।

দেদার। ইস, হেঁদু ব্যাটাদের মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে! মর কাফেরের দল, মর; দেশে মুসলমানের আজাদী হাঁসিল হক। বক্তিয়ার খাঁ বলেছে আমাকে মনসবদারি দেবে, আর হেঁদুর মেয়ের সঙ্গে সাদি দিয়ে দেবে।

হেদায়েতের প্রবেশ।

হেদায়েৎ। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস যে? কদিন ধরে টিকি দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় থাকিস তুই হারামজাদা?

দেদার। মুখ খিস্তি করো না ছোটলোক কোথাকার।

হেদায়েৎ। বড় ভদ্রলোক হয়েছিস দেখছি। গায়ে নয়া জামা, পায়ে জুতো, এসব কে দিলে রে শূয়ার?

দেদার। শূয়ার শূয়ার করো না বলে দিচ্ছি।

হেদায়েৎ। এত জায়গা থাকতে এ যুদ্ধের জায়গায় এয়েছিস কেন? দুশমন ব্যাটাদের অস্তর জুগিয়ে দিচ্ছিস বুঝি?

দেদার। যা তা বলো না। এখানে তোমার কি দরকার?

হেদায়েৎ। দরকার না থাকলে তোর মত কুকুরকে খুঁজে খুঁজে ফিরব কেন? সেবার বক্তিয়ার ব্যাটাচ্ছেলেকে কারাগার থেকে বার করে দিয়েছিল কে?

দেদার। আমি দিয়েছি?

হেদায়েৎ। দিসনি তুই? পশ্চিমমুখো হয়ে কসম খেয়ে বল, সেদিন ফকিরকে নিশুতি রেতে রাজপুরীতে ঢুকিয়েছিল কে রে হারামজাদা? আমি কিছু জানিনে বটে? কত ট্যাকা ঘুস খেয়েছিস বল।

দেদার। বাবা,—

হেদায়েৎ। কে তোর বাবা? তোকে জানোয়ারে পয়দা করেছে। এত মেহেরবানী করে যে তোকে চাকরিতে বহাল করেছে, এত বিশ্বেস করেছে, বিজাতি বলে ঘেন্না করেনি, তুই তার বুকে দাঁত বসিয়ে দিলি শূয়ার? বক্তিয়ার ব্যাটা কি করেছে জানিস? বারুদখানায় জল ঢেলে দিয়ে গেছে, রাজবাড়ীর ঠাকুর চুরি করে নিয়ে ফেলে দিয়েছে, অস্তরশালা থেকে কত অস্তর বার করে নিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। তোরই তরে রাজার সৈন্যসামন্ত দাঁড়িয়ে মার খেয়ে মরেছে। অস্তর নেই, বারুদ নেই, কিচ্ছু নেই।

দেদার। নেই ত নেই, তাতে হয়েছে কি? হেঁদুর রাজত্ব গিয়ে মোছলমানের রাজত্ব হবে, ভাবতে তোমার ভাল লাগছে না?

হেদায়েৎ। লাগছে না? আহ্লাদে নাচ পাচ্ছে। তোর তরে আমার মনিব মরবে, আর তোকে আমি মোছলমানের আজাদী ভোগ করতে দেব? তা হবে না। চলে আয় হারামজাদা, তোর রক্তে আমি চান করব, তবে আমার নাম হেদায়েৎ খাঁ।

দেদার। বাবা,—

হেদায়েৎ। চলে আয়। আমি ত মরবই, তোকেও আমি শেষ করে থুয়ে যাব। [দেদারকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

সমর সিংহ ও মহম্মদ ঘোরীর প্রবেশ।

মহম্মদ। ফিরে যাও রাণা। দেখতে পাচ্ছ না তোমাদের সৈন্যসামন্ত অধিকাংশ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে? আর একদিন পরে আমরা দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করব। তুমি যদি এখনও অস্ত্র সংবরণ কর আমি তোমায় ক্ষমা কবতে প্রস্তুত।

সমর। তোমার ক্ষমায় আমি পদাঘাত করি।

মহম্মদ। আমার দুশমন পৃথ্বীরাজ, তুমি মূর্খ এর মধ্যে মরতে এসেছ কেন?

সমর। সে কথা তুমি বুঝবে না মহম্মদ ঘোরি। তুচ্ছ মসনদের জন্য যারা ভাইয়েব রক্তে স্নান করে, তারা কি বুঝবে পৃথ্বীরাজ আমার কে। আমার ভাই নেই। সে আমার ভাই, আমার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও যদি তার এতটুকু মঙ্গল কবে যেতে পারতুম,—আমার তাতে কোন আপত্তি ছিল না।

মহম্মদ। এর পবও কি তুমি সে আশা কর?

সমর। এ জাত চিরদিন মূর্খ মহম্মদ ঘোরি। সেদিন আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে জ্যান্ত কবর দিতে পারতুম। নিরস্ত্র তুমি—আল্লার নাম করে শপথ করেছিলে, আর কখনও দিল্লীর পথে পা বাড়াবে না। হিন্দুর মূর্খ শাস্ত্রকার চোখ পাকিয়ে বললে,—“ও শরণাগত।” তাই তোমাকে মুক্তি দিয়েছিলুম মহম্মদ ঘোরি।

মহম্মদ। আজ তুমি আমার মুঠোর মধ্যে রাণা, আমিও তোমাকে মুক্তি দেব। তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর।

সমর। মৃত্যুর পূর্বে নয়।

মহম্মদ। তবে মৃত্যুই তোমার একমাত্র পথ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রূপচাঁদ ও গোকুলচাঁদের প্রবেশ।

রূপচাঁদ। সরে যাও গোকুল, সরে যাও; সম্রাট পৃথ্বীরাজকে তিন শয়তান এক সঙ্গে আক্রমণ করেছে। সংযুক্তার সর্বনাশ আমি চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।

গোকুল। ভয় কি দাদা? তোমার চোখের আলো আজই আমি জন্মের মত নিভিয়ে দেব।

রূপচাঁদ। তমাল মরেছে, তুইও চলে যাবি গোকুল? ভাই বলতে কি কেউ আমার থাকবে না? ওরে, সাতদিন আমার চোখের জল শুকোয়নি; তুই আর আমায় কাঁদাসনে ভাই। সরে যা অবোধ, সরে যা; তোর গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে আমার হাত ওঠে না।

গোকুল। না ওঠে, অস্ত্র ত্যাগ কর, বন্দিত্ব স্বীকার কর, হয়ত বেঁচে যাবে। আর যুদ্ধ করেই বা কি হবে? চেয়ে দেখ,—চারিদিকে শবের পাহাড়—এসব দিল্লী আর মেবারের সৈন্য! আর কোন আশায় যুদ্ধ করবে?

রূপচাঁদ। কোন আশা নেই। ভারতে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়ে গেল। তবু পোড়া ঘরের কাঠ! সম্রাটকে নিয়ে সংযুক্তার হাত ধরে আমি দূর দূরান্তে চলে যাব। পর্ণ কুটিরে বাস করে হলকর্ষণের দ্বারা আমরা জীবিকা নির্বাহ করব, কখনও তোমাদের সুখে বাদী হব না। শুধু সংযুক্তার সিঁথির সিঁদুর যেন মুছে না যায়। সরে যা গোকুল, সরে যা।

গোকুল। না।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় সুলতান মহম্মদ ঘোরীর জয়।"]

রূপচাঁদ। কি হল?

গোকুল। বুঝতে পাচ্ছ না? রাণা সমর সিংহ মৃত্যু দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

রূপচাঁদ। হারিয়ে গেল? এতবড় একটা মানুষ সংসার-অরণ্যে হারিয়ে গেল? হায় মহারাণী পৃথা! হায় মেবার! ও কে গোকুল, দেখ ত—কে ওই উন্মাদিনী নারী?

গোকুল। ভাল করে দেখ; ও তোমার মা।

রূপচাঁদ। মা,—মা,— [প্রস্থানোদ্যোগ]

গোকুল। ওদিকে নয়, যমালয়ে যাও।

রূপচাঁদ। তুমিই বেঁচে থাক গোকুল। আমি তোমার পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। এই আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম।

[রূপচাঁদের অস্ত্রত্যাগ, গোকুলের তরবারি
তাহার বক্ষ ভেদ করিল]

রূপচাঁদ। মায়ের অভিশাপ সফল হক, তুমি সুখী হও ভাই, পিতা তার কুলাঙ্গার পুত্রকে হারিয়ে নিশ্চিন্ত হন। কোন অভিযোগ নেই আমার। শুধু একটা ভিক্ষা, সংযুক্তার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিও না।

গোকুল। সংযুক্তা বিধবা হক, পৃথ্বীরাজের ধ্বংস হক।

[প্রস্থান।

রূপচাঁদ। ডুবে যাও দিনকর, তোমার রক্তরশ্মি দিয়ে এ পৈশাচিক লীলা জগতের মানুষের কাছে আর উজ্জ্বল করে ধরো না। পৃথিবী অন্ধকারে গ্রাস করুক।

জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। হত্যা কর, নৃশংস হত্যা কর। কে?

রূপচাঁদ। আমি পিতা,—আপনার কুলাংগার পুত্র, জীবন দিয়ে পিতৃদ্রোহিতার অবসান করে দিয়ে যাচ্ছি। আমার মাথায় পা তুলে দিন পিতা।

জয়চাঁদ। রূপচাঁদ—রূপচাঁদ, না না, আমি পালাই। চোখ ফেটে জল আসছে কেন? খবরদার, উপড়ে নেব। সমগ্র জগৎ হা-হা করে হাসছে। আমি দেখব না, আমি দেখতে চাই না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কাপড়ে জড়ানো অর্দ্ধভুক্ত গলিত শব বুকে করিয়া
মূর্তিমতী ডাকিনীর মত পূর্ণিমার প্রবেশ।

পূর্ণিমা। ঘণ্টা বাজাও, ঘণ্টা বাজাও। কি গো মহাদেব, দেবশিশুকে স্বর্গে নিয়ে এলুম—তোমরা বাজনা বাজাবে না? দেবতাগুলো কি গো? আমি রূপচাঁদের মা, তমালের মা,—আমাকে ঢিল মারছে? কপালটা ফাটিয়ে দিলে গা?

রূপচাঁদ। মা,—

পূর্ণিমা। মা বলছে কে গো? স্বর্গেও মা আছে নাকি? তা হবে না, আমি রূপচাঁদের মা, তমালের মা, আর কারও মা হতে পারব না।

রূপচাঁদ। তোমার অভিশাপ পূর্ণ হয়েছে মা। আমি চলে যাচ্ছি। যাবার সময় তোমার একি রূপ দেখে গেলুম? আঃ—সব শেষ, সব শেষ।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। মরতে তোমায় আমি দেব না যুবরাজ। কনোজের সিংহাসনে তোমার স্থান নেই। পত্তনের সিংহাসন তোমার জন্য আমি শূন্য করে দিয়ে এলুম। বিশ্বাসঘাতক পত্তনরাজ আর মাথায় মুকুট পরবে না; তার মৃতদেহ থানেশ্বরের মাটিতে পচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাক, আমি তাকে সৎকারও করব না। চল।

জয়চাঁদ। পত্তনরাজ নেই!

রূপচাঁদ। আজ আমার কিছুই দেবার নেই মোহিনি, নইলে—

মোহিনী। পুরস্কার দিতে হবে যুবরাজ। আগে সুস্থ হও, তারপর চেয়ে নেব। [রূপচাঁদকে লইয়া প্রস্থান।

জয়চাঁদ। রাণি,—

পূর্ণিমা। রাণী কাকে বলছ মহাদেব? আমি তমালের মা। এই দেখ, তমালকে এনেছি। আনতে কি দেয়? পেটটা শেয়ালে খেয়েছে, পা দুটো কুকুরে কামড়ে নিয়েছে, তবু তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। তোমার সৃষ্টি তোমারই কাছে রেখে গেলুম। যে সৃষ্টি রাখতে পার না, সে সৃষ্টি করো না ঠাকুর, মহাপাপ হবে।

জয়চাঁদ। যাও রাণি, কনোজে ফিরে যাও।

পূর্ণিমা। এখনি যাব কি গো? যমরাজকে একবার দেখে যাই।

মহম্মদ ঘোরীর প্রবেশ।

মহম্মদ। একি মহারাজ জয়চাঁদ, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে যে! আপনাকে না বলে এলুম, এক সঙ্গে আপনি, বক্তিয়ার আর পত্তনরাজ পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করুন।

জয়চাঁদ। আক্রমণ করেছিলুম মহম্মদ ঘোরি। পত্তনরাজ প্রাণ দিয়েছে, পৃথ্বীরাজও মরণাপন্ন, আর একযোগে আক্রমণের প্রয়োজন নেই। জানি না কেন চোখ ফেটে জল এল, তাই আমি চলে এসেছি।

মহম্মদ। মমতা হয়েছে বুঝি মহারাজ? তোমার আবার মমতাও আছে? আমি ওসব শুনব না রাজা। পৃথ্বীরাজকে তোমার নিজের হাতে বন্দী করা চাই।

জয়চাঁদ। তাই যাচ্ছি মহম্মদ ঘোরি। অনেক ডুবেছি, এটুকু আর বাকি থাকে কেন? [প্রস্থান।

পূর্ণিমা। তুমিই বুঝি যমরাজ? বড় ক্ষিধে হয়েছিল, না? আমার কচি ছেলেটাকে না খেলে বুঝি তোমার ক্ষিধে মিটছিল না?

মহম্মদ। এ উন্মাদিনী কে? এ কিসের দুর্গন্ধ?

পূর্ণিমা। কিসের দুর্গন্ধ জানিস না? এই যে দেখ। শেয়াল-কুকুরে অর্ধেক খেয়েছে, বাকিটা তুই খা।

মহম্মদ। বেরিয়ে যা পাগলি, দূর হয়ে যা। [গলাধাক্কা দিল, পূর্ণিমা পড়িয়া গেলেন]

পূর্ণিমা। গায়ে হাত দিলি যে? তবে রে ছোটলোকের বাচ্ছা,—[পাথর কুড়াইয়া লইল]

মহম্মদ। চুপ। [পদাঘাতের উদ্যোগ]

কুতবের প্রবেশ।

কুতব। করেন কি জাঁহাপনা? বজ্রাঘাত হবে। এ পথের ভিখারিণী নয়, মহারাজ জয়চন্দ্রের সর্বজনবন্দিতা রাণী। এত রূপ, এত গুণ সমগ্র ভারতে কোন নারীর বুঝি ছিল না। আজ ওর

মত কুৎসিত কেউ নেই। আমাদেরই অত্যাচার ওকে আজ স্বর্গ থেকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছে। ওকে আর আঘাত করবেন না জনাব। যদি পারেন, এই দুর্ভাগিনী নারীর জন্য এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করুন, হয়ত পাপের ভার একটু লঘু হবে।

মহম্মদ। তুমি এখানে কেন কুতব? তোমাদের তিনজনকে না আমি পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করতে আদেশ দিয়েছিলুম?

কুতব। আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারিনি জাঁহাপনা; আমায় যে শাস্তি দিতে হয় দিন, কিন্তু নিজে যোদ্ধা হয়ে আর একজন যোদ্ধাকে সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ করতে পারব না। এ শুধু শয়তান বক্তিয়ার, নিষ্ঠুর পত্তনরাজ আর নির্বোধ জয়চাঁদের পক্ষেই সম্ভব।

পূর্ণিমা। তুমি কে গো?

কুতব। আমি তোমার সন্তান।

পূর্ণিমা। আমার সন্তান ত তমাল আর রূপচাঁদ। তুমি রূপচাঁদ বুঝি? সব চালাকি তোর, সব চালাকি। আমি কিছু জানিনে বটে? তুই ভেবেছিস, আমার অভিশাপে তুই মরে বাঁচবি, আর আমি বেঁচে মরব। তা হবে না। এই আমি যমদুয়ারে দাগ কেটে গেলুম। তুই বেঁচে থাক; আমার মাথায় যত চুল, তত বছর তোর পরমায়ু হক। আমি মরে বাঁচি, আর তুই বেঁচে মর।
[প্রস্থান।

মহম্মদ। এমন হিন্দু মা তোমার আর কজন আছে?

কুতব। অসংখ্য আছে জনাব।

মহম্মদ। ভুলে যাও নফর। হিন্দুরা আমাদের চিরশত্রু।

কুতব। তাহলে হিন্দুর সাহায্য নিয়ে আপনি যুদ্ধ জয় করলেন

কেন জাঁহাপনা? জয়চাঁদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার জন্য কেন আপনার এ অসাধ্যসাধন?

মহম্মদ। জয়চাঁদ রাজা হবে? এক হিন্দু গিয়ে আর এক হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে বসবে? মূর্খ। আমি সোনার ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব।

কুতব। এ আপনি কি বলছেন জাঁহাপনা? কনোজরাজের সঙ্গে আপনি বেইমানি করবেন?

মহম্মদ। না না না, বেইমানি আমি করব না। সে আমাকে সাহায্য করেছে, আমি তাকে আশাতীত পুরস্কার দেব। তার কন্যা সংযুক্তা হবে আমার প্রধানা বেগম।

কুতব। জাঁহাপনা!

মহম্মদ। তাঞ্জাম নিয়ে যাও। সংযুক্তাকে আমার শিবিরে নিয়ে এস।

কুতব। আমি তা পারব না।

মহম্মদ। কেন পারবে না নফর?

কুতব। নফরের দেহটাই আপনার অধীন, মনটা নয়। আপনি আমাকে কোতল করতে পারেন, কিন্তু আমাকে অধর্ম করাতে পারবেন না।

মহম্মদ। ক্রীতদাস!

কুতব। আপনি যাঁর ক্রীতদাস, এ দুনিয়াটাই যাঁর ক্রীতদাস, তাঁরই আদেশে আপনার আদেশ আমি অমান্য করলুম জাঁহাপনা। গোস্তাকি মাফ করবেন। [প্রস্থান।

মহম্মদ। ধর্ম! দূর হক ধর্ম। সংযুক্তাকে আমার চাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থলের পার্শ্বদেশ

রক্তাক্তদেহ অবসন্ন পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। কেউ এল না। যারা আমারই করদ রাজা, তাদের দোরে দোরে গিযে সম্রাট আমি করযোড়ে সাহায্য ভিক্ষা করলুম—কেউ এল না। যারা প্রতিশ্রুতি দিল, তারাও দূরে সরে রইল। মহম্মদ ঘোরী এদের রাজ্য সোনায় বাঁধিয়ে দেবে। হায় সোনার ভারত!

জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। পৃথ্বীরাজ,—

পৃথ্বীরাজ। মহারাজ, ত্রেতার বিভীষণ অমর হযে আছে পুরাণে পড়েছিলুম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। আজ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—মহর্ষি বাল্মীকি মিথ্যা কথা বলেননি। যুগে যুগে আপনার মত দেশদ্রোহীদের মধ্যে সে আশ্রয পায় আর এমনি করে জাতির মাথায় বজ্রাঘাত করে। অনেক শত্রুতা আপনি করেছেন, আমি সে-সব ভুলে যাব। দয়া করে আমায় একটা ভিক্ষা দিন। আমি নিরস্ত্র, শক্তিহীন। বিদেশী শত্রুর হাতে মরার চেয়ে দেশবাসীর হাতে মরা অনেক সুখের। মহারাজ, আপনি আমায় হত্যা করুন।

জয়চাঁদ। তাই করব। তুমি মর, সংযুক্তা সহমরণে যাক।
[পৃথ্বীরাজের বুকে তরবারি বিদ্ধ করিবার উদ্যোগ]

সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। বাবা,—

পৃথ্বীরাজ। তুমি আবার কেন এলে সংযুক্তা? পালাও, পালাও, মেবারে গিয়ে আশ্রয় নাও। এ যুদ্ধ শুধু দিল্লীর সিংহাসনের জন্য নয়, তোমার জন্যও অভাগিনি।

সংযুক্তা। আমার জন্য! একি সত্য বাবা?

জয়চাঁদ। সত্য।

সংযুক্তা। একথা জেনেও তুমি এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ? দিল্লীর সিংহাসন তুমি নেবে, আর তোমার বিবাহিতা কন্যাকে তুলে দেবে বিধর্মীর হাতে? এতই কি মোহ দিল্লীর সিংহাসনের? তোমারই পাপে তমাল মরেছে, দাদা প্রাণ দিয়েছে, মা পাগল হয়ে গেছে। এত করেও তোমার সাধ মিটল না? জামাতার বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিতে এসেছ? ধর্ম কি পৃথিবীর মাটি থেকে পালিয়ে গেল? দয়া মায়া স্নেহ করুণা কি শুধু পুঁথির পাতায় আবদ্ধ হয়ে রইল?

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা, আর বাক্যব্যয় করো না, তুমি পালিয়ে যাও।

সংযুক্তা। কোথায় যাব? ক্ষতবিক্ষত নিরস্ত্র মরণাপন্ন তুমি, তোমাকে এ দস্যুর কবলে ফেলে কোথায় পালাব আমি? না না, আমি দাঁড়িয়ে দেখব। যা হবার আমার চোখের সামনেই হক।

জয়চাঁদ। না না। তুই যা সংযুক্তা, তুই চলে যা। ওই দেবদারু কুঞ্জে গোকুল অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা কচ্ছে। তোকে সে মেবারে নিয়ে যাবে। সহস্র মহম্মদ ঘোরী তোর ছায়াও স্পর্শ

করতে পারবে না। দিল্লীর সিংহাসনে বসে আবার আমি তোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব, তোর মায়ের চিকিৎসা করব। যারা গেছে, তারা আর ফিরবে না সত্য। তোকে আর গোকুলকে নিয়ে আবার আমি সংসারে নন্দনকানন গড়ে তুলব।

বিধবাবেশে পৃথার প্রবেশ।

পৃথা। সংযুক্তা, সংযুক্তা,—কে, পৃথ্বীরাজ? ভাই!

পৃথ্বীরাজ। দিদি, তোমার এই শুভ্রবেশ আমারই জন্য।

পৃথা। চোখের জল ফেলিস না ভাই। সে বড় গৌরবের মৃত্যু।

পৃথ্বীরাজ। স্নেহে পিতা, শোকে বন্ধু, বিপদে মন্ত্রী মহারাণা আজ আমারই জন্য মৃত্যুর কোলে নীরব, আর আমি এখনও এই নিরস্ত্র অসহায় ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে বেঁচে আছি। সংযুক্তাকে নিরাপদ না দেখে মরতেও প্রাণ চাইছে না।

পৃথা। আয় আয়, ওরে অভাগি, কেন তুই এখানে মরতে এলি? মহম্মদ ঘোরীর লোকেরা তোকে চারিদিকে খুঁজে মরছে। পুরনারীরা সবাই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে; তুই কেন এখানে দিদি? আয় আমি তোকে মেবারে নিয়ে যাব, তারপর দেখব কে তোর অঙ্গ স্পর্শ করে।

জয়চাঁদ। দেবী করো না পৃথা, শীঘ্র চলে যাও। গোকুল ওই দেবদারু কুঞ্জে অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা কচ্ছে।

পৃথা। কে? মহারাজ জয়চাঁদ? অপূর্ব তোমার কীর্তি। রামকে নিয়ে রামায়ণ রচিত হয়েছিল, তোমাকে নিয়ে কোন মহাকাব্য রচিত হবে জয়চাঁদ? আর এখানে কেন রাজা? দিল্লীর

সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে, গ্রহণ কর গে যাও। পৃথ্বীরাজের জন্য ভয় নেই। শেষ করেই ত এনেছ, ও আর পালিয়ে যেতে পারবে না। ওই অশ্বখুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ওরা তোমাকে নিয়ে যেতে আসছে। সংযুক্তা, সংযুক্তা,—

পৃথ্বীরাজ। যাও যাও।

সংযুক্তা। না, আমি যাব না।

জয়চাঁদ। ওরে বক্তিয়ার আসছে যে।

সংযুক্তা। আসুক, আমার হাতে তরবারি আছে।

পৃথ্বীরাজ। তবে এগিয়ে এস। মরতেই ত হবে। তুমি আমার বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দাও, আমি তোমার বক্ষ ভেদ করি। [তরবারি কুড়াইয়া লইলেন]

[সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজ মুখোমুখী দাঁড়াইলেন,
সংযুক্তা স্বামীকে প্রণাম করিলেন]

পৃথ্বীরাজ। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারিনি, এ অক্ষমতার পাপ আমার বুকের রক্তে ধৌত হক।

সংযুক্তা। বড় সাধে ঘর বেঁধেছিলুম বাবা। তুমি সুখে থাকতে দিলে না। মেয়ের চেয়ে তোমার বেশী আপন হল বিদেশী দস্যু। তমাল, দাদা আর আমি তিনজনেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলুম, তুমি সুখে থাক।

পৃথা। পৃথ্বীরাজ,—

পৃথ্বীরাজ। মুখ ফিরিয়ে থাক দিদি, এ তুমি সইতে পারবে না।

জয়চাঁদ। সংযুক্ত,—

সংযুক্তা। যাও বাবা। দীর্ঘনিশ্বাস দিয়ে ঘর ভরিয়ে রেখে এসেছি। আমার ঘরে গিয়ে তুমি রাজত্ব কর। যদি নিশীথ

রাত্রে কারও কান্না শুনতে পাও, মনে করো সে আমার কান্না নয়, ভারতের অভিশাপ!

জয়চাঁদ। ভারতের অভিশাপ।

[প্রস্থান।

পৃথা। ভারতের দুর্ভাগ্য।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা,—

সংযুক্তা। স্বামি,—

[উভয়ে উভয়ের বক্ষে তরবারি বিঁধাইয়া দিল, তারপর তরবারি ফেলিয়া দিয়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইল]

পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা। সোনার ভারত, বিদায়।

[স্খলিতপদে প্রস্থান।

———

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ

মহম্মদ ঘোরী ও কুতবউদ্দিনের প্রবেশ।

মহম্মদ। বক্তিয়ার এখনও ফেরেনি?

কুতব। না জাঁহাপনা।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজকে এখনও বন্দী করে আনতে পারলে না? অকর্মণ্য অপদার্থের দল। তুমি না কাল এসে প্রাসাদ অধিকার করেছ? পুরনারীদের তুমি এসে দেখতে পাওনি?

কুতব। পেয়েছিলুম।

মহম্মদ। কোথায় তারা?

কুতব। স্বর্গে।

মহম্মদ। স্বর্গে? অর্থাৎ তারা কেউ জীবিত নেই?

কুতব। আমি এসে দেখলুম, অন্তঃপুরের বাইরে নীল সায়রের ধারে শ্মশানের চিতা জ্বলছে। বৃদ্ধা ধাত্রী যমুনা বাঈ পুরনারীদের নিয়ে সাতবার শ্মশান প্রদক্ষিণ করলে, বৈতালিক গান গাইলে, পুরনারীরা উলুধ্বনিতে রাজপুরী মুখরিত করলে। বৃদ্ধ হেদায়েৎ খাঁ আকাশ পানে চেয়ে বললে,—"খোদা, এ অন্যায়ের বিচার করো।" তারপর একশো পুরমহিলা এক সঙ্গে আগুনে ঝাঁপ দিলে। আমি নিথর হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। একটা তর্জনিও তুলতে পারলুম না।

মহম্মদ। সংযুক্তাও কি পুড়ে মরেছে?

কুতব। না জনাব।

মহম্মদ। তবে কোথায় সে?

হেদায়েতের প্রবেশ।

হেদায়েৎ। কেন? তাকে বুঝি নিকে করবে? সে গুড়ে বালি।

মহম্মদ। তুমি না সেই হেদায়েৎ খাঁ? সংযুক্তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

হেদায়েৎ। লুকিযে রাখব কেন? তোমাকে আমি চিনি না?

মহম্মদ। তবে সংযুক্তা কোথায?

হেদায়েৎ। আমি তাকে তাড়িযে দিয়েছি।

মহম্মদ। কোন দিকে গেছে সে?

হেদায়েৎ। বলব না।

মহম্মদ। আমি তোকে কোতল কবব।

কুতব। জাঁহাপনা, এ প্রভুভক্ত ভৃত্য, এর কোন অপরাধ নেই। একে কোতল করে আপনাব গৌবব বাড়বে না। এই ক্ষুদ্র নফর প্রভুর জন্য নিজেব পুত্রকে হত্যা করেছে। দেখে আপনার আনন্দ হচ্ছে না যে মুসলমানের মধ্যে এমন উদার মহাপ্রাণ ধর্মভীরু লোক আছে? আমাদের নৃশংস ব্যবহারে জাতির মুখ যতখান মসীলিপ্ত হয়েছে, ততখানি উজ্জ্বল হয়েছে এই দীন বান্দার মহানুভবতায়।

মহম্মদ। চুপ কর বেয়াদব। সংযুক্তাকে আমার চাই। বল, কোথায় সংযুক্তা?

বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। জাহান্নমে।

সকলে। জাহান্নমে!

বক্তিয়ার। শুধু সংযুক্তা নয়, পৃথ্বীরাজও আর জীবিত নেই।

মহম্মদ। ভীরু কাপুরুষ শয়তান, তাকে বন্দী করতে না তোমায় হুকুম দিয়েছিলুম?

বক্তিয়ার। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি জাঁহাপনা। অকস্মাৎ কখন সে রণস্থল থেকে পালিয়ে গেল, বুঝতে পারিনি। যখন সন্ধান পেলুম, দেখলুম বনের ধারে পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তা পাশাপাশি পড়ে ঘুমিযে আছে, দুজনের বুকের রক্ত মিলিত হয়ে দীঘির জল লালে লাল হয়ে গেছে, আর একটা কুকুর প্রহরীর মত বসে বসে মৃতদেহ দুটি পাহারা দিচ্ছে।

হেদায়েৎ। এই ভাল, এই ভাল। আমার মনিব যার তার হাতে বন্দী হতে জানে না। আমার রাণী-মা প্রাণ দিয়েছে, তবু যার তার হাতে ধরা দেয়নি। ওরে, কে আছিস তোরা? শাঁখ বাজা, ঢাক বাজা। আমাদের রাজা মরেছে, আমাদের রাণী মরেছে।

কুতব। যাও হেদায়েৎ, যাও।

বক্তিয়ার। এ কুকুরটাকে আমি গুলি করে মারব।

কুতব। খুব বীরত্ব দেখিয়েছ, আর বীরত্বে প্রয়োজন নেই।

মহম্মদ। সংযুক্তা হারিয়ে গেল? ধরা দিলে না আশমানের হুরী? কি মূল্য তবে এই জলশূন্য সরোবরের? আমি কাবুলে ফিরে যাচ্ছি।

বক্তিয়ার। দিল্লীর মসনদ কি তাহলে আমাকেই গ্রহণ করতে হবে জাঁহাপনা ?

মহম্মদ। তোমাকে নয় বক্তিয়ার। দিল্লীর মসনদে বসবে সরল উদার মহানুভব কুতবউদ্দিন আইবেক।

কুতব ও বক্তিয়ার। জাঁহাপনা!

মহম্মদ। আজ হতে তোমার দাসত্বের অবসান। অভিবাদন কর বক্তিয়ার, দিল্লীর বাদশা কুতবউদ্দিন আইবেককে।

জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। দিল্লীর বাদশা কুতবউদ্দিন! আমি তবে কি?

মহম্মদ। গোলামের গোলাম।

জয়চাঁদ। তুমি না আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে দিল্লীর সিংহাসনে আমাকেই অধিষ্ঠিত করবে?

মহম্মদ। প্রতিশ্রুতি মানুষেই দেয়, মানুষেই ভাঙে।

জয়চাঁদ। এই জন্যই কি আমি সর্বস্ব দিয়ে তোমায় সাহায্য করেছিলুম? স্ত্রীপুত্রকন্যা সবাই আমাকে বাধা দিয়েছিল, পৃথ্বীরাজ নিজে আমায় দিল্লীর সিংহাসন দিতে চেয়েছিল। আমি নিইনি। আমার স্ত্রী উন্মাদ হয়েছে, দুটি পুত্র এই মারণযজ্ঞে অমূল্য জীবন আহুতি দিয়েছে, দশ হাজার সৈন্যের দশজনও জীবিত নেই। তবু আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। তার কি এই ফল? ভারতে হিন্দুরাজ্যের অবসানের জন্যই কি আমি তোমাদের বিদেশ থেকে ডেকে এনেছিলুম?

হেদায়েৎ। একথা ত তোমাকে হাজারবার সবাই বলেছিল। তখন কথাটা ভাল লাগেনি, এখন কেমন লাগছে? দূর দূর, থু থু।

জয়চাঁদ। এই তোমার ধর্ম মহম্মদ ঘোরি? বেইমান,—

মহম্মদ। নিজের জাতের সঙ্গে, কন্যা-জামাতার সঙ্গে যে বেইমানি করে, সেও বলে অপরকে বেইমান! শোন রাজা জয়চাঁদ, আজ থেকে ভারতে হিন্দুরাজত্বের অবসান—মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ. আমি দিল্লী থেকে চলে যাবার আগে তোমার মত দুষ্ট কণ্টক উপড়ে ফেলে দিয়ে যাব,—যেন ভবিষ্যতে কোনদিন আবার দিল্লীর সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াতে না পার। যে মহাপাপ তুমি করেছ, মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর দেশদ্রোহি!

[জয়চাঁদকে তরবারির আঘাত]

জয়চাঁদ। আঃ—সোনার ভারত, বেইমানের রক্ত নাও, বেইমানের শেষ প্রণাম নাও।

———